

Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/109	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1290b.s. (1883)
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Sanskrita Jantra
Author/ Editor:	Kaliprasanna Rai	Size:	13x20.5cms
		Condition:	Brittle
Title:	Laghucharitmanjari	Remarks:	Historical Essays on 'mutiny'

Sesh. Pocash Gangori 2627

LAGHU CHARITA MANJARI.

HISTORICAL ESSAYS INCLUDING
AN ACCOUNT OF THE
LATE MUTIN

BY

KALIPRA SANNARAI.

SECOND EDITION. S. GANCOOLY

(Thoroughly revised.)

লঘুচরিতমঞ্জরী।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধ।

ইহাতে মিউটিনির রক্তাক্ত সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে।

S. GANCOOLY ত্রিকালী প্রসন্ন রায় প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

প্রকাশিত।

S. GANCOOLY

কলিকতা।

প্রবন্ধকার কর্তৃক সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় ইহাতে প্রকাশিত।

১৪৮ নং, বারানসী বামের ষ্ট্রীট, ষোড়াসাঁকো।

সন ১২৯০ সাল।

108373's

CALCUTTA:
Printed by P. M. Soor & Co.,
The Crown Press, 14, Duff Street.

মহামুভব:

শ্রীযুক্ত এ. ডবলিউ. গ্যারেট্ বি. এ.

প্রেসিডেন্সি বিভাগের স্কুলসমূহের ইন্সপেক্টর.

মহোদয় সমীপেষু।

সমুচিত সম্মান পুরঃসর নিবেদন,

এক্ষণে রাজপুরুষদিগের উৎসাহে বাঙ্গালা ভাষার দিন দিন বিলক্ষণ উন্নতি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইতেছে বটে, কিন্তু ইহাতে “ঐতিহাসিক প্রবন্ধ” সচরাচর দৃষ্টি-গোচর হয় না। আমি সেই অভাব মোচন করিবার জন্ত কৃতসঙ্কল্প হইয়া এই পুস্তক খানি সংকলন করিলাম। ইহাতে লর্ড ক্লাইব, ওয়ারেন হেস্টিংস ও লর্ড ক্যানিং এই তিন জন মহাত্মার ভারতরাজ্য শাসনের রত্নাশু বিশেষরূপে বর্ণিত হইল। এই পুস্তক খানি কোন বিশেষ ইংরাজী গ্রন্থের অনুবাদ নহে। মেকলের এসে, অরনল্ড সাহেবের রচিত ডেলহৌসীর রাজ্যশাসনের বিবরণ, কে সাহেবের প্রণীত সিপাই বিদ্রোহ ইতি-হাস ও ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি নানাবিধ পুস্তক ও পত্রিকা হইতে সংকলিত হইল।

অনেক স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায়, কি ছোট, কি বড়, গ্রন্থকারেরা আপনার গ্রন্থ যত নিকট হউক না কেন, কোন মহামুভব সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নামাঙ্কিত করিয়া উজ্জ্বল ও সাধারণের আদর্শ দান করিয়া থাকেন। এই লোক ব্যবহার দর্শনে বাসনা হইয়াছে, আমারও এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি আপনকার নামাঙ্কর সংযুক্ত হইয়া প্রচারিত হয়।

আপনি প্রেসিডেন্সি বিভাগের শিক্ষাকার্যের ভার গ্রহণ করিয়া অস্বদেশীয় বালকগণের বিদ্যা, বিনয় ও সদাচার সম্পাদনার্থ আন্তরিক যত্ন ও পরিশ্রম করিতেছেন। আমি মহাশয়ের সেই সমস্ত সদৃশ্যে আকৃষ্ট ও বদ্ধ হইয়াছি। আর আপনি আমার প্রতি সময়ে সময়ে যে অর্হুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন, তজ্জন্য আপনার প্রতি আমার যে আন্তরিক ভক্তি আছে, তাহা এত দিন কোন রূপে প্রকাশ করিবার অবসর পাই নাই। এক্ষণে এই ক্ষুদ্র পুস্তক খানি সঙ্কলন করিয়া ভক্তি-সহকারে মহাশয়ের নামে উৎসর্গ করিলাম।

একান্ত বশব্দ

কালীপ্রসন্ন রায়।

TO

A. W. GARRETT Esq., B. A.

Inspector of Schools, Presidency Circle.

SIR,

Under the fostering care of our Government, the Bengali language is now making much improvement, but a historical reading book is hardly to be found in it. To supply this want I undertook to compile this little work. It contains the administrations of LORD CLIVE, WARREN HASTINGS, LORD CANNING, which have been compiled from various sources, such as MACAULAY'S ESSAYS, ARNOLD'S Administration of DALHOUSIE, KAYE'S HISTORY of the SEPOY WAR, THE FRIEND of INDIA, the CALCUTTA REVIEW &c.

It is generally observed that authors, however inferior their productions may be in point of merit, try to make them attractive and fit to be esteemed by the public by coupling the names of highly respected and distinguished persons with their books. Following this usage, it has been my earnest desire that my humble work should go to the world with your name inscribed upon it.

Being in charge of the education of the native boys of the Presidency Circle you have taken deep interest in their intellectual and moral development. This and other noble qualities which distinguish your character have filled my heart with the highest regard and esteem for you, which I have long wished for an opportunity to express. Now that I have compiled this little work, I avail myself of this opportunity to show my regard towards you by dedicating it to your name.

I have the honour to be

Sir,

your most obedient servant,
KALIPRASANNA RAI.

From

The Inspector of Schools,

Western Circle,

To THE DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION,

Bengal.

Dated CHINSURAH the 12th January 1882.

SIR,

In reference to your endorsement No. 7326 dated the 24 September 1881 covering for report a copy of "Laghu-charitamanjari" by Babu Kali Prasanna Rai, I beg to submit as follows:—

The book is on the whole written in an easy and graceful style. The book may be used in Normal Schools as well as in Middle Schools.

Its right place is that which, as I learn, it is finding though very slowly, for itself—the highest class in which Bengali is taught in Zilla and collegiate schools where the teachers use it in exercising their pupils in Translating from Bengali into English.

Your enclosures are returned.

I have &c,

(Sd.) BHOODEB MOOKERJEE,

Inspector of Schools,

Western Circle.

MY DEAR KALIPRASANNA BABU,

With much pleasure I read your Laghu Charitamanjari. Its style is elegant and chaste, while the subject matter it contains is very useful. Every one who wishes to learn the language of this country and translation from English into Bengali will find it of great assistance and I am sure no one will regret having bought it.

GOURY SANKER DEY M.A.

Professor, General Assembly's Institution.

AND FELLOW OF THE CALCUTTA UNIVERSITY.

CALCUTTA, The 4th January, 1884.

I am happy to certify Baboo Kaliprasanna Rai's "Laghu-charitamanjari" as a work suitable for the use of our vernacular schools. I particularly like its language, which observes a just medium, of neither being too learned, nor yet too homely. If I read the signs of our times aright, the Bengalee of the day will grow in beauty, richness and vigour in proportion to the readiness of our future authors to follow the principles which seem to have guided this writer's choice of words.

RAMKRISHNAPUR,

14th November 1880.

KRISHNA KAMUL BHATTACHARJEE *

MY DEAR KALIPRASANNA BABU,

In compliance with your request I have read your "Laghu-charitamanjari" and I am happy to tell you, you have succeeded in making it a very good historical reading book for vernacular schools in Bengal.

PRESIDENCY COLLEGE,

Yours sincerely,

November 16th 1880.

PRASANNA KUMARA SARVADHIKARI.

Babu Kaliprasanna Rai's "Laghu charitamanjari" is a useful publication. It has been written in imitation of Macaulay's Historical and Critical Essays. The style is easy and elegant, and it gives a brief view of the events of some of the most important periods in the History of India. The book might well be used as a Reading book in Middle Class Vernacular Schools. In Higher English Schools it will be a material help in teaching boys translation from English into Bengalee.

AHIRYTOLA,

CHUNDY CHURN BANNERJEE,

3rd January 1884.

Head Master, Hindu School.

* Fellow of the Calcutta University, and late Sanscrit Professor, Presidency College.

প্রিয় কালীপ্রসন্ন !

তোমার লঘুচরিতমঞ্জরীর অধিকাংশ পাঠ করিয়া দেখিলাম।
উহা ভাষাশিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকমধ্যে নিবিষ্ট হইতে পারে।
উহা পাঠ করিলে বালকদিগের জ্ঞান জন্মবার সম্ভাবনা; এরূপ উত্তর
ফলোপধায়ক পুস্তককেই শাস্ত্রকারেরা উৎকৃষ্ট পাঠ্যপুস্তক বলিয়া
অঙ্গীকার করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃত কলেজ।

২০ শে নবেম্বর,

১৮৮০।

তোমার উন্নতিদর্শনেচ্ছ

শ্রীমহেশচন্দ্র শর্মা।

বাঙ্গী ওরা জানুয়ারি, ১৮৮৪।

প্রিয় কালীপ্রসন্ন বাবু !

আপনার লঘুচরিতমঞ্জরী নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া
অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। পুস্তক খানি অতি সুন্দর হইয়াছে।
ইহার রচনা প্রঞ্জল ও মধুর। ইহা পাঠ করিলে বাঙ্গালী স্কুলের, নর্মাল
স্কুলের ও বঙ্গ ইংরেজী স্কুলের ছাত্রগণ বিশেষ উপকার লাভ করিবে।
বিশেষতঃ উচ্চশ্রেণীর বঙ্গ ইংরেজী স্কুলের ছাত্রেরা রচনা করিতে
শিখিবে। এদেশীয় লোকের অবস্থা জাতব্য অনেক গুলি ঐতিহাসিক
বিষয় ও ছাত্রেরা জানিতে পারিবে। ফলতঃ আপনি এই পুস্তক রচনা
করিয়া বিদ্যালয়সমূহের বিশেষ উপকার করিয়াছেন।

শ্রীমাধব চন্দ্র শর্মা,

বহরমপুর কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

প্রিয় কালীপ্রসন্ন !

তোমার লঘুচরিতমঞ্জরী নামক ঐতিহাসিক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া
পরম প্রীতিলভ করিলাম। ভরসা করি, পাঠক বৃন্দও সেই প্রীতির
অংশভাগী হইবেন। বাঙ্গালী ভাষায় এরূপ প্রবন্ধ সচরাচর নয়-
গোচর হয় না। ইহার রচনা প্রঞ্জল ও মধুর হইয়াছে। এই পুস্তক
পাঠ করিলে ছাত্রগণের যে কেবল আত্মজ্ঞান জন্মিবে, এমত নহে,
তাঁহারা রচনা ও অনুবাদ করিতে শিখিবে এবং অবস্থা জাতব্য অনেক-
গুলি ঐতিহাসিক বিষয়ও জানিতে পারিবে, সন্দেহ নাই।

২রা জানুয়ারি, ১৮৮৪।

কলিকাতা।

শ্রীনবীন চন্দ্র শর্মা,

মেট্রপলিটান কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক।

লঘুচরিতমঞ্জরী।

রবীন্দ্র ক্লাইব ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তঃপাতী অপরায়র
প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতার নাম রিচার্ড ক্লাইব। তিনি
ব্যবহারাজীবের* কার্য করিতেন। ক্লাইব উত্তর কালে ক্রিষ্ণ প্রকৃতির
লোক হইবেন, বাল্য কালেই তাহার কোন কোন লক্ষণ লক্ষিত
হইয়াছিল। তাঁহার আত্মীয়গণের লিখিত পত্রে প্রকাশ পায় যে, সপ্তম
বর্ষ বয়ঃক্রম কালে তাঁহার পরিকল্পনাবর্গ তাঁহার মনের দৃঢ়তা, তাঁহার
হৃদয়ের রিপূর্ণতার প্রবলতা ও তাঁহার স্বাভাবিক নিষ্ঠুরতা দেখিয়া
অতিশয় উৎকণ্ঠাকুল হইয়াছিলেন ও তাঁহারা তাঁহার অন্তঃকরণ
প্রকৃতিস্থ ছিল কি না, এ বিষয়ে সন্দেহ করিতেন। ক্লাইব নিরতিশয়
কলহপ্রিয় ছিলেন ও অতিসামান্য কারণে রোষপরবশ হইতেন।
তিনি এরূপ অসমসাহসী ছিলেন যে, মার্কেট ডেরিটন-স্থিত ধর্মমন্দিরের
উচ্চতর শিখরে উঠিয়া বসিয়া থাকিতেন ও সময়ে সময়ে নগরস্থ অলস
ও অকর্মণ্য বালকগণকে দলবদ্ধ করিয়া লুণ্ঠনকারী সেনাদলের গ্রা
দোকান লুণ্ঠন করিতে যাইতেন ও দোকানদারদিগকে কহিতেন, যদি
তোমরা আপেল† ও পয়সা দাও, তবে আমরা তোমাদের
দোকানের কপাট ও জানালা ভাঙ্গিয়া ফেলিব। নিকপায় দোকান-
দারেরা আপেল ও পয়সা দিয়া তাঁহাকে শান্ত করিত।

* ব্যবহার মৌকদ্দমা, আজীব, জীবিকা। যাহারা বাদী প্রতিবাদীর
প্রতিনিধি হইয়া মৌকদ্দমা সংক্রান্ত সমুদায় কার্য করেন। উকীল ইত্যাদি।
† একপ্রকার ফল, দেখিতে গাবের মত। সময়ে সময়ে আমেরিকা হইতে
বরফের জাহাজ এই ফল এদেশে আনীত হইয়া থাকে।

লঘুচরিতমঞ্জরী ।

দ্ববর্ষ ক্লাইব ক্রমাগত অনেক বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যাভ্যাস করেন, কিন্তু তিনি বিদ্যাভ্যাসে এরূপ অনাবিষ্ট ছিলেন যে, তাহাতে কোনরূপেই ক্লতকার্য্য হইতে পারিলেন না। অধিকন্তু সকল বিদ্যালয়েই ছুট বালক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন, কিন্তু ইটন নামক একজন সূচতুর শিক্ষক তাঁহার আকার প্রকার দেখিয়া বলিয়াছিলেন, ক্লাইব বাঁচিয়া থাকিলে এবং আপনাব নৈসর্গিক গুণগ্রাম প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইলে জগন্মণ্ডলে সুবিখ্যাত হইবে। সে যাহা হউক, তৎকালে সাধারণ মত তাঁহার অনুকূল ছিল না, তাঁহার পরিজনগণ এরূপ প্রত্যাশা করিতেন না যে, ক্লাইব কশ্মির কালে মানুষ হইয়া তাঁহাদের কোন উপকারে আসিবে। তাঁহার ক্রিয়াকালপরে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির অধীনে একটা কেরানিগিরি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া ক্লাইবকে মাদ্রাজে পাঠাইয়াছিলেন।

ক্লাইব ইংলণ্ড হইতে যাত্রা করিয়া এক বৎসর পরে মাদ্রাজে আসিয়া উপনীত হন। তিনি মাদ্রাজে পৌঁছিয়া অতিশয় দুর্ব্বাস্থ্য পড়েন, সঙ্গে করিয়া যে কিঞ্চিৎ অর্থ আনিয়াছিলেন, তাহা পথি মধ্যেই নিঃশেষিত হইয়াছিল; সুতরাং তাঁহাকে ঋণ করিয়া আবশ্যক ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হয়। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহা যৎ-সামান্য, তদ্বারা উত্তম স্থানে বাস ও উত্তম আহার সম্পন্ন হইত না। তিনি ইংলণ্ড হইতে আসিবার সময়ে মাদ্রাজস্থিত এক ব্যক্তির নামে অনুরোধপত্র আনিয়াছিলেন, কিন্তু মাদ্রাজে পৌঁছিয়া দেখিলেন, তিনি ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন, সুতরাং অনুরোধপত্রদ্বারা যে কিঞ্চিৎ সাহায্যপ্রাপ্তির প্রত্যাশা ছিল, তাহাতেও বঞ্চিত হইলেন। ক্লাইব উন্নতস্বভাব ও সংলাপপরাঙ্কু ছিলেন, এজন্য মাদ্রাজে অনেক দিনপর্যন্ত কাহারও নিকটে পরিচিত বা আদৃত হইতে পারেন নাই।

তৎকালে পুলিশী তদারক ও হিসাব রাখা কোম্পানির কেরানি-গণের প্রধান কার্য্য ছিল, কিন্তু ক্লাইব যেরূপ চঞ্চলমতি ও উদ্বৃত-প্রকৃতি ছিলেন, তাহাতে ঐ কার্য্য তাঁহার পক্ষে নিতান্ত অনুপযুক্ত

লর্ড ক্লাইব ।

হইয়াছিল। অপর, মাদ্রাজের জল বায়ুও তাঁহার পক্ষে অনুকূল ছিল না, জলবায়ুর দোষে তাঁহার শরীর ক্রমশঃ অপটু হইতে লাগিল। তবে তাঁহার স্বথের মধ্যে এইমাত্র ছিল যে, মাদ্রাজের শাসনকর্তা তাঁহাকে নিজ পুস্তকালয়ে প্রবেশ ও অধ্যয়ন করিতে অনুমতি দেন। তিনি পুস্তক পাঠ করিয়াই অধিকাংশ অবকাশ কাল অতিবাহিত করেন ও পুস্তক পাঠে তাঁহার যে কিছু জ্ঞান জন্মে, তিনি তাহা এই সময়েই উপার্জন করেন। ক্লাইব বাল্যকালে অতিশয় অলস ছিলেন, কিন্তু যৌবনকালে বিষয়কার্য্যে এরূপ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়েন যে, তাঁহার পুস্তক পড়িবার অকাশ ছিল না। কিন্তু কি জলবায়ুর অস্বাস্থ্যকারিতা, কি দরিদ্রতা, কি বিদ্যানুশীলন, কি প্রবাসজনিত দুঃখ, কিছুতেই তাঁহার সেই দুর্জয় নির্ভীকতা দমন করিতে পারে নাই। তিনি যেরূপ বিদ্যালয়ে সর্ব্বদা শিক্ষকদিগের সহিত কলহ করিতেন, এখানে কর্ম্মস্থানেও উপরিস্থ কর্ম্মচারিগণের সহিত সেইরূপ আশ্রয় করিলেন। এজন্য তিনি অনেক বার কর্ম্মচ্যুত প্রায় হইয়া ছিলেন। তিনি দুই বার পিস্তল প্রয়োগদ্বারা আত্মহত্যাশ্রমের চেষ্টা করেন, কিন্তু দুই বারই তাঁহার সম্মান বার্থ হইয়া যায়। ইহাতে তিনি উচ্চঃস্বর বলিয়া উঠেন, আমি নিশ্চয়ই কোন মহৎ কার্য্য-সাধনের জন্ত পৃথিবীতে আসিয়াছি।

এই সময়ে এরূপ একটা ঘটনা উপস্থিত হয়, যাহাতে প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, ক্লাইবের সমুদায় আশা ভরসা উদ্ভিন্ন হইয়া যাইবে, কিন্তু পুরিশেষে সৌভাগ্যক্রমে তাহাই তাঁহার মহদূরূপ মহামঞ্চে আরোহণ করিবার মৌপান হইল। মাদ্রাজে ফরাসিদের সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ চলিতেছিল। ফরাসিরা ইংরাজদিগকে পরাজিত এবং মাদ্রাজনগর ও দুর্গ হস্তগত করেন। পণ্ডিতার গবর্নর ডিউপ্রে মাদ্রাজের গবর্নর ও অপরাপর অনেককেই বন্দী করিয়া পণ্ডিতারীতে লইয়া যান। ক্লাইব এই সঙ্কটের সময়ে রাত্রিকালে মুসলমানের বেগে নগর হইতে পলাইয়া ফোর্ট সেন্ট ডেভিড নামক ইংরাজদের একটা ক্ষুদ্র উপনিব্বেশে আশ্রয় লন।

এক্ষণে ক্লাইব যে রূপ অবস্থায় পড়িলেন, তাহাতে তাহার অভি-
লষিত ব্যবসায় অবলম্বন করিবার সুযোগ হইল। তিনি প্রার্থনা করিয়া
কোম্পানির সৈনিককার্যে নিযুক্ত হন ও অনেকবার ফরাসিদের
বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া বিশেষ খ্যাতি-প্রতিপত্তি লাভ করেন এবং
অচিরকাল মধ্যে তদানীন্তন প্রধান ব্রিটিশ সেনাপতি মেজর লরেন্সের
প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন।

ক্লাইব সৈনিককার্যে প্রবিশ্ত হইবার কতিপয় মাসপরে সংবাদ
আসিল যে, ইংলণ্ডে ফরাসি ও ইংরাজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হই-
য়াছে। ইহাতে পণ্ডিতারীর গবর্ণর ডিউপ্পে মাদ্রাজ নগর ও দুর্গ
ইংরাজদিগকে প্রতর্পণ করেন। ক্লাইবও সৈনিককার্য পরিত্যাগ
করিয়া পুনরায় কেরাণির কার্যে নিযুক্ত হইলেন। ইহার কিছু দিন
পরে মাদ্রাজ প্রদেশীয়দিগের সহিত ইংরাজদের বিবাদ উপস্থিত হয়।
ইহাতে ক্লাইব লরেন্সের সাহায্যার্থ কেরাণির কার্য পরিত্যাগ করিয়া
পুনরায় সেনার কার্য গ্রহণ করেন। তিনি এই রূপে পর্যায়ক্রমে
কিছু কাল বাণিজ্যসম্বন্ধীয় ও কিছু কাল সেনাসম্পর্কীয় কার্য করিয়া
পরিশেষে কমিসারি জেনারেলের কার্যে নিয়োজিত ও কাপ্তেন-পদে
অধিরোহিত হইলেন।

১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা সুপ্রসিদ্ধ নিজাম-
বংশের আদিপুরুষ নিজামুল মলক পরলোক যাত্রা করেন। তাহার
যাবতীয় অধিকারের মধ্যে কর্ণাট রাজ্য সর্বাপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধি-
সম্পন্ন ও দূরবিস্তীর্ণ ছিল। নিজামুল মলকের পরলোকপ্রাপ্তির
পরে কর্ণাটে অতিশয় গোলযোগ ঘটে। কর্ণাটের ভূতপূর্ব নবাবের
জামাতা চন্দ্রসাহেব ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে ফরাসিদের সাহায্যে মহম্মদ
আলিখান রাজধানী ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করেন। মহম্মদ আলি খান
ইংরাজদের পরম বন্ধু ছিলেন, এজন্য ইংরাজেরা মহম্মদ আলি খান
সাহায্যদানে নিতান্ত উৎসুক হইলেন, কিন্তু তৎকালে মাদ্রাজে
তাহাদের অল্পসংখ্যক সেনা ছিল, তাহাতে আবার তাহাদের উপযুক্ত
সেনাপতিও কেহই ছিলেন না। মেজর লরেন্স অবকাশ লইয়া

ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়াছেন। এই সকল কারণে ইংরাজেরা
দেখিলেন যে, তাহারা যুদ্ধার্থ অগ্রসর হইতেও সমর্থ হইবেন না, নিশ্চিত
হইয়া থাকিতেও পশ্চন্ন না, তাহারা উভয় সঙ্কটে পড়িলেন ও ইতি-
কর্তব্যতা অবধারণে বিমূঢ় হইলেন। এমত সময়ে ইংরাজদের মধ্য
হইতে এক বীরপুরুষ সমরে অবতীর্ণ হইলেন ও ভ্রাসমসাহসেও অতুল
পরাক্রম প্রদর্শনদ্বারা কি শত্রু, কি মিত্র, সকলকেই চমৎকৃত করেন।

আমাদের প্রস্তাবিত ক্লাইবই সেই বীরপুরুষ। তিনি ত্রিচিন-
পল্লীকে সঙ্কটাপন্ন দেখিয়া কর্তৃপক্ষের নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন,
যদি আপনারা ফরাসিদের সমুদ্রি প্রতীকার করিতে উপেক্ষা করেন;
তাহা হইলে ত্রিচিনপল্লী হস্তবহিভূত হইবে, মহম্মদ আলি খান বংশ
ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং ফরাসিরা ভারতবর্ষের মথার্থ প্রভু হইবেন।
অতএব এক্ষণে আর উপেক্ষা করা কর্তব্য নহে। ফরাসিদের দমনার্থ
যত্ন করা নিতান্ত আবশ্যক হইয়াছে। যদি কর্ণাট রাজ্যের রাজধানী
আর্কট নগর আক্রমণ করিতে পারা যায়; তাহা হইলে হয়তো
চন্দ্রসাহেব ত্রিচিনপল্লীর অবরোধ ত্যাগ করিয়া স্বীয়-রাজধানী রক্ষার্থ
যত্বান্বিত হইবেন।

মাদ্রাজবাসী ইংরাজেরা ডিউপ্পের জয়লাভ দেখিয়া অতিশয় ভীত
হইয়াছিলেন। তাহারা, ইংলণ্ডে ফরাসি ও ইংরাজদের মধ্যে যুদ্ধ
উপস্থিত হইলে অচিরকাল মধ্যে মাদ্রাজ নগর হস্তবহিভূত ও বিনষ্ট
হইবে, এই আশঙ্কা করিয়া ক্লাইবের প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন এবং
তাহার প্রতি যুদ্ধের সমুদায় ভার অর্পণ করিলেন। কাপ্তেন ক্লাইব
২০০ শত গোরা ও ইউরোপীয়-রীতি-অনুসারে শিক্ষিত ৩০০ শত
সিপাহী লইয়া আর্কট নগর আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন। তিনি
পথিমধ্যে দুরন্ত স্রষ্টি ও ঝটিকায় আক্রান্ত হইয়াছিলেন, তথাপি তাহা
লক্ষ্য না করিয়া গন্তব্য স্থানে গিয়া উপনীত হইলেন। আর্কট নগর
রৌর দুর্গ রক্ষার্থ যে সমস্ত সৈন্য নিয়োজিত ছিল, তাহারা ক্লাইবকে
সর্বদা সমাগত দেখিয়া ভয়বিহ্বলভিতে দুর্গ পরিত্যাগ করিয়া;
সুতরাং ক্লাইব অনায়াসে ও নিরীহবাদের উক্ত দুর্গ অধিকার করিলেন।

লঘুচরিতমঞ্জরী ।

ক্রাইব বিলক্ষণ অবগত ছিলেন যে, আমি দুর্গ অধিকার করিলাম বটে, কিন্তু এক্ষণে নিশ্চিত থাকিলে চলিবে না। ফরাসিদের সহিত অবশ্যই যুদ্ধ বাধিয়া উঠবে। পাছে বিপক্ষেরা আসিয়া দুর্গ অবরোধ করে, এই আশঙ্কায় তিনি আহারসামগ্রী আহরণ করিয়া রাখিলেন ও উপদুর্গ নির্মাণ করিয়া আশ্রয়ার্থ প্রস্তুত হইয়া থাকিলেন।

যে সমস্ত বিপক্ষসেনা ক্রাইবের আগমনে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল, তাহারা নিকটবর্তী স্থান হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া নগরের সম্মুখভাগে শিবির সম্মিলিত করিল। ক্রাইব নিশীথ রাত্রে দুর্গ হইতে সন্নিবেশিত হইয়া অতর্কিতরূপে ঈর্জ শিবির আক্রমণ করিলেন। এই আক্রমণে বিপক্ষপক্ষের অধিকাংশ সৈন্য নিহত হইল ও অবশিষ্টেরা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। কিন্তু ক্রাইবের পক্ষীয় এক প্রাণীরও প্রাণহানি হইল না। তিনি পূর্ণমনোরথ হইয়া দুর্গে প্রত্যাগমন করিলেন।

চন্দ সাহেব আর্কট নগরের এই দুর্গটনার সংবাদ পাইয়া আপনাদের সৈন্য হইতে ৪ সহস্র সেনা বাহির করিলেন ও নিজ পুত্র রাজা সাহেবকে সেনাধ্যক্ষ করিয়া আর্কট নগরের উদ্ধারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে ডিউপ্পের প্রেরিত ও ইতাবশিক্ত আর্কট-দুর্গরক্ষী সেনারা আসিয়া মিলিত হইল। রাজা সাহেব এইরূপে প্রায় ১০ সহস্র সৈন্যের অধিনায়ক হইয়া আর্কটনগর অবরোধ করিলেন।

এদিকে ক্রাইবের প্রায় সকল বিষয়েরই অপ্রতুল, তাহার সৈন্য শত্রুসেনা অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক নূন, তাহার আহার সামগ্রীও সচ্ছল ছিপি না, আর্কট-দুর্গও ভয়াবহ স্থায় ছিল, উহা যে অবরোধ সহ্য করিতে পারিবে, তাহারও কোন সম্ভাবনা ছিল না। যতই কেন বিপদ হউক না, ক্রাইব ভয়োৎসাহ হইবার পাত্র ছিলেন না। তিনি দৃঢ়তা ও সতর্কতা-সহকারে আশ্রয় করিতে লাগিলেন। এই সময়ে ক্রাইবের পক্ষীয় সেনাগণকে আহরণভাবে অতিশয় ক্ষতি পাইতে হইল। এমন কি, সেরূপ ক্ষতি পড়িলে সৈন্যমাত্রই ক্ষয়ক্ষতি ও অবাধ্য হইয়া উঠে; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, সিপাহীরা ক্রাইবের

লর্ড ক্রাইব ।

নিকটে আসিয়া অক্ষুণ্ণচিত্তে নিবেদন করিল, মহাশয়! ইউরোপীয়-দিগকে ভৃত্য দিতে অনুমতি করুন, তাহাদের ফেমাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট হইবে। ইতিহাস পাঠে সেনাপতির প্রতি সেনাগণের এরূপ অটলভক্তির দৃষ্টান্ত আর কতাপি লক্ষিত হয় না।

ক্রাইব আশ্রয় করিতে সমর্থ হওয়ার অপর এক স্থান হইতে তাঁহার সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ হইল। মহারাজার প্রধান মুরারি রাও মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু তিনি ফরাসিদিগের ক্ষমতা অনিবার্য ও চন্দ সাহেবের জয়নিশ্চয় করিয়া এ যাবৎ উদাসীন ছিলেন, কিন্তু অধুনা আর্কটনগর রক্ষার সংবাদ শ্রবণে প্রোৎসাহিত হইলেন। মুরারি রাও বলেন, ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে জানেন, ইহা আমি পূর্বে জানিতাম না। এক্ষণে বুঝিলাম, তাহাদের আশ্রয় করা ক্রাইবের ক্ষমতা আছে; অতএব সানন্দচিত্তে তাহাদের সাহায্য করিব।

মহারাজার মহম্মদ আলির সাহায্যার্থ আনিতেছে, রাজা সাহেব ইহা শুনিয়া বিব্রত হইলেন ও প্রচুর উৎকোচ দিয়া ক্রাইবের সহিত সন্ধি করিবার চেষ্টা পাইলেন, কিন্তু ক্রাইব অবজ্ঞা প্রদর্শনপূর্বক তাঁহার প্রস্তাব অগ্রাহ করিলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে তুফান সংগ্রাম উপস্থিত হইল। চন্দ সাহেব পরাজিত হইয়া পলায়ন করিলেন; সুরাং ক্রাইবেরই জয়পতাকা উত্তোলিত হইল।

মাদ্রাজ গবর্ণমেন্ট এই জয়লাভের সংবাদ শ্রবণে উৎসাহিত হইলেন ও ব্রিটিশপক্ষীয় উদ্ধারার্থে এক দল পরাক্রান্ত সেনা সঙ্গে দিয়া ক্রাইবকে পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে মেজর লরেন্স ইংলও হইতে আসিয়া উপস্থিত হন ও প্রধান সেনাপতির কার্য গ্রহণ করেন; সুরাং ক্রাইবকে তাহার অধীন হইতে হয়। ক্রাইব যেরূপ অবাধ্য ও অহঙ্কৃত ছিলেন, তাহাতে যে তিনি পূর্ববর্ণিত প্রশংসনীয় কার্য করিবার পরে অগ্নের অধীনে থাকিয়া যথানিয়মে কার্য করিবেন, এরূপ প্রত্যাশা করা যাইত না, কিন্তু লরেন্স তাহার গুণবত্তার বিষয় বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। তাহার নিজের মতিও তাদৃশ অসাধারণ বুদ্ধিশক্তি ছিল না, তথাপি তিনি ক্রাইবের বিরুদ্ধে ক্ষমতা সম্যক-

সমুচরিতমঞ্জরী।

রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি পূর্বাধি তাঁহার প্রতি সামুগ্রহ ব্যবহার করিতেন এবং এই অনুগ্রহও নিষ্ফল হয় নাই। ক্লাইব সানন্দচিত্তে পূর্ববন্ধুর নিদেশবর্তী হইলেন ও উভয়ে মিলিয়া ত্রিচিন-পল্লীর উদ্ধারার্থ যাত্রা করিলেন। চন্দ সাহেব এত দিন পর্যন্ত ফরাসি-দের সাহায্যবলে ত্রিচিনপল্লী অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, কিন্তু এক্ষণে তিনি স্বয়ং অবরুদ্ধ হইলেন ও অনন্তোপায় হইয়া ক্লাইবকে নগর সমর্পণ করিলেন। এই ঘটনার কিছু দিন পরে চন্দ সাহেব মহারাজদিগের হস্তে পতিত হইয়া দিহত হন। বোধ হয়, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মহম্মদ আলির অসৎ পরামর্শে তাঁহার ঐরূপ শোচনীয় পরিণাম ঘটে। এইরূপে কর্ণাটে ফরাসিদের প্রভাব নির্বাণোন্মুখ দীপের তায় ক্রমশঃ মলিন হইয়া গেল এবং ইংরাজদের পরমমিত্র মহম্মদ আলি খাঁ পিতৃরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইলেন।

ক্লাইব জয়পতাকা উত্তোলন করিয়া মান্দাজ নগরে প্রত্যাগমন করেন। কিন্তু তৎকালে তাঁহার শরীর এরূপ অসুস্থ হইয়াছিল যে, অঙ্গকালমধ্যেই তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিতে হইল। ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে পর ডিরেক্টরসভা তৎকৃত অবদানপর-স্পারার কৃতজ্ঞতারূপ ও ভবিষ্যতে উৎসাহ বর্দ্ধন করিবার নিমিত্ত তাঁহাকে একখানি হীরাখচিত তরবারি প্রদান করেন। ক্লাইব প্রথমতঃ অলৌকিকমাত্র ভাব্যতা প্রদর্শনপূর্বক কহিলেন, যাবৎ আমার উপরিস্থ কর্তৃকারী ও বন্ধু লরেন্সকে ঐরূপ সম্মান প্রদান না করিবেন, তাবৎ আমি উহা লইব না।

ক্লাইব ভারতবর্ষে অবস্থিতিকালে যে ধনদান করিয়াছিলেন, স্বদেশে গিয়া তাহার কিয়দংশদ্বারা পিতাকে ঋণজাল হইতে মুক্ত করেন ও অবশিষ্টাংশ বিলাসমজ্জায় পর্যাবসিত করিয়াছিলেন। তিনি এইরূপে প্রচুর ধনব্যয় করিয়া ছই বৎসরের মধ্যে রিক্তহস্ত হইলেন ও কোন কার্য্যাপলক্ষে পুনরায় ভারতবর্ষে আলিবার মামস করিলেন। এই সময়ে যদিও কর্ণাট রাজ্যে ইংরাজদিগের অনুকূলে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল ও ডিউপ্পে ঋণীকৃত ও স্বদেশে প্রতিনিবৃত্ত

লর্ড ক্লাইব

হইয়াছিলেন; তথাপি ফরাসিদিগের সহিত সত্তর যুদ্ধ ঘটবার অনেক পূর্বলক্ষণ দৃষ্ট হইতে লাগিল। এজন্য ডিরেক্টরসমাজ, স্মার্ট সেন্ট ডেবিডের গবর্নরের কার্য্য ও ইংলণ্ডরাজ লেপ্টেনেন্ট কর্ণেলের পক্ষে ক্লাইবকে নিযুক্ত করিয়া পুনরায় ভারতবর্ষে পাঠাইয়া দিলেন।

কর্নেল ক্লাইব ভারতবর্ষে প্রত্যাগমন করিয়া প্রথমতঃ ঘেরিয়াছর্গ আক্রমণপূর্বক অধিকার করেন। এই ছর্গ প্রায় চতুর্দিকে সমুদ্রে-বেষ্টিত ও আজিয়া নামক এক জন সামুদ্রিক দস্যুকর্তৃক অধ্যুষিত ছিল। ক্লাইব, আডমিরাল ক্রাউসনের সহিত মিলিত হইয়া আজিয়া-কে পরাস্ত করেন ও তাঁহার লুণ্ঠিত ধন অপহরণপূর্বক উভয়ে ভাগ করিয়া লয়েন। ক্লাইব এই বীরকর্য্য সম্পন্ন করিবার পরে মান্দাজে যাইয়া ফোর্ট সেন্ট ডেবিডের কার্য্যভার গ্রহণ করেন।

প্রায় এই সময়ে অবিখ্যাত নবাব আলিবর্দি খাঁর দৌহিত্র সিরাজ-উদৌলা মুরশিদাবাদের সিংহাসনে অধিরূঢ় হইলেন। সিরাজ স্বভাবতঃ অস্পৃদ্ধি, নৃশংস ও অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। তিনি নট, ভাঁড় প্রভৃতি নীচ অনুচরবর্গের সহিত ইন্দ্রিয় সেবা ও মাদক দ্রব্য ব্যবহার করিয়া কালান্তিপাত করিতেন। বাল্যকালে পশুপক্ষীদিগকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ অনুভব করা তাঁহার অভ্যাস ছিল; অধুনা নবাব হইয়া তাঁহার সেই অভ্যাস স্বজাতিপীড়নে পরিণত হইল।

সিরাজউদৌলা বাল্যকালাবধি ইংরাজদের প্রতি অক্লিষ্ট বিদ্বেষ করিতেন ও তাঁহার ঐরূপ একটা অদ্ভুত সংস্কার ছিল যে, ইংরাজেরা অতুল ঐশ্বর্য্যশালী। লুণ্ঠন করিলে সেই প্রভূত সম্পত্তি হস্তগত হইতে পারে, কিন্তু ইংরাজদের বাণিজ্যের উচ্ছেদ ও যথাসর্ব্বস্বাপহরণ করিয়া তাহাদিগকে রাজ্য হইতে দূরীকৃত করিলে তাঁহার যে ক্ষতি হইবে, তিনি কত কল্পনা করিয়াছিলেন, ইংরাজদের ঐশ্বর্য্য তদপেক্ষা অধিক হইলেও তদ্বারা সেই ক্ষতি পূরণ হওয়া সম্ভব নহে, ইহা তাঁহার দুর্ব্বল ও অশিক্ষিত অন্তঃকরণে উদ্ভূত হয় নাই। তিনি ইংরাজদের সহিত বিরুদ্ধ করিবার জন্য ছিদ্রাঘেষণ করিতে লাগিলেন, অবিলম্বে তাঁহার সেই মনোরথ সিদ্ধ হইবারও সুযোগ উপস্থিত হইল। ইংরা-

জেরা ফরাসিদের সহিত সত্তর সময় সম্ভাবনা করিয়া নবাবের বিশেষ অনুমতি ব্যতিরেকে দুর্গ সংস্কার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন; বিশেষতঃ এই সময়ে আবার এদেশীয় এক জন ধনাঢ্য বণিক, নবাবের লুণ্ঠন ভয়ে ভীত হইয়া কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের আশ্রয় লয়েন। ইংরাজেরা শরণাগত ব্যক্তিকে শত্রুহস্তে সমর্পণ করিতে অসম্মত হইলেন। সিরাজ উদ্দৌলা এই সকল কারণে ক্রোধে অধীর হইয়া প্রভূত মৈন্যসহকারে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করেন।

মাদ্রাজে ইংরাজেরা ডিউপ্পের আশ্রিত্য দর্শনে ঈর্ষাপরবশ হইয়া রাজনৈতিক ও মৈনিক কার্যগ্রহণে বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু কলিকাতা বাসী ইংরাজেরা তৎকালপর্যন্ত কেবল বাণিজ্য করিতেন। তাঁহারা বিপদে সন্নিহিত দেখিয়া অতিশয় ভীত ও কর্তব্যাবধারণে অসমর্থ হইলেন। কলিকাতার গবর্ণর সিরাজের নৃশংসতার বিষয়ে অনেক কথা শুনিয়াছিলেন, তিনি অতিশয় ভীত হইয়া সম্প্রদানপূর্বক সর্বাগ্রে নৌকারোহণ করিলেন ও নিকটবর্তী জাহাজে যাইয়া আশ্রয় লইলেন। সেনাপতি মহোদয়ও তাঁহার সং দৃষ্টান্তের অনুকরণ ব্যতীত উপায়ান্তর নাই ভাবিয়া তাঁহার অনুসরণ করিলেন, সুরতঃ কলিকাতার দুর্গ অধিকার করিবার জন্ত নবাবকে অধিক প্রয়াস পাইতে হয় নাই। উহা অস্পার্যাসে গৃহীত হইল ও বহুসংখ্যক ইংরাজ কর্মচারী বন্দীকৃত হইলেন।

তদনন্তর এরূপ গুরুতর বীভৎস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, যাহা অতি-নৃশংসতার জন্য চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে ও পরে ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ গ্রহণজন্য সর্বদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে অত্যাধি জাগরক হইয়া আছে। ইংরাজ বন্দীরা নবাবের মৈনিক কর্মচারিগণের কঙ্কণায় অর্পিত হইয়াছিলেন। কর্মচারীরা বন্দীদিগকে অন্ধরূপ নামে একটি প্রকোষ্ঠে নিষ্কিপ্ত করিয়া রাখেন। এই প্রকোষ্ঠের একদিকে একটি মাত্র বাতায়ন ছিল; সুরতঃ আবশ্যকমত বায়ুসঞ্চরণের উপায় ছিল না। বন্দিগণের নিশ্বাসে উক্ত ক্ষুদ্র গৃহের সমস্ত বায়ু অশ্লীল দূষিত হইয়া গেল। বন্দীরা অবিলম্বেই দুঃসহ পিপাসায় দহমান হইলেন ও

বায়ুবিরহে অস্থির হইতে লাগিলেন এবং কিঞ্চিৎ বায়ু লাভের প্রত্যাশায় বাতায়নের নিকটস্থ হইবার জন্য সকলে বিবাদ আরম্ভ করিলেন। পারিশেষে এক এক করিয়া অনেকে হতচেতন হইয়া ধরণীতলে পতিত হইলেন। তখন অবশিষ্টেরা তাঁহাদের মৃত শরীরোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বায়ুপ্রাপ্ত হইতে লাগিলেন, তাহাঁতই এই কতিপয় ব্যক্তি জীবিত ছিলেন।

এই অশ্রুতপূর্ব ভীষণ ব্যাপার ঘটবার পরে একশতাব্দীরও অধিক কাল অতীত হইয়া গিয়াছে, তথাপি উহা শুনিতে বা শ্রুতিতে হইলে আমাদের স্বকণ্ঠ উপস্থিত হয়, কিন্তু নির্দয় সিরাজ এই নিদাক্ষণ রত্নান্ত শুষ্কিত আনুতপ্ত বা দ্রুখিত হইলেন না ও হত্যা-কারিগণের প্রতি কোন রূপ দণ্ড বিধানও করিলেন না এবং মৃত-কণ্ঠ মৃতাবশিষ্টদিগের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা দূরে থাকুক, প্রত্যুত গুপ্তধন প্রাপ্ত হইবার জন্ত তাহাঁদিগকে অতিভয়ঙ্কর যন্ত্রণা প্রদান করেন।

কলিকাতার এই দুর্ঘটনার সংবাদ মাদ্রাজে পৌঁছিলে পর তথাকার ইংরাজেরা কোপজ্বলিত হইয়া উঠিলেন ও পৈরনির্ধাতনে ক্রতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহারা ক্লাইবকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া ও অ্যাডমিরাল ওয়াটসনকে রণতরীর কর্তৃত্ব ভার দিয়া বাঙ্গালায় পাঠাইয়া দিলেন। ক্লাইব অক্টোবর মাসে মাদ্রাজ হইতে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু বায়ু প্রতিকূল হওয়াতে পথিমধ্যে তাঁহার অনেক সময় নষ্ট হয়। তিনি ডিসেম্বর মাসে হুগলীতে আসিয়া উপনীত হইলেন।

এদিকে নবাব সিরাজ উদ্দৌলা জয়োরাসে অন্ধ হইয়া আপনাকে সম্পূর্ণ নিরাপদ জ্ঞানে মুরশিদাবাদে আমোদ প্রমোদ করিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার মস্তকোপরি যে নিম্বোষিত শাপিত অসি পতনোন্মুখ হইয়া ঝুলিতেছিল, তিনি তাহার বিন্দুবিদগুও জানিতেন না। ইংরাজেরা তাঁহার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে সাহসী হইবেন, ইহা তিনি সিন্ধুশোষণের দ্বারা একান্ত অনন্তর মনে করিতেন। তিনি পরকীয় দেশের বিষয় এরূপ অনভিজ্ঞ ছিলেন যে, সর্বদাই কহিতেন, সমুদায়

ইউরোপখণ্ডে দশ সহস্র লোকের বসতি নাই। সে যাহা ইউরোপে
এক্ষণে তিনি ইংরাজদের রণতরী হুগলীতে পৌঁছিয়াছে শুনিয়া
সেনাগণকে কলিকাতার অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন।

এদিকে ক্লাইব সমভিব্যাহারে-আনীত ১০০ শত ইংরাজসেনা
ও ১৫০০ শত সিপাহী লইয়া নৈসর্গিক-সাহস-সহকারে কলিকাতার
দক্ষিণবর্তী বজবজ নামক স্থান অধিকার করিয়া লইলেন ও ফোর্ট-
উইলিয়ম দুর্গের রক্ষা সেনাগণকে পরাস্ত করিয়া কলিকাতা উদ্ধার
করিলেন এবং সমুদ্রশালী হুগলী নগর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন।
লঘুচিত্র নবাব, ইংরাজদের বাণিজ্যের উচ্ছেদনিবন্ধন রাজস্বের ক্ষতি
হইতেছে, জানিয়া ইতিপূর্বেই তাঁহাদের সহিত সন্ধি করিবার সংকল্প
করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের ক্ষমতা ও তেজশ্বিতা দর্শনে তাঁহার
সেই সংকল্প আরও দৃঢ়ীভূত হইল। তিনি তদনুসারে ক্লাইবের
নিকটে এই প্রস্তাব করিলেন, কুঠী প্রত্যর্পণ করিয়া ইংরাজদিগকে
পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিবেন ও কলিকাতার আক্রমণে তাঁহাদের
যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহাও পূরণ করিয়া দিবেন। যুদ্ধই ক্লাইবের
ব্যবসায়, তিনি প্রথমতঃ নবাবের প্রস্তাবে অসম্মত হইয়াছিলেন, কিন্তু
পরিশেষে নবাবের আগ্রহাতিশয় দর্শনে ও অপার কতিপয় কারণে
সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। ক্লাইব এত দিনপর্যন্ত কেবল একজন
সামান্য সৈনিকপুরুষ বলিয়া পরিগণিত ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে এই
সন্ধিস্থাপনদ্বারা একজন রাজনীতিজ্ঞ বলিয়া পরিচিত ও সম্মানিত
হইলেন। তিনি অসাধারণ পারদর্শিতা প্রদর্শনপূর্বক এই অচিরাব-
লম্বিত রাজনৈতিক কার্যে বিশেষ কৃতকার্যতা লাভ করিয়াছিলেন
সত্য, কিন্তু তিনি এক্ষণে যে সকল বিষয়ের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইলেন,
তাহাতে তাঁহার চরিত্রে, কলঙ্ক অর্পিত হইয়াছিল, এ বিষয়ে কোন
সন্দেহ নাই।

যৎকালে নবাব ও ইংরাজদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হয়, সে সময়ে
ওয়াটসন ও উমিচাঁদ মধ্যস্থ নিযুক্ত হইয়াছিলেন ওয়াটসন
কোম্পানির একজন কর্মচারী। উমিচাঁদ কলিকাতাবাসী একজন

পুনাচ্য বণিক। বাণিজ্যকার্যোপলক্ষে অনেক বার ইংরাজদের সহিত
সাক্ষাৎ ও কথোপকথন হওয়াতে উমিচাঁদ ইংরাজদের বিষয় বিশেষ-
রূপে অবগত ছিলেন, এজন্য তিনি এদেশীয় নরপতির সহিত তাঁহাদের
সম্বন্ধ স্থাপনের প্রধান সাধনস্বরূপ পরিগণিত হইতেন। উমিচাঁদ
অতিশয় বুদ্ধিমান ও অত্যাকাঙ্ক্ষী ছিলেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা অব্যবস্থিতচিত্ত ছিলেন। তিনি প্রা-
কালে যাহা কর্তব্য বলিয়া স্থির করিতেন, সন্ধার সময় আবার
তাহাই অকর্তব্য বলিয়া তদনুষ্ঠানে বিরত হইতেন। তিনি এই
সন্ধির অব্যবহিত পরেই ক্লাইবের বিজয়ে যুদ্ধ করিবার সংকল্প
করিয়া চন্দননগরস্থ ফরাসিদিগের সহিত কুমন্ত্রণা করিতে লাগিলেন
ও দক্ষিণাত্য হইতে ফরাসি সেনাপতি বুমিকে আহ্বান করিলেন।
স্বচতুর ক্লাইব ও ওয়াটসন দুইজনে নবাবের এই কার্যগুলি বিলক্ষণ
অবগত ছিলেন। তাঁহারা এক্ষণে চন্দননগর পরাজয় করা আবশ্যক
বিবেচনা করিলেন। তদনুসারে ক্লাইব স্থলপথে তদভিমুখে চলিলেন,
ওয়াটসন জলপথ দিয়া যাত্রা করিলেন। ক্লাইব চন্দননগরে পৌঁছিয়া
অচিরকালমধ্যেই কার্যশেষ করেন। চন্দননগর পরাজিত ও ফরাসি-
দিগের অভ্যাদয়শ্রী তিরোহিত হইল।

নবাব ইংরাজদিগকে ভয় করিতেন ও তাঁহাদের প্রতি বিদ্বেষ-
ভাবাপন্ন ছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদিগকে চন্দননগর পরাজয় করিতে
দেখিয়া তাঁহার ভয় ও বিদ্বেষভাব অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল এবং
তাঁহার দুর্বল ও অব্যবস্থিত চিত্ত পর্যায়ক্রমে রোষ ও ত্রাস দ্বারা
আন্দোলিত হইতে লাগিল। তিনি কখন কোপপ্রভাবে জ্বালামুখ হইয়া
ক্লাইবের পত্র খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিতেন, কখন বা ইংরাজদের সহিত
অকৃত্রিম সৌহারদের পরিচয় প্রদান করিবার জন্ত অতিবিনীত ভাবে
পত্রের উত্তর লিখিয়া পাঠাইতেন। তিনি একসময়ে ক্রোধান্বিত হইয়া
স্বীয় রাজধানীস্থিত কোম্পানির প্রতিনিধিকে শুলে দিবেন বলিয়া ত-
প্রদর্শন করিতেন, কিন্তু তাহার পরক্ষণেই ভ্রাবার ভয়বিস্ময় হইয়া
অতিকাতর ভাবে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া পাঠাইতেন।

ইত্যবসরে নবাবের অপকৃষ্ট শাসনপ্রণালীর বিশৃঙ্খলতা, তাঁহার মুদ্রতা, তাঁহার দুৰাচারিতা ও তাঁহার নীচসংসর্গপ্রিয়তা জন্ম সকলেই তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজসংস্রব রায় কুমার, প্রধান সেনাপতি মিরজাফর ও ভারতবর্ষের সর্বপ্রধান বণিক জগৎশেঠ প্রভৃতি কতিপয় ব্যক্তি তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার জন্ত এক ভয়ানক ষড়যন্ত্র করিলেন ও গোপনে কলিকাতায় ইংরাজদিগের নিকটে সাহায্য চাহিয়া পাঠাইলেন। কলিকাতার কমিটির মেম্বরেরা প্রায় সকলেই তীক্ষ্ণ স্বভাব ছিলেন, তাঁহারা ঐ চক্রান্তের অনুরূপ কার্য্য করিতে অতিশয় সঙ্কুচিত হইলেন, কিন্তু মহাবীর ক্লাইব চক্রান্তকারিগণের মতেই মত দিলেন ও স্বেচ্ছায় উজ্জ্বলতা এবং দৃঢ়তা-গুণে সমুদায় বাধা অতিক্রম করিলেন। অনন্তর এই স্থির হইল, ইংরাজেরা নবাবের রাজ্যভংশবিষয়ে সেনাদ্বারা সাহায্য ও মিরজাফরকে রাজ্য প্রদান করিবেন। মিরজাফরও প্রচুর অর্থ দিয়া তাঁহাদের এই উপকাররাশি পরিশোধ করিবেন, অঙ্গীকার করিলেন।

সিরাজউদ্দৌলা যেৰূপ কুক্রিয়াক্রান্ত ছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিবার ষড়যন্ত্র যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্লাইব ত্রায়পরতার বিসর্জন দিয়া প্রতারণাপূর্বক যে ঐ চক্রান্তের অনুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পক্ষে কোন মতেই ন্যায্যমুগত হয় নাই। তিনি একবার এজেন্ট ওয়াটসন সাহেবের দ্বারা মিরজাফরকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি কিঞ্চিৎাত্র ভীত হইবেন না। আমি সমরে অপরাজিত পাঁচ সহস্র সেনা লইয়া আপনার সহিত মিলিত হইতেছি ও যাবৎ দেহে প্রাণসংহার থাকিবে, আপনার সাহায্যদায়ে পরাধীন হইব না। আবার সিরাজউদ্দৌলাকে এরূপ স্বেহভাবে পত্র লিখিলেন যে, তাহাতে সিরাজ আপনাকে সর্বতোভাবে নিরাপদ স্থির করিলেন। এইরূপে নবাবের রাজ্যভংশবিষয়ে সমুদায় স্থির হইলে ক্লাইব শুনিতে পাইলেন, উমিচাঁদ স্বল্পমাত্র প্রকাশ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। নবাবের কলিকাতা আক্রমণকালে তাঁহার বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। সেই ক্ষতিপূরণ

অরূপ তাঁহাকে অনেক টাকা দিবার কথা নির্দ্ধারিত হয়, কিন্তু তাহাতেও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। তিনি এক্ষণে ষড়যন্ত্র প্রকাশ করিবার সুযোগ পাইয়া আর ত্রিশ লক্ষ টাকা দাওয়া করিলেন। ক্লাইব উমিচাঁদ অপেক্ষাও ধূর্ত ছিলেন। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, আপাততঃ উহার দাওয়া স্বীকার করি, পরে এ ব্যক্তি আমাদের হস্তগত হইবে, তখন ইহাকে যে কেবল এই ত্রিশ লক্ষ টাকা লাভে বঞ্চিত করিব, এমত নহে, পূর্ব প্রতিশ্রুত অর্থলাভেও নিরাশ করিব। ক্লাইব এইরূপ স্থির করিয়া দুইখানি প্রতিজ্ঞাপত্র প্রস্তুত করিলেন। উহার একখানি শ্বেতবর্ণ ও আর একখানি লোহিতবর্ণ কাগজে লিখিত হইল। শ্বেতবর্ণ পত্র খানি সত্য তাহাতে উমিচাঁদের নামের উল্লেখ রহিল না। লোহিতবর্ণের পত্র খানি কৃত্রিম, তাহাতে উমিচাঁদের নাম উল্লিখিত ও তাঁহাকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দিবার কথা লিখিত হইল। কোম্পানির অপরাপর ভূত্যেরা অগ্নাবদনে ঐ কৃত্রিম প্রতিজ্ঞাপত্রে স্ব স্ব নাম স্বাক্ষর করিলেন, কিন্তু আডমিরাল ওয়াটসন তাঁহাদের প্রকৃতির লোক ছিলেন না। তিনি কৃত্রিম প্রতিজ্ঞাপত্রে নাম স্বাক্ষর করিতে অসম্মত হইলেন। ক্লাইব কোন কার্য্যই অসম্পূর্ণ রাখিতেন না। তিনি ওয়াটসনের নাম জাল করিলেন ও ঐ জালপত্র উমিচাঁদকে দেখাইলেন।

এইরূপে চক্রান্তের সমুদায় বন্দোবস্ত হইবার পরে, ক্লাইব সেনাগণকে মুরশিদাবাদের অভিমুখে যাত্রা করিতে আদেশ দিলেন ও নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিলেন যে, আপনি ইংরাজদের প্রতি ঘোরতর অত্যাচার করিয়াছেন ও সশস্ত্র নিয়ন্ত্রণসারে কার্য্য করেন নাই। অতএব এই সকল বিষয়ের মীমাংসার্থ আমি স্বয়ং আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাইতেছি। নবাব, ক্লাইবের পত্রের আভাসে ইংরাজদের সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য্য স্থির করিলেন ও অবিলম্বে সেনা সংগ্রহ করিয়া ক্লাইবের প্রতিহুলে অভিযান করিলেন। অনন্তর ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দে মুরশিদাবাদের নিকটে পলাশি নামক স্থানে উভয় পক্ষে সংগ্রাম উপস্থিত হয়। নবাব, সৈনিক

কর্মচারিগণের বিশ্বাসঘাতকতাদোষে পরাজিত হন; অতরাং ক্লাইব গ্রেটব্রিটেন অপেক্ষাও বৃহৎ ও প্রজাবহুল একটা সাম্রাজ্য জয় করেন।

যুদ্ধসমাপ্তির পর দিবস মিরজাফর ক্লাইবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। যুদ্ধকালে মিরজাফর ক্লাইবের কোন সাহায্য করেন নাই, ইহাতে তিনি সঙ্কুচিত ছিলেন। তাঁহার অন্তঃকরণে এই আশঙ্কা জন্মিয়াছিল, পাছে ক্লাইব তাঁহার প্রতি অনাদর প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁহার সে আশঙ্কা অবিলম্বেই দূরীভূত হইল। ক্লাইব তাঁহার আগমনবার্তা অবগনাত শিবির হইতে বহির্গত হইলেন ও স্বাগত জিজ্ঞাসাপুরঃসর তাঁহাকে আসন পরিগ্রহ করিতে কহিলেন ও নান্দালা, বিহার এবং উড়িষ্যার স্ববেদার বলিয়া তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন এবং কহিলেন, আপনি অবিলম্বে মুরশিদাবাদে গমন করুন, আমিও সত্ত্বর তথায় যাইতেছি। ক্লাইব কতিপয় দিবসের মধ্যে মুরশিদাবাদে গিয়া উপস্থিত হইলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া মিরজাফরের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, যদিও ক্লাইব এদেশের কোন ভাষাই জানিতেন না ও এদেশীয়দিগের সহিত কথোপকথন করিবার আবশ্যক হইলে তাঁহাকে উভয়ভাষাজ্ঞ কোন ব্যক্তির সাহায্য লইতে হইত, কিন্তু তিনি এদেশের আচার ব্যবহারে নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তিনি মিরজাফরকে সিংহাসনে বসাইয়া এদেশের চিরাগত প্রথানুসারে স্বর্ণপাত্র নজর ধরিলেন ও সমাগত ব্যক্তিদিগের প্রতি লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, অতঃকি শুভদিন! আপনারা হুঁচকার নবাবের হস্ত হইতে পরিব্রাজ পাইয়া সুদাচার-সম্পন্ন প্রভুর হস্তগত হইলেন। ইহা অপেক্ষা আনন্দের বিষয় আর কি আছে?

মিরজাফর অঙ্গীকার করিয়াছিলেন, রাজ্যপ্রাপ্তির পর ইংরাজদিগকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিবেন, এক্ষণে তাঁহার সেই অঙ্গীকার পূরণ করিবার সময় উপস্থিত হইল। ইংরাজেরা মিরজাফরকে সঙ্গ করিয়া প্রসিদ্ধ বণিক জগৎশেঠের ভবনে গমন করিলেন। তথায় আবশ্যক বন্দোবস্ত করিবার জন্ত একটা সভা হইল। উমিচাঁদও

সহধর্মীতে সভারোহণ করিলেন। তাঁহার মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল, ক্লাইব কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করিবেন না। সান্দ্রচিত্তে প্রতিশ্রুত সমুদায় টাকা দিবেন। কিন্তু যিনি বড় আশা করেন, তাঁহার ভাগ্যে প্রায় নৈরাশ্যই ঘটে। ক্লাইব এপর্যন্ত উমিচাঁদের সহিত লদয় ব্যবহার করিয়াছিলেন, কোন কথাই ভাদিয়া বলেন নাই, এক্ষণে অবসর বুঝিয়া কহিলেন, উমিচাঁদ! লোহিত প্রতিজ্ঞাপত্র রুদ্রিম, আপনি এক কপর্দকও পাইবেন না। উমিচাঁদ অকস্মাৎ এই বাক্য অবগে মুর্ছিত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গিগণ তাঁহাকে পালকিতে আরোপিত করিয়া গৃহে লইয়া গেলেন। উমিচাঁদের সাংস্রাতিক মূর্ছাহেতু সভাস্থলে কোন গোলযোগ হইল না। ইংরাজেরা প্রশান্তচিত্তে প্রকৃত বিষয়ের অনুসরণ করিতে লাগিলেন।

এদিকে উমিচাঁদ গৃহে নীত হইয়াও অনেকক্ষণপর্যন্ত নিস্তব্ধ ও সংজ্ঞাহীন ছিলেন। পরে তাঁহার মূর্ছা অপসৃত হইল বটে; কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি শুদ্ধি একবারেই বিলুপ্ত হইয়া গেল। ক্লাইব যদিও তাদৃশ ত্রায়পরায়ণ ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তঃকরণ নিতান্ত দয়াশূন্য ছিল না। তিনি উমিচাঁদের শোচনীয় অবস্থা ভ্রুণে হ্রস্বিত হইলেন ও তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাঁহাকে তীর্থযাত্রা করিতে পরামর্শ দিলেন। উমিচাঁদ তদনুসারে তীর্থযাত্রা করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও তাঁহার শোকসন্তপ্ত হৃদয় শান্ত হইল না। তিনি কতিপয় মাসের মধ্যেই সর্বসম্ভাবহারক মুতুর আশ্রয় লইলেন।

সর জন্ ম্যালকম বলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করা অতি গর্হিত, নীতি ও যুক্তিবিহীন; কিন্তু অতন্তে আবশ্যক হওয়াতেই ক্লাইব এরূপ করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পক্ষে উহা ত্রায়মুগত বলিয়া প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। আমরা তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি না। ধর্মভীরুতা ও নীতিপরতা কার্যসাধনের একটা অত্যাশ্রয় উপায়। এই মূলতত্ত্বটা সাধারণতঃ বিশুদ্ধ বলিয়া আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস আছে; অতএব ক্লাইব বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া যে কেবল একটা দুর্কর্ম করেন, এমত নহে, তিনি মহাজমেও পতিত হইয়াছিলেন।

এই রাজবিপ্লব হওয়াতে উমিচাঁদই যে কেবল দেহত্যাগ করিলেন, এমনকি সিরাজউদ্দৌলাও মিরজাফরের পুত্র দুরাশ্রয় মীরণের হস্তে পতিত হইয়া পঞ্চদশ পান। ইংরাজেরা এই হত্যাব্যাপারের বিন্দু-বিন্দুও জানিতেন না। রাজা পরমশত্রু হইলেও তাঁহার প্রাণবধ করা অবৈধ, এজ্ঞা তাঁহার অতিশয় অসন্তুষ্ট হইয়াছিলেন; মিরজাফর তাহা বুঝিতে পারিয়া তাঁহাদের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করা আবশ্যিক বোধ করিলেন।

এক্ষণে হুতন নবাব, কোম্পানি ও তাঁহাদের কর্মচারিগণের উপরে মুঘলধারে ধনরক্ষি করিতে লাগিলেন। শতাধিক নৌকা রজত-শস্যে পরিপূর্ণ হইয়া মুরশিদাবাদ হইতে কলিকাতায় প্রেরিত হইল। কর্মচারীরা নৌকায় জয়পতাকা উত্তোলিত করিয়া হৃত্যগীত করিতে করিতে মহাসমারোহে কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। কতিপয় মাস পূর্বে কলিকাতা জমশূন্য অরণ্য-প্রায় হইয়াছিল, কিন্তু এক্ষণে অতুতপূর্ণ সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিল। বাণিজ্য পুনরুজ্জীবিত হইল; ইংরাজদের প্রতিগৃহে ঐশ্বর্য্যশালিতার লক্ষণসকল লক্ষিত হইতে লাগিল। ক্লাইব ঐতিহাসিক নাই হইলে তাঁহার ধনাগমের পরিসীমা গণ্যকিত না, বাঙ্গালার রাজকোষ তাঁহার সম্মুখে উদ্ঘাটিত হয়, হীরা ও পদ্মরাগমণি-মণ্ডিত সুরবর্ণ ও রজত রাশি তাঁহার উভয় পার্শ্বে ভূপাঙ্করে থাকে। তিনি ইচ্ছাকরিলে ঐ সময়ে অতুল সম্পত্তি আশ্রয়সাৎ করিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি বিশ লক্ষ টাকা লইয়াই সন্তুষ্ট হইলেন।

মিরজাফর সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরে রাজ্যমধ্যে নান্য প্রকার গোলযোগ উপস্থিত হইল। অনেকেরই প্রকাশ্যরূপে তাঁহার বিপক্ষতাচরণে প্ররত হইলেন; বিশেষতঃ অযোধ্যার পরাক্রান্ত নবাব বাঙ্গালা আক্রমণের বিভীষিকা দর্শাইতে লাগিলেন। নবাব প্রভৃতি বড় বড় লোকের সন্তানেরা প্রায়ই জালশ্রুপরাণ ও ভোগাভিলাষী হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মিরজাফর নবাবপুত্র ছিলেন না; সুতরাং ভূতপূর্ব নবাব সিরাজের শ্রায় জালশ্রু ও

লাম্পাটা প্রভৃতি দোষে তাদৃশ আসক্ত হইলেন নাই। কিন্তু তিনি যেরূপ উচ্চপদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, তাঁহার বিষয় বুদ্ধি সেরূপ উন্নত ছিল না। তিনি দ্বিপদে পতিত হইয়া ক্লাইবের শরণাপন্ন হইলেন। ক্লাইবও প্রতুশক্তিপ্রভাবে অতিরিক্ত কালমধ্যে সে সকলের মীমাংসা করিয়া সর্বত্র শান্তি স্থাপন করিলেন। ইহার কিছুদিন পরে ডিরেক্টর সভা শুনিতে পাইলেন, পলাশির যুদ্ধে জয় লাভ হইয়াছে। তখন তাঁহার অগণ্য ধনবাদ করিয়া ক্লাইবকেই সর্বাধ্যক্ষের ভার গ্রহণ করিতে লিখিলেন।

এক্ষণে ক্লাইবের ক্ষমতার আর ইয়ত্তা রহিল না। মিরজাফর ক্রীতদাসের শ্রায় সভ্যকিতে, তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। এতদ্দেশীয় কোন উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির সহিত বহুকালব্যধি মিরজাফরের বন্ধুতা ছিল। একদা তাঁহার কয়েক জন লোকের সহিত কোম্পানির সিপাইদের কোন কারণে বিবাদ উপস্থিত হয়। ইহাতে মিরজাফর ঐ ব্যক্তিকে ভৎসনা করিয়া কহিয়াছিলেন, তুমি কি কর্ণেল ক্লাইবকে জান না? এবং জগদীশ্বর তাঁহাকে কীদৃশ উচ্চপদে স্থাপিত করিয়াছেন, তাহা কি তোমার কর্ণগোচর হয় নাই? ঐ ব্যক্তি বিখ্যাত পরিহাসপটু ছিলেন। তিনি কহিলেন, “যাঁহার ভারবাহক গর্দভকে প্রাতঃকালে তিন বার সেলাম না করিয়া শয্যা পরিত্যাগ করিতে পারি না, আমি কি সেই কর্ণেল ক্লাইবের অবমাননা করিতে পারি!” তাঁহার এই উক্তিকে অত্যাক্তি বলা যায় না। কি ইউরোপীয় কি এতদ্দেশীয় সকলেই তুল্যরূপে ক্লাইবের পদানত হইয়াছিলেন। এস্থলে ইহা উল্লেখ করা জাযায্য নহে, যে ক্লাইব আপনাকে সেই অপরি-সীম ক্ষমতা স্বদেশের উন্নতি সাধনার্থই যথোপযুক্ত বিনিয়োগ করিয়া ছিলেন।

কর্ণাট রাজ্যের উত্তর ভাগে উত্তরসরকার নামক স্থানে ফরাশিয়া তৎকাল পর্যন্ত প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। ক্লাইব তথা হইতে তৎ-দিগকে দূরীকৃত করিবার নিশ্চিত কর্ণেল ফোর্ডকে পাঠাইয়া দিলেন। তৎকালে সকলে ফোর্ডকে জানিতেন না বটে, কিন্তু তাঁহার যুদ্ধকার্য্যে

শুনিয়াই হইবার উপযুক্ত যে অনেকগুলি বিশিষ্ট গুণ ছিল, ক্লাইব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। ফোর্ড লক্ষিতস্থানে উপনীত হইয়া স্তব্ধ কার্য্য সমাধা করিলেন।

যৎকালে বাঙ্গালার অধিকাংশ সেনা উত্তরসরকারে ফরাশিদের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকে, ঐ সময়ে মিরজাফরের রাজ্যের পশ্চিম প্রান্তে একটা ভয়ানক বিপদ ঘটবার উপক্রম হয়। দিল্লীর সম্রাটের পুত্র শাহআলম বহুকালাবধি হুবিপাকে পড়িয়া কষ্ট পাইতেছিলেন। অযোধ্যার নবাব ও পরাক্রমশালী অধিরাজ কতিপয় রাজা তাহার আনুকূল্য করিতে প্রতিশ্রুত হন। শাহআলম সেই অঙ্গীকৃত সাহায্যের উপর নির্ভর করিয়া বহুল সেনা সংগ্রহ করেন ও হতন নবাব মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহার রাজ্যমধ্যে প্রাধাত্য স্থাপনে রুত-নিশ্চয় হন।

শাহআলম সৈন্যে রাজ্য আক্রমণ করিতে আসিতেছেন শুনিয়া মিরজাফরের ভয়ের আর পরিসীমা রহিল না। তিনি শাহআলমকে প্রচুর অর্থ প্রদান করাই আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার একমাত্র উপায় স্থির করিয়া ক্লাইবকে পত্র লিখিলেন। মহাবীর ক্লাইব তাহার প্রস্তাব অগ্রাহ করিয়া তাহাকে এই মর্মে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন, যদি আপনি প্রচুর অর্থ দিয়া শাহআলমের নিকটে মৌহুদ্য ত্রয় করেন, তাহা হইলে আপনার ঐরূপ সুহৃদ অনেক আনিয়া জুটিবে। মহারাজার ও অযোধ্যার নবাব প্রভৃতি অনেক অর্থলোভে আকৃষ্ট হইয়া আপনকার রাজ্য আক্রমণে উদ্যত হইবেন। তাহা হইলে আপনার ধনাগার অচিরকাল মধ্যেই শূন্য হইয়া যাইবে। অতএব আমার এই নিবেদন, আপনি অনুরক্ত সৈন্য ও ইংরাজদিগের প্রভুত্ব উপরে নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত থাকুন। এই পত্র পাঠে মিরজাফরের অন্তঃকরণে আশা ভরসার সঞ্চার হইল ও তিনি আসন্ন বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইবার যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহার অনুসরণ একবারেই পরিত্যাগ করিলেন।

এদিকে শাহআলম পাটনা অবরোধ করিলেন, কিন্তু তাহাতে রুত-কার্য্য হইতে পারিলেন না। ক্লাইব সৈন্যে আসিতেছেন শুনিয়া ক্লাইব সেনার ভীষণতম হইল ও ক্লাইবের সৈন্যের অগ্রসর ভাগ পৌছিয়া মাত্রই অবরোধ ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল। ক্লাইব বিনা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া মহাসমারোহে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

মিরজাফর ইতি পূর্বে যেরূপ ভীত হইয়াছিলেন, এক্ষণে সেইরূপ আনন্দিত হইলেন ও রুতজতার চিত্ত স্বরূপ মহোপকারী ক্লাইবকে বার্ষিক তিন লক্ষ টাকা আয়ের এক বৃহৎ জায়গীর প্রদান করিলেন।

সে যাহা হউক, মিরজাফরের রুতজতা দীর্ঘকাল স্থায়িনী হইল না। তিনি মনে মনে বিবেচনা করিলেন, যিনি যুদ্ধবলে ও যুদ্ধ-কৌশলে আমাকে চিরপ্রার্থিত সিংহাসনে নিবেশিত করিয়াছেন, হয়তো সেই ক্লাইব আমার আমাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে পারেন। ফলতঃ এক্ষণে পরাক্রান্ত ইংরাজদিগের অধীনতা হইতে মুক্ত হওয়াই মিরজাফরের উদ্দেশ্য হইল। তিনি মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন, ভারতবর্ষীয়দিগের মধ্যে এরূপ পরাক্রান্ত ও সমরকুশল সৈন্য নাই, যাহারা ক্লাইবের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়া রুতকার্য্য হইতে পারে এবং এদেশে ফরাশিদিগের ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহাদের ভরসা করাও যথা। তবে ওলন্দাজদিগের যশঃসৌভ বহুকালাবধি এদেশে ব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব বোধ হয়, তাহাদের নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিলে আমার মনস্কামনা সিদ্ধ হওয়া হুহু হইবে না। তিনি এই সকল পর্যালোচনা করিয়া গোপনে চুচুড়াসী ওলন্দাজদিগের নিকটে পত্রাদি পাঠাইতে লাগিলেন। কিন্তু জানিতেন না যে, ইউরোপেও ওলন্দাজদিগের ক্ষমতার কত দূর হ্রাস হইয়াছিল।

ওলন্দাজেরা পূর্বাধি স্বদেশের প্রাধাত্য বিস্তার করিতে ইচ্ছুক ছিলেন। এক্ষণে নবাবের ভোগ পাইয়া তাহাদের সেই ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। তাহাদের প্রধান কাণিজ্য স্থান জাবা উপদ্বীপ হইতে সুসজ্জিত সাতধর্মি রণতরি অতর্কিতরূপে ভাগীরথীতে

আসিয়া পৌছিল। দূরদর্শী ক্লাইবের কোন বিষয় অগোচর ছিল না। তিনি বিবেচনা করিলেন, এক্ষণে ওলন্দাজদিগের জাহাজের গতিষেধ না করিলে, উহারা চুচু ডাঙ্গিতে সেনাগণের সহিত মিলিত হইবে, সুতরাং ওলন্দাজদিগের দলই প্রবল হইয়া উঠিবে। মিরজাফরও হুতন মিত্র ওলন্দাজদিগের সহিত মিলিত হইবেন সন্দেহ নাই। তাহা হইলে এদেশে ইংরাজদের জিরাজির আশা এককালেই তিরোহিত হইয়া যাইবে। ক্লাইব এইসকল আন্দোলন করিয়া পরিশেষে যুদ্ধপক্ষই অবলম্বন করিলেন।

ক্লাইব ইতিপূর্বে কর্ণাট রাজ্যে শরাশিদিগকে দমনে রাখিবার জন্ত অধিকাংশ সেনা পাঠাইয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে ওলন্দাজদিগের অপেক্ষা তাঁহার সৈন্যসংখ্যা অর্ধা ছিল, তথাপি তিনি নৈসর্গিক সাহসের উপরে নির্ভর করিয়া কৈরী আরম্ভ করিলেন। ওলন্দাজদিগের জাহাজগুলি অবিলম্বে তাঁহার হস্তগত এবং সেনারা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল।

ক্লাইব এই জয়লাভের তিন মাস পরে স্বদেশে যাত্রা করেন ও ভান্সিটার্ট সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইলেন। ক্লাইব ইংলণ্ডে উপনীত হইলে রাজা ও রাজমন্ত্রী উভয়েই মহাসমাদরে তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করেন। কোম্পানির অংশীদারগণের মহাসভা হইতেও তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিমত্তা ও কৃতিত্বের জয়সী প্রশংসা কীর্তিত হয়। ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা তৃতীয় জর্জ “লর্ড” এই উপাধি প্রদান দ্বারা তাঁহার সদৃশের পুরস্কার করেন।

ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন ও তথা হইতে এদেশে পুনরাগমনের মধ্যবর্তী সময়ে এদেশের শাসন কার্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে ও ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির বশঃপ্রভায় এরূপ কলঙ্ক অর্পিষ্ট হয় যে, তাহা বহুকালের সুশাসনেও সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয় নাই।

এক পক্ষে অসহায়, ভীক ও উৎপীড়নসহনে অভ্যস্ত অসংখ্য জাতিবাসী, পক্ষান্তরে অসমসাহসী, চতুর, ধনোপার্জনে সমুৎসুক ও অসীম ক্ষমতাশালী ইংরাজকর্মচারিগণ। ইহারা কোম্পানি ব্যতীত

আর কাহারও নিকটে দায়ী ছিলেন না; কিন্তু কোম্পানির উৎকোচ-গ্রাহী, কলহকারী, উন্মত্ত এবং অনভিজ্ঞ অধ্যক্ষগণ এতদূরে থাকে-তেন যে, তথায় শুৎকালে পত্র পৌছিতে ও তথা হইতে পত্রের উত্তর আসিতে দেড় বৎসরেরও অধিক কাল অতীত হইয়া যাইত। ভান্সিটার্ট সাহেব সদাশয়ত্ব সত্ত্বেও এরূপ কার্যবিধির ও প্রভাবহীন ছিলেন যে, তিনি আবৃত্তরী ও পরাপহারী কর্মচারীদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে সমর্থ হইলেন নাই। কর্মচারীরা স্বভাবতঃ উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়েন ও লোকের সর্বশাসন করিয়া উদর পূরণে তৎপর হইলেন। ফলতঃ ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার পরে পাঁচ বৎসর কাল এদেশে এরূপ অরাজকতা ঘটে যে, তাহাতে জনসমাজের অস্তিত্ব রক্ষা করাও ভ্রূষট হইয়া উঠিয়াছিল। মহামহোপাধ্যায় মেকলে বলিয়া গিয়াছেন যে, তদানীন্তন প্রজাপীড়ক রুটিং-গবর্ণমেণ্টের সহিত দুইদৈত্যগণের যথেষ্টাচারশাসনতন্ত্রের বিলক্ষণ সৌসাদৃশ্য ছিল। তাঁহার এই নির্দেশ নিতান্ত অসঙ্গত বলিতে পারা যায় না। কোম্পানির কর্মচারিগণের নিষ্ঠুরতা যত অধিক হউক বা না হউক, তাহাদের নীতি-বর্জিত অর্জনসুহারতি অধিকতর অমর্থের কারণ হইয়াছিল। তাঁহারা অসুগত মিরজাফরকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া মীরকাশিমকে সিংহাসনে স্থাপিত করেন। মীরকাশিম বুদ্ধিমান ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। যদিও তিনি নিজে প্রজাপীড়নে প্রবণ ছিলেন বটে, কিন্তু রাজস্বের ক্ষতিকারক ও অলাভজনক অশ্রুত অত্যাচার সহ্য করিতে পারিতেন না। এজন্য তাঁহার সহিত ইংরাজদের অকোশল ও যুদ্ধ ঘটে। ইংরাজেরা তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া পুনরায় মিরজাফরকে সিংহাসনে আরোপিত করেন। মীরকাশিম যুদ্ধে পরাস্ত হন ও পলাইয়া পাটনায় যান এবং তথায় অতিভয়াবহ এক হত্যাকাণ্ড সম্পাদন করিয়া অরিক্ত অপকারের প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। সকলে তাঁহার এই বৃশংস ব্যবহার দেখিয়া মিরাজ উদ্দৌলার অল্পকৃপ হত্যার বিষয়ও বিস্মৃত হইয়া যান।

এই সকল রাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে নবাভিষিক্ত নবাব, হুজুর শাহ পূর্বাধিকারীর ধন্যগার হইতে যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা বৈদেশিক প্রভুগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন, ও তিনি ষাঁহাদের অনুগ্রহে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সকল ইংরাজ কর্মচারীগণের হস্তে রাজ্যের অসংখ্য প্রজা বলিস্বরূপ অর্পণ করেন। কর্মচারীরা নিয়োগকর্তাদের জন্ত নহে, শুদ্ধ আপনাদের নিমিত্তই প্রায় সমুদায় অন্তর্বাণিজ্য একায়ত্ত করিয়া লন, দেশীয় বণিকদিগকে পর্য্যাব্য. অধিক মূল্যে ক্রয় ও অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন। তাঁহারা বিচারালয়ের বিচারপতি, পুলিশের কর্তৃপক্ষ ও রাজকোষের আধ্যক্ষগণের নির্বিশেষে অবমাননা করেন। এই রূপে ইংরাজ কর্মচারি মহোদয়রা এই কলিকাতা নগরে অতাপ্প কালমধ্যে অসীম ধনশালী হইয়া উঠেন, কিন্তু কোটি কোটি ব্যক্তি নিরন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়া যার পর নাই দুর্দশা ও দুঃবস্থায় পড়ে।

পাঁটনার হত্যাকাণ্ড ঘটয়াছে, ক্রমাগত রাজবিপ্লব উপস্থিত হইতেছে, রাজ্যতন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, এদেশীয়েরা অপমত্ত-সর্বস্ব হইয়াছে। এই সকল ভয়াবহ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে কর্তৃপক্ষেরা অতিশয় উদ্ভিন্ন হইলেন ও ক্লাইব ব্যতিরেকে আর কেহই উৎসন্ন প্রায় নবাজিত রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। হর করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় এদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে, মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। তিনি যতদূর অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে কলিকাতায় গবর্ণমেন্টের তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে দেখিতে পাইলেন ও অবিলম্বে উহার প্রতিবিধানের যত্নবান হইলেন।

লর্ড ক্লাইব উপদ্রোহ ও উৎকোচ গ্রহণ নিষেধ করিলেন এবং কোম্পানির কর্মচারীরা নিজে নিজে ধৈ বাণিজ্য করিতেন, তাহাও উঠাইয়া দিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইংরাজ তাঁহার

ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গবর্ণর সাহেব, যে কেই মদীয় আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইবেক, তাহাকে তৎক্ষণাত্ কঠোর করিব, এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন ও প্রবল বিপক্ষদিগকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অবশিষ্টেরা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বশবর্তী হইলেন।

লর্ড ক্লাইবের অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মে, যে কারণবশতঃ ইতিপূর্বে রাজ্যতন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কার্য হইতে অপমত্ত হইলে সেই কারণে রাজ্যতন্ত্রের পুনরায় সেই রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটবে, মনে হইল না। ইচ্ছা ইত্তিয়া কোম্পানি তৎকালে কর্মচারীগণের পুরস্কার সম্বন্ধে একটা ভ্রমমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কর্মচারীরা এত অল্প বেতন পাইতেন যে, তাঁহারা কেবল তাহারি উপর নির্ভর করিয়া এই উচ্চপ্রধান এদেশে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন না ও সেই যৎসামান্য বেতন হইতে ক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও সমর্থ হইতেন না, এজন্য তাঁহারা বহুকালাবধি নিজ নিজ বাণিজ্যদ্বারা বেতনের হ্রাসতা পূরণ করিয়া লইতেন। বাঙ্গালার জয়ের পূর্বে এই প্রণালী বিশেষ অনিষ্টকারিণী ছিল না, উহা হইতে কোম্পানির অংশীদারগণের লাভের ব্যাঘাত ব্যতীত আর কোন রূপে অনিষ্ট ঘটিত না, কিন্তু এক্ষণে কোম্পানি রাজ্যের অধিকার হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্মচারীগণের হস্তে মহতী ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের নিয়মিত বেতন সামান্য বলিয়াই সর্বসাধারণের বিদিত ছিল। সামান্য বেতন ও অসামান্য ক্ষমতা এ উভয়ের একত্র সংঘটন হইলে অনিষ্টোপাত অপরিহার্য্য হয়, ক্লাইব এটি বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন এবং তিনি ইহাও জানিতেন, ইংলণ্ডে ডিরেক্টর সভায় বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তাহা অরণ্যকুন্দিতে রায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তিনি এইরূপে পূর্বাগত পরামর্শ লোচনা করিয়া কর্মচারীদিগকে লবণের একচেট্টয়া ব্যবসায় চালাইতে অনুমতি দিলেন ও উহার উপলব্ধ যথাযোগ্য অংশ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ক্লাইব ডিরেক্টরগণের উপদেশের বিপরীত

এই সকল রাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে নবাভিষিক্ত নবাব, হুজুর্গা পূর্বাধিকারীর ধন্যগার হইতে যে কিছু অর্থ সংগ্রহ করেন, তাহা বৈদেশিক প্রভুগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন ও তিনি তাঁহাদের অনুগ্রহে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, সেই সকল ইংরাজ কর্মচারীগণের হস্তে রাজ্যের অসংখ্য প্রজা বলিস্বরূপ অর্পণ করেন। কর্মচারীরা নিয়োগকর্তাদের জন্ত নহে, শুদ্ধ আপনাদের নিমিত্তই প্রায় সমুদায় অন্তর্বাণিজ্য একায়ত্ত করিয়া লন, দেশীয় বণিকদিগকে পর্য্যদ্রব্য, অধিক মূল্যে ক্রয় ও অল্প মূল্যে বিক্রয় করিতে বাধ্য করেন। তাঁহারা, বিচারালয়ের বিচারপতি, পুলিশের কর্তৃপক্ষ ও রাজকোষের আয়াক্ষণের নির্দিষ্টে অবমাননা করেন। এই রূপে ইংরাজ কর্মচারিগণের হস্তে এই কলিকাতা নগরে অত্যুৎপাদন কালমধ্যে অসীম ধনশালী হইয়া উঠেন, কিন্তু কোটি কোটি ব্যক্তি নিরন্ন ও নিরাশ্রয় হইয়া যার পর নাই দুর্দশা ও দুঃস্থায় পড়ে।

পীটিনার হত্যাকাণ্ড ঘটয়াছে, ক্রমান্বয়ে রাজবিপ্লব উপস্থিত হইতেছে, রাজ্যতন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে, এদেশীয়েরা অপহৃত-সর্বস্ব হইয়াছে। এই সকল ভয়াবহ সংবাদ ইংলণ্ডে প্রচারিত হইলে দুর্ভাগ্যেরা অতিশয় উদ্বেগিত হইলেন ও ক্লাইব ব্যতিরেকে আর কেহই উৎসন্ন প্রায় নবাজিত রাজ্য রক্ষা করিতে সমর্থ হইবেন না। ইহা করিয়া তাঁহাকেই পুনরায় এদেশে পাঠাইয়া দিলেন।

লর্ড ক্লাইব বাঙ্গালার শাসনকর্তা ও প্রধান সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইয়া ১৭৬৫ খ্রীঃ অব্দে, মে মাসে কলিকাতায় উপনীত হন। তিনি যতদূর অনুমান করিয়াছিলেন, এক্ষণে কলিকাতায় গবর্ণমেন্টের তদপেক্ষাও ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছে দেখিতে পাইলেন ও অবিলম্বে উহার প্রতিবিধান যত্নবান হইলেন।

লর্ড ক্লাইব উপদ্রোহ ও উৎকোচ প্রহরণ নিষেধ করিলেন এবং কোম্পানির কর্মচারীরা নিজে নিজে ধৈর্যবান করিতেন। তাহাও উচ্চাইয়া দিলেন। ইহাতে কলিকাতাবাসী সমুদয় ইংরাজ তাহার

ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু গবর্ণর সাহেব, যে কেহ মদীয় আদেশ প্রতিপালনে অসম্মত হইবেক, তাহাকে তৎক্ষণাত্ কঠোর কার্য্য করিব, এই রূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন ও প্রবল বিপক্ষদিগকে দূর করিয়া দিলেন। তখন অবশিষ্টেরা অনন্যোপায় হইয়া তাঁহার বশবর্তী হইলেন।

লর্ড ক্লাইবের অন্তঃকরণে এই প্রতীতি জন্মে, যে কারণবশতঃ ইতিপূর্বে রাজ্যতন্ত্র বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছিল, তিনি কার্য্য হইতে অপহৃত হইলে সেই কারণে রাজ্যতন্ত্রের পুনরায় সেই রূপ বিশৃঙ্খলা ঘটবে, মনে হইল না। ইচ্ছা হইয়া কোম্পানি তৎকালে কর্মচারীগণের পুরস্কার সম্বন্ধে একটি ভ্রমমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কর্মচারীরা এত অল্প বেতন পাইতেন যে, তাঁহারা কেবল তাহারি উপর নির্ভর করিয়া এই উচ্চপ্রধান এদেশে সচ্ছন্দে বাস করিতে পারিতেন না ও সেই যৎসামান্য বেতন হইতে ক্ষিপ্ত কিঞ্চিৎ সঞ্চয় করিয়া রাখিতেও সমর্থ হইতেন না, এজন্য তাঁহারা বহুকালাবধি নিজ নিজ বাণিজ্যদ্বারা বেতনের হানতা পূরণ করিয়া লইতেন। বাঙ্গালার জয়ের পূর্বে এই প্রণালী বিশেষ অনিষ্টকারিণী ছিল না, উহা হইতে কোম্পানির অংশীদারগণের লাভের ব্যাঘাত ব্যতীত আর কোন রূপে অনিষ্ট ঘটত না, কিন্তু এক্ষণে কোম্পানি রাজ্যের অধিকার হইয়াছেন, তাঁহাদের কর্মচারীগণের হস্তে মহতী ক্ষমতা অর্জিত হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাদের নিয়মিত বেতন সামান্য বলিয়াই সর্বসাধারণের বিদিত ছিল। সামান্য বেতন ও অসামান্য ক্ষমতা এ উভয়ের একত্র সংঘটন হইলে অনিষ্টাপাত অপরিহার্য্য হয়, ক্লাইব এটি বিলক্ষণরূপে বুঝিতেন এবং তিনি ইহাও জানিতেন, ইংলণ্ডে ডিরেক্টর সভায় বেতন বৃদ্ধির প্রস্তাব করিলে তাহা অরণ্যকুদিতের স্থায় নিতান্ত নিষ্ফল হইয়া যাইবে। তিনি এইরূপে পূর্বাগত পর্যালোচনা করিয়া কর্মচারীদিগকে লবণের একচেট্টয়া ব্যবসায় চাকরিতে অনুমতি দিলেন ও উহার উপলব্ধ যথায়োধ্য অংশ করিয়া লইতে আদেশ করিলেন। ক্লাইব ডিরেক্টরগণের উপদেশের বিরুদ্ধে

এইরূপ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে তাঁহার নিন্দাবাদ করিয়া-
বিষায়ে, কিন্তু পক্ষপাতশূন্যভাবে বিবেচনা করিলে তাঁহার এই
কার্য্যটি ন্যায়ানুগত বলিয়া হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। ক্রাইবের জন্ম
এহণের পূর্বে হইতে লখনৌর একায়ত্ত ব্যবসায় ভারতবর্ষীয় শাসন-
কর্তাগণের রাজস্ব সংগ্রহের একটি উপায় ছিল, তাঁহার মৃত্যুর পরে
এরূপ থাকে এবং এখনও রহিয়াছে। সিবিল কর্মচারীদিগের রাজস্ব-
দ্বারা জীবিকা সম্পাদনের সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ক্রাইব সেই
রাজস্বের একটি বিশেষ অংশমাত্র তাঁহাদের জীবিকার জন্য নিধা-
রিত করিয়া দিয়াছিলেন। এজন্য তিনি দোষী হইতে পারেন না।
কুদ্রিয়ান ও পক্ষপাত-বিহীন ব্যক্তি যাত্রাই ইহা স্বীকার করিবেন
সন্দেহ নাই।

লর্ড ক্রাইব পূর্বোক্ত প্রকারে কোম্পানির ব্যবহারিক কর্মচারী-
গণের আয়ের বন্দোবস্ত করিবার পরে সাংগামিক কর্মচারীদিগকে
লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তিনি ডিরেক্টরগণের উপদে-
শানুসারে কোন কোন বিষয়ে ব্যয়লাঘব করেন। তাহাতে মৈনিক
কর্মচারীগণের ক্ষতি হওয়ায় এরূপ বাত্যা উদ্ভিত হয় যে, স্ববি-
খ্যাত রোয়ালীর সিজারও ইচ্ছাক্রমে উহার অনুখবর্তী হইতে
নাহম করতেন না। যে দেশ কেবল শস্ত্রবলে শাসিত হয়, তথায়
শাস্ত্রজীবীদিগের প্রতিকূলতাচরণ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার নহে।
দুই শত ইংরাজ কর্মচারী চক্রান্ত করিয়া এক দিনেই কর্ম পরিত্যাগ
করেন। তাহাদের চক্রান্তের উদ্দেশ্য এই, ক্রাইব ভীত হইয়া তাঁহা-
দের আয়ে বিষয় বিবেচনা করিবেন। লর্ড ক্রাইব যত বার বিপদে
পড়িয়াছিলেন, কখনই ইতবুদ্ধি হন নাই, প্রত্যুৎপন্নমতি জায়ার ন্যায়
নিয়তই তাঁহার সহচােরিণী ছিল। তিনি অবিলম্বে মাদ্রাজ হইতে
সেনাপতি আনয়ন করিলেন ও আজ্ঞাপ্রচার করিয়াছিলেন, তাঁহার
পদ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে কলিকাতায় আনিতে হইবে।
যত্নব্রতকারীরা দেখিলেন, তাঁহাদের বুঝিবার ব্যতিক্রম ঘটয়ছে, তাঁহা-
দের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবার নহে। ক্রাইব দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন ও তিনি

যে সকল সিপাহীদের উপরে নির্ভর করিতেন, তাহাদের প্রভুভক্তিও
অবিচলিত ছিল। যে সমস্ত কর্মচারী এই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্য
ছিলেন, তাঁহারা ধৃত ও দরীদ্র হইলেন। তখন অবশিষ্টেরা বিনয়
বাক্যে পুনরায় কর্ম প্রার্থনা করিলেন এবং অনেকে অশ্রুপূর্ণ লোচনে
অনুতাপও করিতে লাগিলেন। ক্রাইব অস্পাদ্যীদিগের প্রতি সদয়
হইলেন ও তাহাদিগকে পুনরায় স্বপদে স্থাপিত করিলেন।

যৎকালে ক্রাইব সিবিল সর্বিসের ণ সংস্কার ও সেনাগণের উপরে
প্রাধিকার স্থাপন করেন, সেই সময়ে তিনি বিদেশসংক্রান্ত রাজনীতিতেও
কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়াছিলেন। ভারতভূমিতে তাঁহার পদদলই
সর্বত্র শান্তির অবস্থা সৃষ্টি করে। অযোধ্যাধিপতি বহুল সেনা
সমভিব্যাহারে বিহারের পর্য্যন্তদেশে তৎকালে অবস্থিত করিতে-
ছিলেন। অনেক আফগান ও মহারাজার সৈন্য তাঁহার সহিত মিলিত হই-
য়াছিল এবং সমুদায় রাজগণ একযোগে ইংরাজদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ
করিবেন, তাহারও সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লর্ড ক্রাইবের নাম ও
প্রবল প্রতাপে তাঁহাদের সমুদায় বিপক্ষতা নিরাকৃত হইল। বিপ-
ক্ষেরা বিনয়পূর্বক সন্ধির প্রার্থনা জানাইলেন। ক্রাইবও আপনার
অভিমত পণে সন্ধিস্থাপন করিলেন।

ক্রাইব এইরূপে এতদেশীয় রাজগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিবার
পরে বিবেচনা করিলেন, কোম্পানি শস্ত্রবলে এদেশে প্রাধিকার স্থাপন
করিয়াছেন। এদেশের উপরে তাঁহাদের কোন প্রকার ন্যায়ানুগত
স্বত্ব নাই। অতএব এই প্রাধিকার বৈধ করা আবশ্যক। তিনি এই
বিবেচনায় তদানীন্তন মোগল সম্রাট শাহ আলমের নিকটে কোম্পা-
নির পক্ষে বাকাল্য, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানি
প্রার্থনা করিলেন। শাহ আলম একান্ত অসহায় ছিলেন। কোম্পা-
নিকে দেওয়ানি প্রদান করা তাঁহার মনোগত ছিল না, কিন্তু খণ্ডমাত্র
কাগজে পারস্য অক্ষরে গুটিকতক কথা লিখিয়া দিলে ইংরাজদের
নিকট হইতে অনায়াসে ও নির্বিঘ্নে প্রচুর অর্থ পাইতে পারিবেন

। বৃদ্ধ ঐতিহাসিক বিষয়ক রাজকাব্য।

এই বিশ্বাসই তাঁহার অপেক্ষাকৃত সন্তোষের কারণ হইল। তিনি ১৭৩৬ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে কোম্পানি বাহাদুরকে বাদলা, বিহার ও উড়িষ্যা এই তিন প্রদেশের দেওয়ানি * প্রদান করেন।

এই সময়ে লর্ড ক্লাইব অনায়াসে এতদেশীয় ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে অপরিমিত ধনগ্রহণ করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি অগ্রের প্রতিপালনের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, নিজে সে গুলি প্রকৃতরূপেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন। নির্দিষ্ট আছে, বারাণসী-রাজ তাঁহাকে বহুমূল্য হীরক প্রদান করিবার প্রস্তাব করেন এবং অযোধ্যাধিপতি প্রচুর অর্থ ও মণিময় পাত্র লইবার জন্ত বিশেষ অনুরোধ করেন; তথাপি ক্লাইবের অন্তঃকরণ লোভে আকৃষ্ট হয় নাই। তিনি বিশিষ্ট শিষ্টতা প্রদর্শনপূর্বক উক্ত উপহার অস্বীকার করেন। তিনি এই সময়ে একটি দান গ্রহণ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাঁহার প্রতি এই অচির-প্রবর্তিত দানগ্রহণ প্রতিষেধক আইন উল্লঙ্ঘন জন্ত কিঞ্চিৎমাত্রও অধর্ম্য শেঁষে না। মিরজাফর মৃত্যুকালে স্ত্রী উইলে ক্লাইবকে ছয় লক্ষ টাকা দান করিয়া যান। কিন্তু উল্লিখিত আইন জীবিতব্যক্তির দানগ্রহণ বিষয়ে প্রাধান্য প্রাপ্ত হয়, উহা মৃত্যুকালে উইলের দ্বারা প্রদত্ত ধনের নিবর্তক হয়। ক্লাইব উল্লিখিত অর্থ গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি উহা একটি সদ্যয়ে নিয়োজিত করিয়া অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। এ টাকার সুদ হইতে কার্য্যাক্ষম সৈনিক

* এই দেওয়ানি পদগ্রহণ কোম্পানির আদিম ইতিহাসের মধ্যে একটি প্রধান ঘটনা। যদিও তৎকালে দিল্লীস্থর একান্ত প্রভুশক্তিশূন্য হইয়া পড়িয়াছিলেন, তথাপি কি নরপতিগণ কি প্রকৃতিবর্গ সকলেই তাঁহাকে ভারতবর্ষের একমাত্র অধিপতি ও মানসম্রমের অধিতীয় আকর বলিয়া স্বীকার করিতেন। হয়দরা-বাদের নিজাম কার্য্যে সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিলেন, কিন্তু আপনাকে সম্রাটের প্রতি-নিধি বলিয়া প্রকাশ করিতেন। অযোধ্যাধিপতি সর্বতোভাবে স্বাধীন হই-য়াও তাঁহার উজীর বলিয়া পরিচয় দিতেন। ক্লাইবও এই সম্ভারণ প্রথা অতিক্রম করেন নাই। কোম্পানি বাহাদুর সম্রাটের এই দান দ্বারা তিন প্রদেশের সুধার্ম অধিকারী বলিয়া সকলের নিকটে পরিগণিত হইলেন।

কর্মচারিগণের ভরণ পোষণ চলিতে পারিবে, এই অভিপ্রায়ে তিনি উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দেন। অনন্তর এ-মুদ্রাধন হইতে ইংলণ্ডে একটি অনাথ সৈনিকশালা প্রতিষ্ঠিত হয়। অত্যা-পি এ সৈনিকশালা ক্লাইবের নামে চলিতেছে।

লর্ড ক্লাইব তৃতীয়বার এদেশে আসিয়া দেড় বৎসর অবস্থতির পর এরূপ অনুরোধ হইলেন যে, তাঁহার স্বদেশ গমন আবশ্যক হইয়া উঠিল। তিনি ১৭৬৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন। লর্ড ক্লাইব দ্বিতীয় বার ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিয়া স্বদেশীয়দিগের নিকটে যে রূপ ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, এবারে তাঁহার অদৃষ্টে সেরূপ কিছুই ঘটিল না। ইতিপূর্বেই ইংলণ্ডে এরূপ অনেক কারণ উপস্থিত হইয়াছিল, যাহাতে তাঁহার জীবনের শেষভাগ অতি দুঃখে অতিবাহিত হয় ও অকাল মৃত্যু তাঁহার জীবনান্ত করে।

ক্লাইব যে সমস্ত ব্যক্তির অত্যাচার হইতে বাদলা দেশকে পরি-ত্ৰাণ করেন ও যে সকল ব্যক্তির অত্যাচার স্বার্থ সিদ্ধির অন্তরায় হন, তাঁহারা তৎকালে “ইণ্ডিয়া হাউসে” ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। লর্ড ক্লাইব ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার পরে তাঁহারা চতুর্দিক হইতে তাঁহার প্রতি খজাহস্ত হইয়া উঠিলেন। কেবল তাঁহার দাষাৎ-কীর্তন উদ্দেশ্যেই হতন হতন সংবাদপত্র প্রচারিত হইল। বিপক্ষ-পক্ষের এইরূপ চাতুরী দ্বারা সর্ব সাধারণের অন্তঃকরণ ক্লাইবের প্রতি বিরূপ হইয়া উঠিল। ফলতঃ বিপক্ষেরা তিলকে তাল করিয়া তুলিলেন। ক্লাইব দুই এক বার যে দুই একটি কুর্কর্ম করিয়াছিলেন, কেবল তাহা নহে, তিনি পৌকষ প্রকাশ করিয়া যে সকল অত্যাচার নিবারণ করেন, ও তাঁহার অনুপস্থিতি-কালে ভারতবর্ষে যে সকল কুক্রিয়া অনুষ্ঠিত হয়, বিপক্ষেরা সেই সমুদায় দোষই তাঁহার স্বত্ব নিক্ষেপ করিলেন।

ইত্যবসরে বাদলাদেশে ক্লাইব রাজ্যশাসন বিষয়ে যে শৃঙ্খলা-বন্ধন করিয়া গিয়াছিলেন, ক্রমশঃ তাহা শিথিল হইতে লাগিল, তাঁহার

কত নিয়ম অনেকাংশে পরিত্যক্ত হয় ও তিনি কর্মচারীগণের যে সকল ব্যবহার নিবারণ করিয়াছিলেন, সেগুলি পুনরায় উজ্জীৱিত হয়। ইত্যাদি প্রজাগণের ক্রেশের আর ইয়ত্তা থাকে না। শেষে অত্যাচারিত গবর্ণমেণ্টেরও অপরিহার্য্য একটি ভয়ঙ্কর দৈব-দুর্ঘটনা দ্বারা সেই ক্রেশ আরও বর্ধিত হইয়া উঠে।

১৭৭০ খ্রীঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে অত্যন্ত অনাহুতি হয়। তন্নিকটস্থ ভূমি শুষ্ক হইয়া যায়, সরোবর সকল জলশূন্য হইয়া পড়ে, নদীসকল জলাভাবে অস্ফীর্ণ হইয়া গর্ত্ততলে অতিক্রীণ কলেবরে প্রবাহিত হইতে থাকে। এই সকল অশুভ ঘটনার বিষয় ফলস্বরূপ এক ভয়ানক দুর্ভিক্ষ * সমুদায় দেশকে আক্রমণ করে, ও ভাগীরথীর নিম্নভূমিকে মৃত্যু ও দুঃসহ যন্ত্রণার আবাসভূমি করিয়া তুলে। এরূপ আক্রমণ যে কিরূপ দুর্বিষহ, বর্ণনা করিয়া তাহা অস্ত্রের ক্ষয়ক্ষয় করা অসাধ্য। যে সকল দেশের লোকে জীবনোপায় জন্ম কৃষিকার্যের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করে, তাহারা কেবল উহার তীব্রতা অনুভব করিতে সমর্থ হয়। স্বর্গ্যও যে সকল কোমলাঙ্গীর মুখ নিরীক্ষণ করিতে পান না, তাহারাও সমুদায়গণের আহাির আহরণার্থ্য অন্তঃপুর হইতে নির্গত হইয়া প্রকাশ্য রূপে আগত পথিকগণের পদতলে ধূলী-ধূসরিত অঙ্গে লুণ্ঠিত হইয়া ও একমুষ্টি ভিক্ষার জন্ম উচ্চৈশ্বরে রোদন করিয়া অনুন্নয় বিনা করেন। চতুর্দিক হৃদয়বিদীর্ণকারী হাহাকাররবে পরিপূর্ণ হইয়া ও সহস্র সহস্র প্রাণীঅনাভাবে অকালে প্রাণ ত্যাগ করে। প্রতিদিন সহস্র সহস্র শব বিজয়ী ইংরাজদিগের উদ্ভান ও বাটীর সন্নিধানে ভাগীরথীর স্রোতে ভাসমান হয়। কলিকাতার রাজপথ সকল মৃতকর্ণ ও মৃতব্যক্তির দেহে অববদ্ধ হইয়া যায়। মৃত্যুশিষ্ট ব্যক্তির অনাহারে এরূপ ক্লেশ ও দুর্দশ হইয়া পড়ে যে, তাহারা আত্মীয়স্বজনের মৃতকলেবর সংকার করা দূরে থাকুক, দিবাভাগে শব্দভূজী শৃগাল ও গুহ্রদিগের হইতে পরিরক্ষণেও অসমর্থ হয়।

* ইহাকে ছিঁচিতে মনোর বুলে।

তৎকালে মৃত্যুসংখ্যা নির্ণীত হয় নাই বটে, কিন্তু লক্ষ লক্ষ প্রাণীর প্রাণ বিনষ্ট হইয়াছিল বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস জন্মে।

ইংলণ্ডবাসীরা কিছুকাল অবধি ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছিলেন, এই শোচনীয় সংবাদ প্রচারিত হইয়াতে তাহাদের সেই আন্দোলন দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। পরন্তু তৎকালে আবার তথায় এই জনরব হয় যে, কোম্পানির কর্মচারীরা দেশের সমুদায় চাউল একচেটিয়া করাতে ঐ ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ ঘটয়াছে। ইংরাজ কর্মচারীরা যে মূল্যে চাউল ক্রয় করিয়াছিলেন, তাহারা তদপেক্ষা দশ বার গুণ অধিক মূল্যে তাহা বিক্রয় করিয়াছেন। এক বৎসর পূর্বে যে ইংরাজ কর্মচারীর সহস্র টাকার সংস্থান ছিল না, তিনিও ঐ দুর্ভিক্ষের সময়ে লণ্ডনগারে ছয় লক্ষ টাকা পাঠাইয়াছেন।

ক্লাইব এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার পূর্বে ইংরাজ কর্মচারীরা চাউলের ব্যবসায় করিতে সাহসী হইয়াছিলেন, ইহা অসম্ভব নহে। যদি কল্পিয়া থাকেন, তবে তাহারা দুর্ভিক্ষের সময়ে বিলক্ষণ লাভ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাদিগকে স্বাভাবিক কারণে সমুৎপন্ন দুর্ভিক্ষরূপ দুর্ঘটনার কারণ কল্পনা করা সম্ভব নহে। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই, এই সকল অশুভ ঘটনায় ক্লাইবের প্রতি সাধারণের পূর্বসংকীর্ণ বিরাগভাব অধিকতর বর্ধিত হয়।

ক্লাইব এদেশ হইতে প্রস্থান করিবার কতিপয় বৎসর পূর্বে তাদৃশ ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। তাহার কৃত এরূপ কোন কার্য্যই দৃষ্ট হইতেছে না, যাহার দোষে ঐ মনস্তর ঘটতে পারে। যদি কোম্পানির কর্মচারীরা চাউলের ব্যবসায় করিয়া থাকেন, তবে তাহারা সাক্ষ্যে সমক্ষে ক্লাইবের কৃত নিয়মের অশ্রুশাচরণ করিয়াছেন। তজ্জন্ম ক্লাইব দোষভাগী হইতে পারেন না; কিন্তু তিনি স্বদেশে নবাব * বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন; অতরাং এদেশের অনা-

* তৎকালে কতকগুলি ইংরাজ এদেশে আসিয়া যে কোন উপায়ে ইটক প্রভূত ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাহারা স্বদেশে গিয়া নবাব বলিয়া বিখ্যাত হইলেন।

রূপে নিবন্ধন সমুদায় অশুভফল তাঁহার কার্যদোষে সমুৎপন্ন হইয়াছে
বাপসদনেকের অন্তঃকরণে প্রতীতি জন্মে ।

ক্রাইব পার্লিয়ামেন্ট সভায় যে দলভুক্ত ছিলেন, জর্জ. গেন-
ভিল ঐ দলের অধ্যক্ষ ছিলেন । কিন্তু তৎকালে তাঁহার মৃত্যু হই-
য়াছিল, তাঁহার অনুগামিগণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন ;
সুতরাং পার্লিয়ামেন্টে এমন কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি ক্রাইবের পক্ষ
হইয়া দুই একটি অনুকূল কথা বলেন । ক্রাইব চতুর্দিকে বিপদমাগর
দেখিতে লাগিলেন, কিন্তু যত বড় বিপদ হউক না কেন, তিনি কখনই
হতবুদ্ধ হইতেন না । রণস্থলে তাঁহার বেরূপ নৈসর্গিক নৈপুণ্য
ছিল, পার্লিয়ামেন্টেও তাঁহার সেইরূপ, চতুরতার কিছুমাত্র হ্রাসতা
লক্ষিত হয় নাই । পার্লিয়ামেন্ট সভায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য
লইয়া বাদানুবাদ আরম্ভ হইবার পরেই, লর্ড ক্রাইব একটী সুদীর্ঘ
বক্তৃতা করিয়া আপনার শেখাবস্থায় কার্যগুলি নির্দোষ সমপ্রমাণ
করেন । কথিত আছে, ঐ বক্তৃতা শুনিয়া শ্রোতৃবর্গের অন্তঃকরণ
আত্মস্থ হয় ; বিশেষতঃ প্রধান অমাত্য সুপ্রসিদ্ধ লর্ড চেম্বার-
এরূপ মোহিত হইয়াছিলেন যে, তিনি বলিয়া গিয়াছেন, এরূপ
উৎকৃষ্ট বক্তৃতা জন্মাবধি কখনই তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই ।
সে যাহা হউক, শত্রুবর্গের বৈরনির্ধাতন-স্পৃহা যে কেবল ইহাতেই
চরিতার্থ হইল, এমন নহে, শত্রুরা ক্রাইবকে পার্লিয়ামেন্ট সভা
হইতে দূরীকৃত ও তাঁহার মান সম্ভ্রম বিলুপ্ত করিবার সংকল্প করিয়া-
ছিলেন । এক্ষণে তাঁহারা তাঁহার রাজ্য শাসনের প্রথমাবস্থার দোষোৎ-
কীর্ণন করিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিলেন । ক্রাইব দুর্ভাগ্যক্রমে
শাসন-কার্যের প্রথমকালে কতকগুলি গহিত কার্য করিয়াছি-
লেন ; সুতরাং বিপক্ষপক্ষের আক্রমণ করিবার কিলক্ষণ সুযোগই
ছিল । পার্লিয়ামেন্ট সভা ক্রাইবের ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যের অনু-
সন্ধানার্থ একটি কমিটী নিযুক্ত করিলেন । ঐ কমিটী বিদেহ
পর্যন্ত হইয়া অতিশয় বড় সহকারে-সিঁরাঙ্গের সিংহাসন ভ্রংশ
অবধি মিরজাফরের সিংহাসনারোহণ পর্যন্ত ক্রাইবের সমুদায়

কার্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে দেখিতে লাগিলেন । ক্রাইব অসঙ্কচিত-
চিত্তে কহিলেন, আমি উমিচাদের সঙ্কিত প্রতারণা করিয়াছি বটে,
কিন্তু ঐ প্রতারণা আমার লজ্জার কারণ নহে ও আমি যেরূপ অবস্থায়
পড়িয়া এরূপ কার্য করিয়াছিলাম, যদি আমার সেইরূপ অবস্থা
পুনরায় উপস্থিত হয়, তাহা হইলে আবার অস্বাভাবিকভাবে এরূপ কার্য
করিতে পারি । আমি মিরজাফরকে সিংহাসনে আরুঢ় করিয়া
তাঁহার নিকট অপরিমিত অর্থ লইয়াছি বটে, কিন্তু ঐ অর্থ লইয়া
আমি ধর্ম বা পদ মর্যাদার বিপরীত কার্য করি নাই, বরং নিঃস্বার্থ
ব্যবহার হেতু আমি প্রশংসা লাভেরই পাত্র হইতেছি । এই সময়ে
তাঁহার অন্তঃকরণ অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিল । তিনি কহিলেন,
পলাশির যুদ্ধের পর প্রত্যাশালী রাজগণ আমার মনোরঞ্জে তৎপর
হন, তাঁদৃশ সমৃদ্ধিশালী মুরশিদাবাদ নগর আমার লুণ্ঠন-ভয়ে কম্প-
মান হয়, বিপুল ঐশ্বর্যশালী শেঠ বংশীয়েরা পরস্পর স্পর্ধাপূর্বক
আমার রূপাকটাক্ষপাতের জন্য শশব্যস্ত হন, রাশীকৃত স্বর্ণ ও
বহুমূল্য রত্ন আমার সম্মুখে উপস্থাপিত হয়, কিন্তু এখন তাঁহারা
আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, কি রূপে তাঁদৃশ রাজহর্ষিত সম্পত্তি
উপস্থিত দেখিয়াও লোভসম্বরণে সমর্থ হইয়াছিলাম ।

কমিটী উভয় পক্ষের বাদানুবাদ অবগণ করিয়া এই সিদ্ধান্ত করি-
লেন, যদিও ক্রাইবের কোন কোন কার্য কলঙ্কদূষিত দৃষ্ট হইতেছে,
কিন্তু তিনি স্বদেশের এবং ভারতবর্ষের উন্নতি ও কীর্ত্তি সাধনার্থ
অনেক শ্রম কার্য করিয়াছেন ; অতএব তিনি নিষ্কৃতি পাইবার
যোগ্য ।

এইরূপে ক্রাইব নিষ্কৃতি পাইলেন বটে, কিন্তু তিনি যে অধিকাংশ
লোকের স্বর্ণার পাত্র হইয়াছিলেন ও হাউস অব কমন্স সভা তাঁহার
যে নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন এবং কমিটী যে বিদেহপর্যন্ত হইয়া
তাঁহার ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্যগুলি তন্ন তন্ন করিয়া দেখিয়াছিলেন
এই সকল দৃষ্টে তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিলেন । ক্রাইব স্বভাবতঃ বিষম-
চিত্ত ছিলেন । তিনি ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে নানাকার্য্য ব্যাপ্ত থাকেন

এ ইংলণ্ডে প্রচুর মানসন্ত্রম লাভ করেন। ইহাতে তাঁহার মনের ক্ষুধা থাকে, এজ্ঞা এককাল পর্যন্ত ঐ বিমর্ষভাবে তাঁহার অন্তঃকরণে গুপ্তভাবে ছিল, কিন্তু এক্ষণে তাঁহার কিছুই প্রার্থনীয় বা করণীয় ছিল না; সুতরাং সেই বিলুপ্ত প্রায় অন্তঃশক্তি স্রবোৎসাহ পাইয়া তাঁহার মনোরূপ রাজ্য আক্রমণ করিল। আশ্চর্যের বিষয় এই, চরমদশা পর্যন্ত তাঁহার বিমর্ষাঙ্ককারিত্ব হৃদয়ে সময়ে সময়ে বিদ্যুতের তায় স্তাব-সিদ্ধ জ্ঞানজ্যোতিঃ উদ্ভিত হইয়া পরক্ষণেই বিলুপ্ত হইয়া যায়। কথিত আছে, ক্লাইব মৌনভাবে বসিয়া আছেন, এমন সময় হঠাৎ উঠিয়া রাজনীতি সংক্রান্ত কোন গুরুতর বিষয় লইয়া বাদানুবাদ করিতেন, কিন্তু আবার উহার পরক্ষণেই পূর্ববৎ মৌনভাবে বসিয়া থাকিতেন।

এই সময়ে আমেরিকার সহিত ইংলণ্ডের এরূপ বিবাদ চলিতে ছিল যে, তাহাতে আমেরিকার সহিত যুদ্ধ অপরিহার্য হইয়া উঠে। রাজমন্ত্রিগণ ক্লাইবকে পুনরায় যুদ্ধ সংক্রান্ত কার্যে নিযুক্ত করিবার অভিলাষ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সে অভিলাষ রূথা হইল। তৎকালে ক্লাইবের শেষ দশা উপস্থিত। তিনি অশেষ যাতনা সহ করিতে ছিলেন ও ১৭৭৪ খ্রীঃ অব্দের ২২ শে নবেম্বর আত্মহত্যা করিয়া সেই যাতনার হস্ত হইতে পরিত্রাণ পান।

ক্লাইব-স্বভাবতঃ তেজস্বী, সাহসী ও উদ্ধত স্বভাব ছিলেন। তিনি সহজে কোপান্বিত অথবা বিমর্ষপরায়ণ হইতেন। তাঁহার চরিত্র বিষয়ে আমাদের অধিক বক্তব্য নাই। তাঁহার এই জীবনচরিত পাঠ করিলে অনায়াসেই তাঁহার দোষ গুণ সকলই হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। তিনি কতকগুলি দোষে দোষী ছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁহার লোকজ্ঞতা, মনের দৃঢ়তা, স্থিরপ্রতিজ্ঞতা, নিয়ন্তৃত্ব ও প্রতিভার বিষয় পর্যালোচনা করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভারতবর্ষে ইংরাজ জাতির প্রতিপত্তি লাভ ও সাম্রাজ্য-স্থাপন মহাত্মা ক্লাইবেরই কার্য ও কীর্তি। সকলেই ইহা এক বাক্যে স্বীকার করিবেন সন্দেহ নাই।

ওয়ারেন হেস্টিংস।

ওয়ারেন হেস্টিংস ১৭৩২ খ্রীঃ অব্দের ৬ই ডিসেম্বর গ্রেস্টমিন্টিং-রের অন্তঃপাতী ডেলস ফোর্ড নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার শৈশবাবস্থায় পিতা মাতা উভয়েই পরলোক প্রাপ্ত হন। তৎকালে তাঁহার পিতামহ জীবিত ছিলেন; সুতরাং তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজ্ঞাত্যাসের ভার পিতামহের উপরেই পতিত হয়। তাঁহার পিতামহের এরূপ সঙ্গতি ছিল যে, তিনি তাঁহাকে কোন উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান-লয়ে প্রবিষ্ট করিয়া দেন; সুতরাং হেস্টিংস বাল্যাবস্থায় একটি গ্রাম্য বিদ্যালয়ে প্রেরিত হইলেন ও কৃষকসন্তানগণের সহিত একাসনে বসিয়া বর্ণপরিচয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার তদানীন্তন আহাৰ পরিচ্ছদাদি দর্শনে কেহই অনুভব করিতে পারিতেন না যে, উত্তরকালে সহায়্যায়ী ও সহজীড়ক সাম্রাজ্য গ্রাম্যবালকদিগের হইতে তাঁহার জীবনব্যয় সম্পূর্ণ বিত্ত হইবে; কিন্তু কোন প্রকার মম্বই তাঁহার সেই উদয়োন্মুখী প্রতিভা ও অসীম উচ্চাশা আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। হেস্টিংস বিজ্ঞাত্যাসে অতিশয় অনুরাগী ছিলেন। তিনি পূর্ব-পুরুষদিগের ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য, বলবীৰ্য্য ও রাজভক্তি বিষয়ক উপাখ্যান শুনিতে ভালবাসিতেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা ডেলস ফোর্ড নামক স্থানের ভূম্যধিকারী ছিলেন, কিন্তু কোন কারণবশতঃ ঐ ভূসম্পত্তি তাঁহাদের হস্তবহিত হয়। বাল্যকালাবধি হেস্টিংসের অন্তঃকরণে এই আশার সঞ্চার হইয়াছিল, যেকোন উপায়ে ইউক, ঐ পৈতৃক স্থানটি উদ্ধার করিবেন। রয়োদ্ধি সহকারে তাঁহার এই আশা বলবতী হইয়া উঠে। তিনি ভারতবর্ষে আসিয়া, কত বার কত যুদ্ধে প্রেরিত হইয়াছিলেন, কত বার কত যোদ্ধার বিপদে পড়িয়াছিলেন ও কতবার কত রাজনীতি সংক্রান্ত দুর্ভাগ্য চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার অন্তঃকরণ হইতে ঐ আশা অন্তর্হিত হয় নাই।

হেক্টিংসের অষ্টম বর্ষ বয়সে তাঁহার পিতৃব্য তাঁহার শিক্ষা-
কাৰ্য্যে ভার গ্রহণ করেন ও তাঁহাকে লণ্ডননগরস্থ একটা বিদ্যালয়ে
প্রবিষ্ট করিয়া দেন। হেক্টিংস এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইয়া উত্তমরূপে
বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলেন বটে, কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে আহার
পাইতেন না। ইহাতে তিনি সর্বদাই কহিতেন, অম্পাহারে আমার
শরীর দুর্বল ও রুশ হইয়া যাইতেছে। অনন্তর তিনি দশমবর্ষ বয়ঃক্রম-
কালে ওয়েস্টমিনিস্টার বিদ্যালয়ে প্রেরিত হন। হেক্টিংস বিদ্যাভ্যাসে
এরূপ আবিষ্টিত ছিলেন যে, সম্প্রদায়মধ্যে এই বিদ্যালয়ের একজন
প্রধান ছাত্র বলিয়া পরিগণিত হইলেন। তিনি এখানে পাঠ সমাপন
করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হইবার উদ্দেশ্য করিতেছি-
লেন, এমত সময়ে দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁহার পিতৃব্যের পরলোক হইল;
সুতরাং তাঁহার আশা ভরসা একবারেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। তাঁহার
পিতৃব্য মৃত্যুকালে দুরকট্টম চিচুউইক নামক এক বন্ধুর প্রতি ভ্রাতৃ-
পুত্রের প্রতিপালন ও বিদ্যাভ্যাসের ভার সমর্পণ করিয়া যান। চিচু-
উইক এই ভার গ্রহণ বিষয়ে সম্পূর্ণ অস্বীকার করিলেন না বটে,
কিন্তু বত শীঘ্র সম্ভব, উহা হইতে পরিব্রাজন পাইবার চেষ্টা করিতে
লাগিলেন। ওয়েস্টমিনিস্টার বিদ্যালয়ের অগ্রতম শিক্ষক ডাক্তার
নিকলস, হেক্টিংসকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তিনি প্রিয়ছাত্রের
বিদ্যাভ্যাসের ব্যাঘাত দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলেন ও চিচু-
উইককে বিস্তর বুঝাইয়া কহিলেন, হেক্টিংসকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রেরণ
জন্ম যে ব্যয় হইবে, আমি তাহা প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।
আপনি উহাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠাইয়া দিন। কিন্তু চিচুউইক
দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, তিনি তাঁহার প্রতিবাদে কর্ণপাত করিলেন
না। অনন্তর হেক্টিংসের অষ্টাদশ বর্ষ বয়ঃক্রমকালে ইফইণ্ডিয়া
কোম্পানির অধীনে একটা লেখকের কর্মপ্রাপ্তির সুযোগ হওয়াতে
চিচুউইক সহর্ষচিত্তে তাঁহার জন্ম ঐ কার্য্য স্বীকার করিলেন ও হেক্টিং-
সকে বাঙ্গালার পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিত ও সুস্থ হইলেন।

হেক্টিংস ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হন ও

অবিলম্বে সেক্রেটারি আফিসে কেরানিগিরি করিতে আরম্ভ করেন।
তিনি দুইবৎসর কেরানি কার্য্য করিবার পরে কাশিমবাজারে প্রেরিত
হয়েন। কাশিমবাজার উৎকৃষ্ট রেশমের জন্ম বিখ্যাত। তথায় ইংরাজ-
দের রেশমের একটা ক্ষুদ্র কুঠী ছিল। হেক্টিংস সেই কুঠীতে অনেক
বৎসর পর্যন্ত রেশমের ক্রয় বিক্রয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন। ঐ সময়ে
সিরাজউদ্দৌলা সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েন ও ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের
ঘোষণা করেন। মুরশিদাবাদের সম্মিলিত কাশিমবাজারস্থ ইংরাজ-
উপনিবেশ অসংরক্ষিত ছিল; সুতরাং উহা বিপক্ষকর্তৃক অবিলম্বে
আক্রান্ত হইল। হেক্টিংস বন্দীকৃত ও মুরশিদাবাদে প্রেরিত হইলেন;
কিন্তু ওলন্দাজ কোম্পানির কর্মচারীরা বিস্তর অনুরোধ করিতে নবাব
তাঁহার প্রতি সদয় হইয়াছিলেন, কোনরূপ অত্যাচার করেন নাই।

ইত্যবসরে নবাবের আক্রমণে কলিকাতার গবর্ণর ও তাঁহার সহ-
চরেরা পলায়ন করেন। নগর ও দুর্গ গৃহীত হয় এবং ইংরাজবন্দিগণের
মধ্যে অনেকেই অন্ধরূপে পঞ্চদ্ব প্রাপ্ত হন। এই সকল ঘটনাই হেক্টিং-
সের ভাবী মাহাত্ম্যের মূল। পুনায়িত গবর্ণর ও তাঁহার অনুচরেরা
ভাগীরথীর মোহনার নিকটবর্তী পুলতানামক একটা ক্ষুদ্রদ্বীপে আশ্রয়
গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ নবাবের কার্য্য বিষয়ে জানি-
বার জন্ম সমুৎসুক হন, কিন্তু তৎকালে হেক্টিংস ব্যতিরেকে এমন
কোন ব্যক্তি ছিলেন না, যিনি তাঁহাদের সেই উৎসুক্য চরিতা করিতে
পারিতেন। হেক্টিংস নবাবের প্রাসাদের সম্মুখানে বন্দিভাষে ছিলেন
বটে, কিন্তু ইচ্ছা করিলে ইতস্ততঃ গমনাগমন করিতে পারিতেন। তিনি
কৌশল করিয়া নবাবের গৃহ অতিসন্ধি তাঁহাদের গোচর করেন ও
অচিরকালমধ্যে কার্য্যকুশলতা এবং স্থিরপ্রতিজ্ঞতার জন্ম বিখ্যাত
হইয়া উঠেন। পরে যে বড়দুস্তর সিরাজউদ্দৌলার পক্ষে সাংঘাতিক
হয়; ইতিপূর্বেই সে সম্বন্ধে কথাবার্তা চলিতেছিল। হেক্টিংসও
তাঁহাতে অভ্যন্তরীণ হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ বড়দুস্তরের অনুরূপ কার্য্য
করিবার সময় উপস্থিত না হওয়াতে উহা স্থগিত রাখা আবশ্যক হয়।
হেক্টিংস এই যৌর সঙ্কটের সময়ে পঙ্কতায় পলায়ন করেন।

এইরূপ কিম্বদন্তী আছে, হেক্টিংস পলাইয়া প্রথমতঃ কাশিম-বাজারবাসী কৃষ্ণকান্ত নন্দীর আশ্রয় লন। কৃষ্ণকান্ত নন্দীও তাঁহার প্রতি সম্মেহ ব্যবহার করেন। অনন্তর হেক্টিংস তথা হইতে স্রোতক্রমে পলুতার চলিয়া যান। হেক্টিংস উত্তরকালে কৃষ্ণকান্ত নন্দীর স্বেল্প উপকার করিয়াছিলেন, তাহাতে ঐ কিম্বদন্তী সত্য-মূলক বলিয়াই প্রতীতি জন্মে। হেক্টিংস গবর্ণর জেনারেলের পদে অধিষ্ঠিত হইবার পরে কৃষ্ণকান্ত নন্দীকে ডাকাইয়া ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে আজিমগড় ও গাজীপুরের অন্তর্গত “ডুহাবেহার” নামক জায়গার প্রদান করেন ও তাঁহাকে রাজোপাধি গ্রহণ করিতে বলেন, কিন্তু কান্তনন্দী স্বয়ং রাজোপাধি না লইয়া পুত্র পৌত্রাদির নিমিত্ত প্রার্থনা করেন। হেক্টিংসও তাঁহার প্রার্থনার সম্মত হন। তদনুসারে তাঁহার পুত্র লোকনাথ রাজোপাধি লাভ করেন। তাঁহার পরলোক প্রাপ্তির পরে তদীয় পুত্র হরিনাথ ও পৌত্র কৃষ্ণনাথ ক্রমাগত পৈতৃক উপাধি প্রাপ্ত হন। কুমারকৃষ্ণনাথ কোন কারণে আত্মহত্যা করেন। এক্ষণে তাঁহার সহধর্মিণী মহারুভাবা মহারানী স্বর্ণময়ী নানাবিধ দানাদি পুণ্য কর্ম দ্বারা সর্বত্র সবিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং পতিকুলের নাম ও মান সম্রম রক্ষা পূর্বক রাজত্ব করিতেছেন।

হেক্টিংস পলুতার যাইবার কিছুদিন পরে ক্লাইব নবাবকে আক্রমণ করিবার মানসে সসৈন্যে মাদ্রাজ হইতে আসিয়া ভাগীরথীতে উপস্থিত হন। হেক্টিংস এই সাধারণ বিপদের সময়ে ক্লাইবের দৃঢ়তা দ্বারা উত্তেজিত হইয়া সৈনিক কার্য গ্রহণ করেন ও যুদ্ধের প্রারম্ভেই বন্দুক হস্তে করিয়া যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়া উপস্থিত হন। ক্লাইব তীক্ষ্ণদৃষ্টি দ্বারা তখনই বুঝিতে পারিলেন যে, হেক্টিংসের শত্রু নৈপুণ্য অপেক্ষা বুদ্ধি নৈপুণ্যই অধিকতর ফলোপায়ক হইবে। ক্লাইব যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মিরজাফরকে দাবাব করিয়া তাঁহার দরবারে হেক্টিংসকে এজেন্ট নিযুক্ত করেন। হেক্টিংস এই কার্যোপলক্ষে যুরশিদাবাদে প্রায় পাঁচ বৎসর ছিলেন। অনন্তর ১৭৬১ খ্রীঃ অব্দে কোন্সিলের মেম্বর নিযুক্ত

হইয়া কলিকাতায় আইসেন ও তিন বৎসর পরে শরীর অসুস্থ হওয়াতে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন।

হেক্টিংস ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া ক্রমাগত চারি বৎসর কাল বাস করেন, কিন্তু তিনি এই সময়ে যে কি করিতেন, তাহা সুন্দররূপে নির্ণীত হয় নাই। তাঁহার চরিতাখ্যায়কদিগের মধ্যে কেহ কেহ বলেন যে, তিনি অভিলষিত পুস্তকাদ্যয়ন ও পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে গমনাগমন করিয়াই অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। হেক্টিংস যেরূপ বিজ্ঞানুগামী ছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের এই নির্দেশ নিতান্ত অযৌক্তিক বোধ হয় না। পূর্বের কোম্পানির কর্মচারীরা এদেশের ভাষাধ্যয়নে একান্ত উপেক্ষা করিতেন ও উহা কেবল বাণিজ্য-কার্যোপযোগী বলিয়া জানিতেন। কিন্তু হেক্টিংসের সংস্কার সেরূপ ছিল না, তিনি এতদেশীয় ভাষাধ্যয়নের ফলোপায়কতা সম্যক-রূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন। তিনি মনোযোগ পূর্বক পারস্য ও হিন্দুস্থানী প্রভৃতি ভাষা অধ্যয়ন করেন। যাহারা হুতন হুতন বিষয়ের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের যেরূপ অভ্যাস, তিনিও সেইরূপ প্রতিমত শাস্ত্রসমূহ তাদৃশ ফলোপায়ক না হইলেও বহু ফলোপায়ক মনে করিতেন। তাঁহার অন্তঃকরণে বিজ্ঞান প্রতীতি জন্মিয়াছিল, পারস্য ভাষা অধ্যয়ন করিলে ইংরাজি ভাষায় গণেরও বিশেষ উপকার দর্শিতে পারে। কি প্রণালীতে তাহা অনুশীলিত হওয়া উচিত, তিনি তদ্বিষয়ক উপদেশগত একটি সম্ভবতঃ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ইউরোপখণ্ডে পুনর্ব্যবস্থা * যথারীতি বিজ্ঞানুশীলন আরম্ভ হইবার পরে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আসিয়া ক. ভাষা সমূহের অধ্যয়ন একবারেই উপেক্ষিত হয় নাই। কথিত আছে, এই বিদ্যালয়েই পারস্য-ভাষার অধ্যয়ন হওয়া উচিত, হেক্টিংস এই

* অসম্ভব জাতিরা রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করিবার পরে ইউরোপখণ্ডে বিদ্যা-অনুশীলন এককালে রহিত হইয়া যায়। ইহার প্রায় সহস্র বৎসর পরে যুদ্ধান্তের সৃষ্টি হয় এবং ঐক্যেরা ইউরোপের পশ্চিমভাগে গতিবিধি করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে প্রাচীন গ্রীক ও লাতিন ভাষায় অনুশীলন পুনরায় আরম্ভ হয়।

বিষয়টি স্বরচিত সন্দর্ভে বিশেষরূপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। হেষ্টিংস-
সেনাপ্রত্যাশা ছিল, কোম্পানি এ বিষয়ে আনুহুলা কল্পিতে
পারেন। তৎকালে ইংলণ্ডে ডাক্তার জন্মের পণ্ডিতাগ্রগণ্য ছিলেন,
বিশেষতঃ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত তাঁহার নানা প্রকার সম্বন্ধ
ছিল। হেষ্টিংস মনে করিলেন, ডাক্তার জন্মের প্রতি জন্মাইতে
পারিলে আমার অভিপ্রায় সিদ্ধ হওয়া দুরূহ হইবে না। তিনি
এই সকল বিবেচনা করিয়া ডাক্তার জন্মের সহিত সাক্ষাৎ করেন।
তাহাতে জন্মের নিকটে তাঁহার বিদ্যা বুদ্ধি বিশেষ রূপে প্রকাশ
পায়। কথিত আছে, ইহার বহুকাল পরে হেষ্টিংসের ভারতবর্ষে
রাজ্যশাসন সময়ে পণ্ডিতবর জন্মের বিশিষ্ট শিক্ষিতা প্রদর্শন পূর্বক
তাঁহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন। অপরকালের নিমিত্ত উভয়ের
আলাপ পরিচয় হইয়া পরস্পরের যে পরিতোষ লাভ হইয়াছিল, এ
পত্রে তদ্বিষয় উল্লিখিত হয়।

হেষ্টিংস ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালে অধিক অর্থোপার্জন করিতে
পারেন নাই। তিনি যে পরিমিত অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে
প্রতিগমনের পূর্বে অল্প কালের মধ্যেই তাহার কতক প্রশংসনীয় কার্যে
ব্যয়িত হয়। কতক তাঁহার কার্যদেবী বিনষ্ট হইয়া যায়। তিনি উদ্-
যত ধনের অধিকাংশ অধিকরদ্ধি লাভের প্রত্যাশায় বাঙ্গালার রাখিয়া
যান; কিন্তু অধিক রদ্ধি লাভের প্রত্যাশা ও অপাত্রে অর্থ স্থাপন উভ-
য়ই অনর্থক মূল। পরিশেষে হেষ্টিংসের মূলধনও বিনষ্ট হইয়া ছিল।

এইরূপে সমুদায় অর্থ নিঃশেষিত হওয়াতে হেষ্টিংস ঋণ গ্রহণ
কল্পিতে বাধ্য হন, কিন্তু বিষয় কর্ম না থাকিলে কেবল ঋণ করিয়া
কত দিন চলে? হেষ্টিংস দিন দিন ঋণরদ্ধি দেখিয়া অতিশয় ব্যাকুল
হইলেন ও কোন প্রকার কর্মে নিযুক্ত হইয়া পুনরায় ভারতবর্ষে আসি-
বার আশয়ে ডিরেক্টর সমাজে আবেদন করিলেন। ডিরেক্টরসমাজ
তাঁহার কার্যদক্ষতার বিষয় অবগত ছিলেন, তাঁহার তাঁহাকে মাস্ত্রাজ
কৌশলের অন্যতম মেধুরের পদে নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইয়া
দিলেন।

হেষ্টিংস ১৭৬৯ খ্রীঃ অব্দের বসন্তকালে জাহাজে আরোহণ করিয়া
ভারতবর্ষের অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি পথে আসিবার সময়ে
আর্কেঞ্জেল নগরবাসিনী কোন পরিণীতা যুবতীর প্রণয়ে পতিত
হইয়াছিলেন। উত্তর কালে এই যুবতীই তাঁহার সহধর্মিণী হন।

হেষ্টিংস মাস্ত্রাজে পৌঁছিয়া প্রথমতঃ কোম্পানির বাণিজ্য কার্যে
অধিকতর মনোনিবেশ করেন ও কতিপয় মাসের মধ্যে উহার জীয়ক্তি
সাধনে কৃতকার্য হন। ইহাতে ডিরেক্টরেরা তাঁহার প্রতি সম্মুখ হইয়া
তাঁহাকে বাঙ্গালার শাসনকর্তার পদে নিযুক্ত করেন। হেষ্টিংস
এই উচ্চতরপদে অধিরূঢ় হইয়া ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতায় উত্তীর্ণ
হন। তৎকালে লর্ডক্লাইবের অনুমোদিত প্রণালীতেই শাসনকার্য
চলিতেছিল। মুরশিদাবাদের নবাব নামে অধীশ্বর, কিন্তু কার্যে
কিছুই নন, কোম্পানিই রাজ্যের সর্বময়কর্তা। প্রধানক্ষমতাগুলি
তাঁহাদেরই হস্তগত। যদিও কোম্পানি এইরূপে রাজ্যমধ্যে অসীম-
ক্ষমতালী ছিলেন, তথাপি তাঁহার রাজ-উপাধি গ্রহণ করেন নাই।
তাঁহার সন্ধিবিশেষসম্পর্কীয় ও বিদেশসংক্রান্ত কার্যের ভার স্বহস্তে
গ্রহণ করিয়াছিলেন ও বিচারনির্বাহ, করসংগ্রহ প্রভৃতি সমুদায়
কার্যের ভার নবাবের মন্ত্রী হস্তেই রাখিয়াছিলেন।

যৎকালে ক্লাইব নবাবের মন্ত্রী নিযুক্ত করেন, সে সময়ে মহম্মদ-
রেজাখাঁ ও মহারাজ নন্দকুমার উভয়েই প্রার্থী হন। মহম্মদ রেজাখাঁ
কার্যকুশল; পরিশ্রমী, স্বধর্মনিরত ও স্বজাতীয়দিগের নিকটে অতি-
শয় সম্মানিত ছিলেন। তাঁহার প্রতিযোগী মহারাজ নন্দকুমার
অতিশয় দুরাচার ও দুরাকাজ্ঞ। তাঁহার নামে একটি ভয়ঙ্কর শোচ-
নীয় ঘটনাবলি হেষ্টিংসের নামের সহিত অব্যোজ্যরূপে সংশ্লিষ্ট
হইয়া রহিয়াছে। অবিখ্যাত গ্রন্থকার মেকলে স্বরচিত সন্দর্ভে
নন্দকুমারের চরিত্র সমুদায় বঙ্গবাসীর চরিত্রের আদর্শরূপ করিয়া
বলিয়া গিয়াছেন, যেমন মহিষের শৃঙ্গ, ব্যাঘ্রের নখর, মৌমাছীর ত্বল
ও কামিনীর কমলীয় কান্তি শত্রুকে আক্রমণ ও শত্রু হইতে আয়-
রক্ষা করিবার নৈসর্গিক উপায়, সেইরূপ চাভুরী, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা,

মিথ্যাপ্রমাণ ও কৃত্রিমলেখ্য প্রস্তুত করা বঙ্গবাসিগণের পক্ষে আশ্চর্য্য ও পরপীড়ন করিবার অশ্রুশরপ। আমরা তাঁহার এই সিদ্ধান্ত অনুমোদন করিতে পারি না। মেকলে রুতবিদ্যা ও বহুদর্শী ছিলেন এবং এদেশে কিছুকাল বাস করিয়াও গিয়াছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, তিনি এদেশের প্রকৃত ভঙ্গলোকদিগের সহিত আলাপ করিবার সুযোগ পান নাই। বোধহয়, ইহাতেই তাঁহার ঐরূপ কুসংস্কার জন্মিয়াছিল।

ক্রাইব, নন্দকুমারের প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া মহম্মদরেজা খাঁকে মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। মহম্মদরেজা খাঁ ক্রমাগত ৭ বৎসর কার্য্য করিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময়ে হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসন-কর্ত্তা হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন।

নন্দকুমার, অভীষ্টলাভে অরুতকার্য্য হইয়া অবধি প্রতিযোগী মহম্মদরেজা খাঁর নাম সস্ত্রম বিলুপ্ত করিবার জন্ত নিরন্তর চেষ্টা করিতে ছিলেন; এক্ষণে তাঁহার সেই চেষ্টা সফল হইবার সময় উপস্থিত হইল। ক্রাইব বাঙ্গালাদেশে শাসনকার্য্যের যেরূপ প্রণালী প্রবর্তিত করিয়া যান, তাহাতে কোম্পানির প্রত্যাশানুরূপ কর সংগ্রহ হইত না। তৎকালে ইংলণ্ডে ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য্যবিষয়ে একটি অসঙ্গত সংস্কার ছিল। ইংলণ্ডবাসীরা ভারতবর্ষকে সর্বপ্রকার ধনের আকর-স্বরূপ মনে করিতেন, কিন্তু এটি যে তাঁহাদের ভ্রান্তি, তাঁহারা তাহা স্বপ্নেও ভাবিতেন না। ডিরেক্টরেরা নবোপার্জিত রাজ্যের বিষয় কিছুই অবগত ছিলেন না। তাঁহাদের অন্তঃকরণে, এই দুটি বিশ্বাস ছিল যে, বাঙ্গালা দেশের রাজস্ব হইতে রাজ্যের সমুদায় ব্যয় সমাধা হইয়াও বিস্তর অর্থ উদ্ধৃত হইতে পারে। তাঁহারা এক্ষণে ঐ অসঙ্গত প্রত্যাশায় দিরাশ হইয়া এই সিদ্ধান্ত ফরিলেন যে, মহম্মদরেজা খাঁর কার্য্যদোষেই রাজস্বের ক্ষতি হইতেছে, তাহাতে আবার নন্দকুমার লণ্ডন নগরস্থ এজেন্টদ্বারা মহম্মদরেজা খাঁর দোষোৎকর্ষিত করিতে তাঁহাদের সেই ভ্রান্তিমূলক সিদ্ধান্ত আরও বদ্ধমূল হইয়া উঠিল। তাঁহারা এই মর্মে হেষ্টিংসকে একখানি পত্র লিখিলেন যে, আপনি

মহম্মদরেজা খাঁকে কর্মচ্যুত করিয়া বন্দী করিবেন ও নন্দকুমারের সহায়্যে তাঁহার শাসনকার্য্যের বিষয় বিশেষরূপে অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন।

নন্দকুমারের প্রতি হেষ্টিংসের কিঞ্চিৎপ্রতিপত্তি ছিল না। অনেক বৎসর পূর্বে মুরশিদাবাদে তাঁহার পদস্পর্শ পরিচিত হন ও সেই সময়ে তাঁহাদের মধ্যে যে ঘোরতর কলহানল প্রজ্বলিত হইয়াছিল, তাহা তাঁহাদের উপরিস্থ কর্মচারিগণের সবিশেষ যত্নেও নির্বাপিত হয় নাই। অত্যাচারে তাঁহাদের যত বিভিন্নতা থাকুক না কেন, কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁহাদের উভয়ের বিলক্ষণ মৌসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা উভয়েই অতীব প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। পূর্ণাত্মের মহম্মদরেজা খাঁর উপরে হেষ্টিংসের কোনরূপ বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল না, তথাপি তিনি নিজ অভিপ্রায়সিদ্ধির সবিশেষ উপযোগী হইবে ভাবিয়া আগ্রহাতিশয়সহকারে কর্তৃপক্ষের উপদেশানুরূপ কার্য্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এক রাজ্যে দুই রাজা থাকিলে রাজ-কার্য্যে নানা বিশৃঙ্খলা ঘটে, এক্ষণে হেষ্টিংস প্রথমাবধি নবাবের মন্ত্রী মহম্মদরেজা খাঁকে পদচ্যুত করিয়া আভ্যন্তরিক শাসনকার্য্যের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। এক্ষণে কর্তৃপক্ষের ঐ অদেশ তাঁহার সেই সংকল্পসিদ্ধির সহজ উপায় হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মহম্মদরেজা খাঁকে কর্মচ্যুত ও বন্দীকৃত করিলেন। মহম্মদরেজা খাঁর বিচারকার্য্য নানাব্যাপদেশে অনেক দিন পর্য্যন্ত স্থগিত থাকে। হেষ্টিংস সেই অবকাশে তাঁহার পদ উঠাইয়া দেন ও করসংগ্রহ, শান্তিরক্ষা, দণ্ডবিধান, বিচার প্রভৃতি সমুদায় কার্য্যের ভার কোম্পানির কর্মচারিগণের হস্তে অর্পণ করেন। প্রতিজ্ঞেয় ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকদ্দম নিষ্পত্তির জন্ত ইউরোপীয় বিচারপতিরা নিযুক্ত হন; কলিকাতায় সদর দেওয়ানী ও সদর নিজামত নামক দুইটি আপীল আদালত স্থাপিত ও কতকগুলি আইন প্রস্তুত হয়। হেষ্টিংস ছয় মাসের অধিক কালমধ্যে এই সকল গুরুতর কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করেন।

অনন্তর মহম্মদ রেজা খাঁর বিচার আরম্ভ হয়। মহারাজ নন্দ-
কুমার তাহার দোষোদ্ঘাটক নিযুক্ত হন। মহম্মদ রেজা খাঁর প্রতি
নন্দকুমারের ভয়ঙ্কর বিদ্বেষ-বুদ্ধি ছিল। তিনি যত দূর সম্ভব, মহ-
ম্মদ রেজা খাঁর দোষ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। বিচারেও মহম্মদ রেজা
খাঁর নির্দোষিতা স্পষ্টরূপে সপ্রমাণ হইল না, কিন্তু তাহার প্রতি
নির্দয় ব্যবহার করা গবর্ণর জেনারেলের উদ্দেশ্য ছিল না। হেক্টিংস
দোষ সপ্রমাণ হইল না বলিয়া পদচ্যুত মন্ত্রীকে অব্যাহতি দিলেন।
নন্দকুমারের মনে মনে ইচ্ছা ছিল, মহম্মদ রেজা খাঁকে পদচ্যুত
করাইয়া নিজে মন্ত্রীর কার্য গ্রহণ করিবেন, কিন্তু হেক্টিংস মন্ত্রীর
পদ উঠাইয়া দেওয়াতে তিনি সে আশয়ে ক্ষিপ্ত হইলেন, সুতরাং
হেক্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠিলেন।

এই সময়ে রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছিল, তাহাতে আবার ডিরেক্ট-
রেরা বারংবার টাকা চাহিয়া পাঠাইতে লাগিলেন, অতএব যে কোন-
রূপে ইউক, অর্থোপায় করা হেক্টিংসের প্রধান উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল।
তিনি যে নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া অন্যের সহিত ব্যবহার করিতেন,
তাহা এই,—“আমার অপ্রতুল হইবার, অথবা তোমার অপ্রতুল হওয়া
উচিত।” তিনি ইহা একটা অশ্রুত মূলনিয়মস্বরূপ স্থির করিয়া
রাখিয়াছিলেন ও তাহার রাজকার্যনির্বাহের জন্য যে কয়েক লক্ষ
টাকার অভাব হইত, তাহা যাহার নিকটে থাকুক না কেন, তিনি
ছলে, বলে ও কৌশলে সংগ্রহ করিতেন। মুরশিদাবাদের নবাব
এত দিন পর্যন্ত বাৎসরিক বত্রিশ লক্ষ টাকা কৃতি পাইয়া আসিতে-
ছিলেন, কিন্তু এক্ষণে হেক্টিংস তাহা হইতেষোল লক্ষ টাকা কর্তন
করিলেন। দিল্লীর সত্ৰাট কোম্পানিকে তিন প্রদেশের রক্ষণা-
লক্ষণের ভার প্রদান করেন। কোম্পানি বাহাদুর অধীনতামুচক
সম্মানের চিহ্নস্বরূপ তাহাকে উপম্ন রাজস্ব হইতে বাৎসরিক ২৬
লক্ষ টাকা প্রদান করিতে অঙ্গীকরণবদ্ধ থাকেন এবং কোরা ও
এলাহাবাদ এই দুইটি প্রদেশ প্রদান করেন। হেক্টিংস এক্ষণে এই
দুই প্রদেশে এই দুইটি প্রদত্ত প্রদেশ প্রতিগ্রহণ ও ২৬ লক্ষ টাকা

কর্তন করিলেন যে, মোগল সত্ৰাট প্রকৃত সত্ৰাট নহেন, তাহার স্বাধী-
নতা নাই। অতঃপর কোম্পানি আর তাহাকে কর প্রদান করিবেন
না এবং কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশেও তাহার আর আধিপত্য
থাকিবে না। কোরা ও এলাহাবাদ প্রদেশ অধিকারে রাখিতে হইলে
অধিক ব্যয়ের সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তাদৃশ আয়ের প্রতীক্ষা ছিল
না। হেক্টিংসের টাকার প্রয়োজন, রাজ্য লইবার তাদৃশ আবশ্যকতা
ছিল না। তিনি উক্ত দুইটি প্রদেশ অযোধ্যাধিপতির নিকটে পঞ্চাশ
লক্ষ টাকা মূল্যে বিক্রয় করিলেন।

হেক্টিংস এই সময়ে আর একটি গর্হিত কার্যের অনুষ্ঠান করেন।
তাহাতে কেবল তাহার নামে কেন, সমুদায় ইংলণ্ডের নামেও চির-
কলঙ্ক অর্পিত হয়।

বহুকালাবধি মোগল সত্ৰাটেরা কান্দাহার ও কাবুল প্রদেশের
নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে সেনাসংগ্রহ করিতেন। এই সমস্ত সেনার মধ্যে
রোহিলা নামে বিখ্যাত বলবীৰ্য্যমণ্ডিত কতকগুলি সম্রদায় ছিল।
উহারা পাঠান অথবা আফগান বংশসম্ভূত। মোগল সত্ৰাটেরা উহাদের
অসাধারণ সাহস ও অসামান্য যুদ্ধনৈপুণ্য দেখিয়া পুরস্কারস্বরূপ উহা-
দিগকে অতিবৃহৎ এক খণ্ড ভূমি দান করেন। এই ভূমিখণ্ড
রোহিলাগণকর্তৃক অধ্যুষিত হওয়াতে রোহিলখণ্ড নামে বিখ্যাত হয়।
প্রতাপাশ্রিত সত্ৰাট আরঞ্জীখের মৃত্যুর পরে সাধারণ বিশৃঙ্খলা ঘটে।
সেই সময়ে এই পরাক্রান্ত ওপনিবেশিকেরা স্বাধীনতার পতাকা
উড্ডীন করে। উহারা তদবধি স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।
অযোধ্যার নবাব সাজাদুল্লা রোহিলখণ্ড স্বাধিকারভুক্ত করিবার
সংকল্প করেন। কিন্তু তাদৃশ বলবীৰ্য্যশালী ও সমরকুশল রোহিলা-
দিগকে পরাভব করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া হেক্টিংসের নিকটে
সাহায্য চাহেন ও প্রতাপকারস্বরূপ তাহাকে ৪০ লক্ষ টাকা প্রদানের
অঙ্গীকার করেন।

রোহিলখণ্ড যথানিয়মে রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিত, তাহাদের
শাসনগুণে কৃষিবাণিজ্যেরও ভূয়সী উন্নতি হইয়াছিল। তাহাদের

রাজ্যে কখন কোন বিশৃঙ্খলতা ঘটে নাই। যখন লাহোর হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্যন্ত সমুদায় রাজ্যে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হয়, সে সময়েও রোহিলাদিগের ক্ষুদ্র রাজ্যটি সম্পূর্ণ উপশান্ত ছিল। রোহিলারা কখন ইংরাজজাতির কোন অপকার করে নাই; অতএব তাহাদের প্রতি ইংরাজজাতির রূপিত হইবার কোন কারণই ছিল না। হেক্টিংস কেবল উৎকোচলাভের প্রত্যাশায় কাপুরুষ অযোধ্যাধিপতির সেই অতিজঘৎ প্রস্তাবে সম্মত হন ও উদারস্বভাব, নিরীহ রোহিলাদিগকে স্বাধীনতারহে বঞ্চিত করিবার সংকল্প করেন।

অনন্তর রুটবসেনাপতি চ্যাম্পেন সন্নিবেশ অযোধ্যাধিপতির সেনার সহিত মিলিত হইয়া রোহিলাগণের সম্মুখীন হইলেন। রোহিলারা প্রথমতঃ বিস্তর যুক্তিনন্দন প্রতিবাদ করে ও নিক্ষেপ দিয়া নিষ্কৃতি পাইবারও চেষ্টা পায়, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না; তখন তাহারা উপায়ান্তর না দেখিয়া যথাসাধ্য আত্মরক্ষা করিবার সংকল্প করে। উভয়পক্ষে তুমুলসংগ্রাম আরম্ভ হইল। রুটবসেনাপতি চ্যাম্পেন বলেন, রোহিলারা এই যুদ্ধে যে কত দূর রণদক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিল, বর্ণনা করিয়া তাহা অস্ত্রের স্বদয়ঙ্গম করা সাধ্য নহে। সে যাহা ইউক, পরিশেষে রোহিলাগণ পরাভূত ও অযোধ্যার নবাবের হস্তে পতিত হয়।

এইরূপে অযোধ্যাধিপতি রোহিলাগণের অধিকার করিয়া তথায় ঘোরতর অত্যাচার করেন। সহস্র সহস্র গৃহদগ্ধ ও ভস্মীভূত হয়; এক লক্ষেরও অধিক অধিবাসী তাহার অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া জঙ্গলে পলায়ন করে। ফলতঃ অল্পকাল মধ্যে কৃষি ও বাণিজ্য ক্রী-সম্পন্ন রোহিলাগণ একবারে নিরলোক মরুভূমি হইয়া যায়।

হেক্টিংস ইচ্ছা করিলে নবাবের যথেষ্ট প্ররত নিধুরতাচরণ নিবারণ করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি ৪০ লক্ষ টাকা পাইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন। হর্তভাণ্য নিরীহ রোহিলাজাতি একবারে উৎসন্ন হইল, তাহাদের অশ্বালব্ধবনিতাসকলে ভ্রংগহ যন্ত্রণানলে দগ্ধ হইল; তাহাদের গৃহদাহ হইয়া সমুদায় ভস্মসং হইল; আর তাহাদের পালিত পশু-

উকলই বা বিনষ্ট হইল, কিছুতেই তাহার পাষণ্ডময় চিত্ত আশ্রয় পায় নাই।

কোন কোন ইতিবৃত্তলেখক কহেন, রোহিলারা ভারতবর্ষের কোন জাতির মধ্যে পরিগণিত নহে, উহারা অতিদূরবর্তী দেশ হইতে আসিয়া ভারতবর্ষে উপনিবেশ স্থাপন করে। অতএব উহাদিগকে হত্যা করিবার জন্য সৈন্যদ্বারা সাহায্য করা হেক্টিংসের পক্ষে ন্যায্য বলা যাইতে পারে। যদি তাহাদের এই নির্দেশ সুসঙ্গত হয়, তবে গঙ্গা-তীরবর্তী সমুদায় দেশ হইতে সমুদায় অনাহৃত জাতিকে দূর করিয়া দিবার জন্য যুদ্ধের ঘোষণা করা ইংরাজ জাতির পক্ষে অসঙ্গত নহে। ফলতঃ ইতিবৃত্তলেখকেরা হেক্টিংসের পক্ষসমর্থন করিবার নিমিত্ত ঐরূপ যে সকল বৃত্তি প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন, সেগুলির দুর্বলতাদোষে হেক্টিংসের অপরাধঃ অপনীত না হইয়া সর্বতঃ প্রসারিত হইয়া পড়িয়াছে।

আমরা হেক্টিংসের ধর্মনীতিসম্বন্ধে যাহাই কেন বিবেচনা করি না, কিন্তু তাহার রাজস্ববিষয়ক নীতিকৌশলের অবশ্যই প্রশংসা করিতে হইবে। তিনি রাজ্যশাসনের ভার গ্রহণ করিবার পরে দুই বৎসরের অনধিক কাল মধ্যে প্রজাপীড়ন না করিয়া প্রায় ৪৫ লক্ষ টাকা কোম্পানির বাৎসরিক আয় বৃদ্ধি করেন ও অযোধ্যায় কৃতকগুলি সৈন্য নিযুক্ত রাখিয়া সৈনিকব্যয় নবাবের ক্ষুদ্র নিক্ষেপকরতঃ প্রতিবৎসরে বাঙ্গালার রাজস্ব আড়াই লক্ষ টাকা বাঁচাইয়াছিলেন। হেক্টিংস যদি সহপায় ভ্রাবলম্বন করিয়া এইরূপ অর্থোপায় করিতেন, তাহা হইলে তাহার স্বদেশীয়েরা তাহার নিকটে চিরকাল কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিতেন সন্দেহ নাই।

১৭৭৩ খ্রীঃ অব্দে প্রধান আমাত্য লর্ড নর্থ সাহেব একখানি ব্যবস্থা-পত্র প্রস্তুত ও পালিয়ামেন্ট সভায় উপস্থিত করেন। এই ব্যবস্থা রেগুলেটিং অ্যাক্ট নামে প্রসিদ্ধ। উহা পালিয়ামেন্টের অনুমোদিত হওয়াতে ভারতবর্ষের শাসনকার্যে বিশেষ পরিবর্ত ঘটে। কোম্পানির অধিকৃত সমুদায় দেশ বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সির অধীন হয়; বাঙ্গা-

নার গবর্ণর, গবর্ণরজেনেরল এই উপাধি প্রাপ্ত ও তাঁহার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ সুপ্রীম কোর্সিলে চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন ও ইংলণ্ডীয় আইনানুসারে বিচারকার্য্য সম্পাদনের জন্ত কলিকাতায় সুপ্রীম কোর্ট নামক একটি ধর্ম্মাধিকরণ স্থাপিত হয়।

গবর্ণরজেনেরল ও মেম্বরগণের নাম এই ব্যবস্থাপত্রে লিখিত এবং এই ব্যবস্থানুসারে তাঁহাদের কার্য্য করিবার নিয়মিত সময় ৫ বৎসর অবধারিত হয়। ওয়ারেন হেস্টিংসই ভারত ভূমির প্রথম গবর্ণর জেনেরল হন। সুপ্রীম কোর্সিলে তাঁহার সহকারিতা করিবার জন্ত যে চারি জন মেম্বর নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদের মধ্যে বারওয়েল সাহেব বহুকাল ইন্দি এদেশে রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। লুণ্‌নিস্, মন্সন, ক্ল্যাভরিং, এই তিন জন ইংলণ্ড হইতে আগমন করেন।

সুপ্রীম কোর্টের জজেরা উল্লিখিত তিন জন নূতন মেম্বরের সহিত এদেশে আইসেন। সর্ ইলিজা ইম্পে প্রধান বিচারপতি হইলেন। ইনি হেস্টিংসের পূর্বপরিচিত। বোধ হয়, ইহার স্থায় গবর্ণর জেনেরলের স্বকার্য্যসাধনোপযোগী প্রত্যেক এদেশে আর দ্বিতীয় ছিল না, কিন্তু তাঁহার সহযোগীরা কোনরূপে সেরূপ বশীভূত হইবার লোক ছিলেন না।

হেস্টিংস রাজ্য শাসনের এই নূতন প্রণালী ভাল বাসিতেন না ও ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন মেম্বরগণের প্রতিও তাঁহার তাদৃশ ভক্তি ছিল না। নূতন মেম্বরেরা এ বিষয়টি জানিতে পারিয়া হেস্টিংসের সাধুতা বিষয়ে সন্দেহান হইলেন। একের প্রতি অপরের ভক্তি না থাকিলে সামান্য সামান্য বিষয় লইয়াও পরস্পরের বিবাদ উপস্থিত হয়। মেম্বরেরা কলিকাতায় উপনীত হইবার সময়ে সস্ত্রমহুচক একবিংশতি তোপের প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা না হইয়া তাঁহাদের সম্মানার্থ বোলটি মাত্র তোপ হয়। ইহাতে তাঁহারা মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে তাঁহারা আন্তরিক ভাবে গৌশন রাখিয়া হেস্টিংসের সহিত মৌখিক শিক্ষাদার ও মিফলাপ করেন, কিন্তু পরদিবস একাংশ বিবাদের সূত্রপাত হয়, যে বিবাদ বহুকালস্থায়ী হইয়া ভারতবর্ষে কোম্পানির রাজ্যে বহু বিষ উৎপাদন করে,

যে বিবাদ ইংলণ্ডে পুনরায় নবীভূত হয় এবং যে বিবাদে তৎকালের প্রধান প্রধান বাগ্মী ও রাজনীতিজ্ঞেরা অত্যন্ত পক্ষ লিপ্ত থাকেন।

ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন মেম্বরেরা হেস্টিংসের বিপক্ষ ছিলেন। সুপ্রীম কোর্সিলে কেবল বারওয়েল সাহেবই তাঁহার সপক্ষতা করিতেন। ইতিপূর্বে বারওয়েল সাহেবের সহিত হেস্টিংসের বিশেষ মৌহাদ্য ছিল না, কিন্তু ইংলণ্ড হইতে নূতন মেম্বরেরা আগমন করিতে কোম্পানির পুরাতন কর্মচারীরা স্বভাবতঃ যোগসূত্রে আবদ্ধ হইলেন।

যে স্থলে অনেকের প্রতি কার্য্য নিরীক্ষার ভার অপিত হয়, তথায় মতের অনৈক্য উপস্থিত হইলে অধিকাংশ ব্যক্তির মতানুসারে কার্য্য নির্বাহ হইয়া থাকে। ইংলণ্ড হইতে আগত নূতন মেম্বরগণের সংখ্যা অধিক; সুতরাং তাঁহাদের ক্ষমতাও অধিক ছিল। তাঁহারা কালব্যাজ না করিয়া সাত্রাজ্যের ক্ষমতায় ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন; হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবের সহিত যে সকল কার্য্য করিয়াছিলেন, ত্রায়তঃ সে সমুদায়ের প্রতিবাদ করিলেন; হেস্টিংস অযোধ্যার নবাবের দরবারে যাহাকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহাকে কর্ম্ম পারিত্যাগ করিয়া তথা হইতে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন; অনুগত এক ব্যক্তিকে এজেন্ট নিযুক্ত করিয়া তথায় পাঠাইয়া দিলেন; রোহিলান্থের বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন; যে সমস্ত রটিষ-সেনা হতভাগ্য রোহিলাদিগকে পরাস্ত করিয়াছিল, তাহাদিগকে রোহিলখণ্ড হইতে কোম্পানির রাজ্যে ফিরিয়া আসিতে আদেশ করিলেন ও হেস্টিংসের প্রতিবাদ না শুনিয়া অধীনস্থ প্রেসিডেন্সির উপরে আধিপত্য বিস্তার করিতে লাগিলেন। অপরকাল মধ্যে বিদিত হইল যে, নূতন মেম্বরেরাই সুর্বপ্রধান; হেস্টিংসের আর কোন ক্ষমতা নাই। ইহাতে এই ফল দর্শিল, যে সকল ব্যক্তি ইতিপূর্বে তৎকৃত কার্য্যে অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, তাহারা ক্লান্সিস্ ও তৎপক্ষীয়দিগের নিকটে হেস্টিংসের নামে অভিযোগ করিতে লাগিল। তাঁহারাও আন্তরিক যত্ন ও উৎসাহ সহকারে তাহাদের অভিযোগ গ্রহণ করিতে লাগিলেন। নন্দকুমার এরূপ স্বযোগ পাইয়া যে নিশ্চিন্ত

তদানুসন্ধান গবর্ণর জেনেরল নিজে করিবেন এবং সমুদায় চিঠিপত্র তাঁহার নিজ নামে লিখিত হইবে।

এই সকল ঘটনার কিছু দিন পরে ইংলণ্ড হইতে সংবাদ আসিল, হেক্টিংস আর গবর্ণর জেনেরলের পদস্থ নাই। তাঁহার পদত্যাগ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছে; হুইলার সাহেব তাঁহার পদে নিযুক্ত হইয়া আসিতেছেন ও যাবৎ তিনি ভারতবর্ষে উপনীত না হইবেন, তাবৎ কৌন্সিলের প্রধান মেম্বর ক্রেভরিং গবর্ণর জেনেরলের কার্য সম্পন্ন করিবেন। হেক্টিংস কৌন্সিলে এক্ষণে ক্ষমতাহীন থাকিলে বোধ হয়, সহজেই পদত্যাগ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তিনি ভারতবর্ষে রুটিমরাজ্যের প্রকৃত প্রভু হইয়াছিলেন। তিনি তাদৃশ উচ্চপদ পরিত্যাগে অসম্মত হইয়া নানাপ্রকার আপত্তি উত্থাপন করিতে লাগিলেন; কিন্তু ক্রেভরিং তাহা না শুনিয়া তাঁহার নিকটে কোর্ট উইলিয়ম হুর্গ ও ড্রেজরিত চাবি চাহিয়া পাঠাইলেন এবং সরকারী কাগজ পত্রাদি অধিকার করিয়া লইলেন। কৌন্সিল গৃহের দুই প্রকোষ্ঠে দুই সভার স্থাপন হয়। উহার একটিতে হেক্টিংস সভাপতির পদ গ্রহণ করেন, ও বারওয়েল সাহেব উপস্থিত থাকেন। অপরটিতে ক্রেভরিং সভাপতি হইলেন ও ফ্রান্সিস সাহেব তাঁহার সহকারিতা করেন। দুই পক্ষে বিষয় বিবাদ চলিতে থাকে। সাড়ে সাত হাজার ক্রোশের মধ্যে এমন কোন পরাক্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহারা যাহার আদেশ প্রতিপালন করিতে বাধ্য; সুতরাং বোধ হইতে লাগিল, শত্রুগ্রহণ ব্যতিরেকে, অথ কোন প্রকারে উপস্থিত বিবাদের মীমাংসা হইবে না। ভারতবাসী ইংরাজদিগের উপরে ক্ষমতাবিশেষে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকায় হেক্টিংস তাহাতে সন্তুষ্ট ছিলেন না, তিনি সেনাসম্পর্কীয় কর্মচারীদিগকে অথ কাহারও আদেশ প্রতিপালন করিতে নিষেধ করিয়া পাঠাইলেন। হেক্টিংস এই সময়ে বিচক্ষণতা সহকারে এই প্রস্তাব করেন, উপস্থিত বিষয়ের মীমাংসার ভার সুপ্রীমকোর্টের বিবেচনায় অর্পণ করা হউক, সুপ্রীমকোর্টের জজেরা যথাস্থ হইয়া যাহা স্থির করিয়া দিবেন, তাহাই

করা যাইবে। এই প্রস্তাব করাতে হেক্টিংসের পক্ষে কোন সনির্ভর ঘটনার সম্ভাবনা থাকিল না এবং তাঁহার বিপক্ষেরা এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। বিচারপতিরা ধর্মাসনান্ত হইয়া গভীরভাবে যে ব্যবস্থা করেন, তাহা প্রতিপালন করিলে কেহ রাজদ্বারে অপরাধী হইলেন না এবং অসমসাহসী ব্যক্তিও তাহা অমান্য করিতে সঙ্কচিত ও ভীত হইলেন। ক্রেভরিং কিঞ্চিৎ ভাবিয়া পরিশেষে অনিচ্ছাপূর্বক হেক্টিংসের কৃত প্রস্তাবেই সম্মত হইলেন।

সুপ্রীমকোর্টের জজেরা কহিলেন, পালিয়ামেন্টের বিধানানুসারে গবর্ণর জেনেরলের স্বপক্ষ অবস্থান করিবার সময় পঁচ বৎসর অবধারিত হইয়াছে, কিন্তু অত্যাধি হেক্টিংসের পঁচ বৎসর পূর্ণ হয় নাই। অতএব তাঁহার পদত্যাগ-পত্র অসিদ্ধ। তিনি এখন পর্যন্ত গবর্ণর জেনেরলের পদস্থ আছেন। ক্রেভরিং সকলকে প্রতিপক্ষ দেখিয়া সুপ্রীমকোর্টের বিচারেই সম্মত হইলেন ও মনস্তাপে অচিরায় প্রাণ-ত্যাগ করেন। হুইলার, গবর্ণর জেনেরল হইবার প্রত্যাশায় এদেশে আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি সে আশয়ে বঞ্চিত হইয়া অগত্যা কৌন্সিলের মেম্বরীপদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। হুইলার সচরাচর ফ্রান্সিস সাহেবের মতের পোষকতা করিতেন। ইহাতে হেক্টিংসের কৌন্সিলে প্রভু করিবার কোন প্রতিবন্ধক ঘটে নাই, বারওয়েলের সাহায্যে তখন পর্যন্ত কৌন্সিলে তাঁহার প্রভুতা ছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডে ডিরেক্টর ও রাজমন্ত্রীগণের অন্তঃকরণ পরিবর্তিত হয়। তাঁহারা হেক্টিংসের প্রতিকূলে যে সকল কার্য করিবার সংকল্প করিয়া ছিলেন, তাহা পরিত্যাগ করিলেন ও তাঁহার কার্য করিবার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইয়া আসিলে পুনরায় তাঁহাকে গবর্ণর জেনেরলের পদে নিয়োজিত করলেন। ইহার প্রকৃত কারণ এই, তৎকালে ইংলণ্ডের শাসন কার্যে অতিশয় বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছিল, তাহাতে আবার অধিকারিকার সহিত ইংলণ্ডের ঘোরতর যুদ্ধ চলিতেছিল, এবং ফরাসি প্রভৃতি অপর্যাপ্ত ইউরোপীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ ঘটবারও সম্পূর্ণ লক্ষণ দৃষ্ট হইতেছিল। পাছে এই স্রোত্রে ইউরোপীয় শত্রুগণ ভারত

বর্মীর কোন রাজার সহিত মিত্রতা করিয়া ভারতরাজ্য আক্রমণ করেন। ভিরেক্টর ও রাজমন্ত্রিগণ এই আশঙ্কা করিয়া হেষ্টিংসকে স্বপদে নিযুক্ত রাখিতে যত্নযুক্ত হন। তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন, হেষ্টিংসের যত কোন দোষ থাকুক না, বিপক্ষেরাও তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, অভিজ্ঞতা ও স্থিরপ্রতিজ্ঞতা গুণের অপলাপ করিতে পারেন না।

হেষ্টিংস পূর্বাধিই মনে মনে ভাবিতেন, মহারাজ্যদিগের হইতে রাজ্যের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতে পারে। মহারাজ্যেরা যেরূপে আধিপত্য বিস্তার করে, তাহাতে হেষ্টিংসের অন্তঃকরণে ঐরূপ আশঙ্কা হওয়া অসম্ভব বোধ হয় না। দক্ষিণ ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে দূর্বিস্তীর্ণ পূর্বতঃশ্রেণীই মহারাজ্যজাতির আদিম বাসস্থান ছিল। উহার ঔরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে সমিহিত জনপদে নামিয়া লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করে। মহাবীর শিষ্টজী উহাদের অধিনায়ক হন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে তদীয় উত্তরাধিকারিগণের ভগ্ন দশায় তাহারা স্বাধীন রাজা বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করেন, তন্মধ্যে মহারাজ্যেরা অল্পকাল মধ্যে উৎসাহশীলতা, নিষ্ঠুরতা ও ধূর্ততার জন্ত সর্বপ্রধান হইয়া উঠে। উহারা প্রথমতঃ দস্যু মাত্র ছিল, কিন্তু নীচই জেতুপদে অধিষ্ঠিত হয়। সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাংশ মহারাজ্যেরাজ্য হইয়া উঠে। দস্যুরা নীচবংশসম্ভূত ও নীচকর্মে অভ্যস্ত হইয়াও পরাক্রান্ত রাজা হইয়াছিল। উহাদের মধ্যে এক দল দস্যুর সরদার ভৌসলারা বিরারের রাজা হয়। পশ্চিমী ওইকওয়ারি গুজরাটে রাজত্ব স্থাপন করে। তদীয় পুত্র বারেরা অদ্যাপিও তথায় রাজত্ব করিতেছেন। সিদ্ধিয়া ও হোলকারি মালব প্রদেশে প্রধান হইয়া উঠেন। যদিও মহারাজ্যেরাজ্য সকল পরস্পরবিস্তৃত স্বাধীন ছিল, তথাপি মহারাজ্যেরা ঐ সকল এক সাম্রাজ্যের অঙ্গভূত বলিয়া পরিচয় দিত ও উহারা সকলে শিবজীর উত্তরাধিকারীকে সমুদায় রাজ্যের অধিপতির বলিয়া বাক্যে স্বীকার করিত; কিন্তু শিবজীর উত্তরাধিকারী নামমাত্র অধিপতি ছিলেন। তিনি সৈন্যবাহিনীতে নজরবন্দী ভাবে থাকিতেন ও ভাঙ খাইয়া এবং নর্তকীদিগের সহিত আমোদ প্রমোদ করিয়া কালাতিপাত করিতেন। তাহার

অমাত্যকে পেশোয়ারা কহিত। পেশোয়ারাও একজন মহারাজ্যীয় প্রধান ছিলেন ও শিবজীর বংশে তাঁহার অমাত্য পদ পুরুষানুক্রমে ছিল। তিনি পুনর্নগর রাজধানী করেন। বহ্মারত আরঙ্গাবাদ ও বিজাপুর প্রদেশেও তাঁহার আধিপত্য অঙ্গীকৃত হয়।

ইংলণ্ডে ফরাসিদের সহিত যুদ্ধ ঘটবার কতিপয় মাস পূর্বে বাঙ্গালা দেশে সংবাদ আসিল যে, একজন সাহসী ফরাসি পুনর্নগরে উপস্থিত ও তথায় সমাদরে পরিগৃহীত হইয়া ফ্রান্সাধিপতি বোডশ লুইর পত্র ও উপঢৌকন পেশোয়ারাকে সমর্পণ করিয়াছেন; ইংরাজদের বিরুদ্ধে মার্হাট্টা ও ফরাসিদের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। হেষ্টিংস এই সংবাদ শ্রবণে কাল বিলম্বনা করিয়া মার্হাট্টাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার উপায় দেখিতে লাগিলেন। মার্হাট্টাদের মধ্যে এক ব্যক্তি আপনাকে পেশোয়ারা বলিয়া ভান করিতেন। তাঁহার পক্ষে কতকগুলি মার্হাট্টাও ছিল। হেষ্টিংস সৈন্য দিয়া ঐ কৃত্রিম পেশোয়ারা সাহায্য করিবার সংকল্প করিলেন এবং বিরারাদিপতির সহিত বন্ধুতা স্থাপনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। বিরারাদিপতি ক্ষমতা ও সমস্ত বিষয়ে মহারাজ্যীয় অপরাপর রাজগণের অপেক্ষা কোন অংশেই হীন ছিলেন না।

মহারাজ্যেরাজ্য সৈন্য প্রেরিত হইল এবং বিরারাদিপতির সহিত সন্ধি বিষয়ক কথোপকথনও চলিতে লাগিল। কিন্তু সেনাপতির দীর্ঘমুত্রতা ও বোম্বাইর কর্তৃপক্ষের অনবধানতা দোষে হেষ্টিংস আপনাদের উদ্দেশ্য সাধনে কৃতকার্য হইতে পারিলেন না। কিন্তু কৃতকার্য হইতে না পারিয়া, তৎসংসাহও হইলেন না। বোধ হয়, যদি একটা ভয়ঙ্কর বিপদ উপস্থিত হইয়া তাঁহার সমুদায় শাসনকৌশলের পরিবর্তন না করিত, তাহা হইলে তিনি মার্হাট্টাদের ক্ষমতা বিলোপের জন্ত যে উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন, তাহাতে সম্পূর্ণ রূপেই কৃতকার্য হইতে পারিতেন।

ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়েরা, সন্ন আয়ার কুট নামক একজন সুপ্রসিদ্ধ সৈনিক পুরুষকে বুদ্ধিপূর্বক সেনাপতি ও কৌশিলের মেম্বর নিযুক্ত করিয়া বাঙ্গালা দেশে পাঠাইয়াছিলেন। কুট অনেক বৎসর পূর্বে

পলাশির যুদ্ধে বিলক্ষণ বীরতা ও অধ্যবসায় প্রকাশ করেন। তদ-
নন্তর দক্ষিণভারতবর্ষের যুদ্ধে ফরাসিসেনানায়ক লালীকে পরাস্ত
করিয়া পশ্চিমারী অধিকার করিয়া লন এবং কণাটারাজ্যে রটিষ-
আধিপত্য স্থাপন করেন। এই সকল বীরোচিত কার্য্য করিবার
পরে প্রায় বিংশতি বৎসর অতীত হইয়াছিল; সুতরাং এক্ষণে কুট
প্রথমাভ্যাসের ত্রায় কর্ম্মচ ও ক্ষিপ্ৰকারী ছিলেন না ও তাঁহার মানসিক
শক্তিরও হ্রাস হয়। তিনি চলচিত এবং বিরক্ত স্বভাব হইয়াছিলেন।
অনেক সাধ্যসাধনা না করিলে তিনি সুপ্রসন্ন হইতেন না। অধিকন্তু
তাঁহার অর্থলালসাও জন্মিয়াছিল। অর্থলালসা চরিতার্থ করা তাঁহার
যে রূপ উদ্দেশ্য ছিল, 'কর্তব্য সম্পাদন' করা সেরূপ ছিল না। যদিও
কুটের ন্যায় উচ্চ পদাভিষিক্ত ও উৎকৃষ্ট ব্যবসায়াবলম্বীর পক্ষে
এবম্প্রকার দোষ সামান্য বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না, কিন্তু
তথাপি তৎকালে বোধ হয়, 'রটিষসৈন্যমধ্যে তাঁহার ত্রায় উপযুক্ত
ও অতিজ্ঞ কর্ম্মচারী আর কেহই ছিলেন না। কুট কোনমিলে হেষ্টিং-
সের সপক্ষ ছিলেন ও মুরস্তর তাঁহারই মতের পোষকতা করিতেন।
গবর্ণর জেম্‌সন ও প্রচুর ভাতা দিয়া এই বৃদ্ধ সৈনিক পুরুষের বলবতী
ধনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করেন।

ধনতৃষ্ণা পরিতৃপ্ত করেন।
এই সময়ে কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না। বটে, কিছু যুদ্ধ আপেক্ষাও
ভয়ঙ্কর একটি আভাত্তরিক বিশাঘ্নে পতিত হইয়া রাজ্য উৎসন্নপ্রায়
হয়। পলিগামেন্টে সূভা কলিকাতায় সুপ্রীমকোর্ট নামক বিচারা-
লয় স্থাপন করিবার সময়ে উহার ক্ষমতার বিষয় স্পষ্টরূপে নির্দিষ্ট
করিয়া দেন নাই। এই সুযোগে পাইয়া তথাকার জজেরা বলিয়া বসেন
যে, সমুদায় রাজ্যের উপরে আমাদের কর্তৃত্ব করিবার অধিকার ও সমুদায়
বিষয় আমাদের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে। তদনুসারে তাঁহারা
সমুদায় রাজ্য মধ্যে আপনাদের একাধিপত্য বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন।
সুপ্রীমকোর্টের ক্ষমতা বিলুপ্তপ্রায় হয়। শমিন কার্ণাও এরূপ
বিশৃঙ্খলা ঘটে যে প্রকৃতিবর্ণের ক্ষেত্র আর ইয়ত্তা ছিল না। হেক্টিংস
সুপ্রীমকোর্টের অন্যায় দাওরা ও অত্যাচার নিবারণের যে একটি

সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন, তাহাকে একপ্রকার উৎকোচ বলিলেও
বলা যায়। সন্ন্যাসী ইন্স্পেক্টর পালিয়ারমেণ্টের বিধানানুসারে ষাণ্মাসিক
অশীতি সহস্র টাকা বেতনে সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতির পুত্র
নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত কোম্পানির গবর্ণমেন্টের কোন
সংস্রব ছিল না, তিনি সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ইংলণ্ডেরই অধীন ছিলেন।
হেক্টিংস তাঁহাকে কোম্পানির অধীনেও বিচারপতি নিযুক্ত করিবার
ও তদুপলক্ষে ষাণ্মাসিক আর অশীতি সহস্র টাকা বেতন দিবার
প্রস্তাব করেন। ইন্স্পেক্টর অতিশয় ধনলোভী ছিলেন, তিনি অধিকতর
অর্থলোভে আকৃষ্ট হইয়া কোম্পানির অধীনে সদর দেওয়ানী আদা-
লতেও বিচারপতি হইলেন। সুপ্রীমকোর্টের দাওয়া অনুর্হিত হইয়া
গেল, রাজ্য রক্ষিত হইল, প্রধান বিচারপতি ধনবান্ ও শান্ত হইলেন,
কিন্তু তিনি দুর্নাম হইতে পরিব্রাজ পাইলেন না।

কিন্তু তিনি দুনিয়ায় ইহতে পাপিত্রাণ পাইলেন।
অনেকে বলেন, হেক্টিংস ইংলণ্ডেশ্বরের নিযুক্ত জজ ইম্পেকে কোম্পানির অধীনে আনয়ন করিয়া উত্তম কার্য্য করেন নাই, কিন্তু পূর্বাপর বিবেচনা করিয়া দেখিলে তাঁহাদের এ সিদ্ধান্ত কোন মতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। ইম্পে অতিশয় অধ্যাত্মিক ও অর্থ-লোভী ছিলেন। ইংলণ্ডেশ্বরের ভৃত্য হইয়া, কোম্পানির কার্য্য গ্রহণ করিলে যে স্বপদের অবমাননা করা হয়, তাহা তাঁহার অন্তঃকরণে উদ্ভিত হইবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। পার্লি'রামেণ্টের ব্যবস্থার দোষে প্রধান বিচারপতির হস্তে এত অধিক ক্ষমতা অর্পিত হয় যে, তিনি ইচ্ছা করিলে একটা মহাদেশের রাজকাৰ্য্যে ভয়ঙ্কর মৌলযোগ্য করিতে পারিতেন এবং তিনি অধিকতর বেতন না পাইলে আপনাদের সেই সম্পূর্ণ ক্ষমতা প্রচার করিবারও সঙ্কল্প করিয়াছিলেন। হেক্টিংস বিবেচনা করিলেন, বেতন বৃদ্ধি করিয়া ইম্পেকে কোম্পানির কার্য্যে নিযুক্ত না করিলে রাজ্য রক্ষার উপায় নাই; সুতরাং তাঁহাকে এই উপায় অবলম্বন করিতে হইল। অতএব এ বিষয়ে হেক্টিংসের কোন প্রকার নিম্নশ্রুতি অর্শিতে পারে না, বরং তিনি বিচক্ষণ বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভই করিতে পারেন। স্বদ্ব্যগণ পাইলে সমুদ্র মধ্যে পথিককে

আক্রমণ করা সামুদ্রিকদস্যুর স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম, কিন্তু যদি কেহ নিষ্কর দিয়া সামুদ্রিক দস্যুর হস্ত হইতে আক্রান্ত ব্যক্তির পরিজ্ঞান করেন, তাহা হইলে সামুদ্রিক দস্যুর ধর্মনীতি দূষিত করিলেন বলিয়া নিষ্করদাতার নিন্দা করা একান্ত অসঙ্গত মনেহ নাই।

মহারাজারাই হেষ্টিংসের ভয়ের প্রধান বিষয় ছিল। হেষ্টিংস উহাদের ক্ষমতা বিলুপ্ত করিবার জন্য যে উপায় অবলম্বন করেন, কর্মচারিগণের দোষেই প্রথমতঃ তাহা নিষ্ফল হইয়া যায়। পরে হেষ্টিংসের অধ্যবসায়শীলতা ও কার্যকুশলতা গুণে সেই উপায় সফল হইবার সম্ভাবনা হয়; এমত সময়ে অতি দূরবর্তী প্রদেশে মহাভয়ঙ্কর একটি বিপদ উপস্থিত হইল।

প্রায় এই সময়ের ত্রিশ বৎসর পূর্বে একজন মুসলমান সেনা দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে ব্রতী হইয়া খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিতে আরম্ভ করেন। ইনি লেখা পড়া কিছুই জানিতেন না। ইনি নীচ বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহার পিতা রাজসংক্রান্ত একজন সাধারণ কর্মচারী ছিলেন। ইহার পিতামহ ফকীরের বেশে দেশে দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। যদিও ইনি নীচবংশ সন্তত ও বর্ণজান-বিহীন ছিলেন, তথাপি এক দল সেনার অধিনায়ক হইয়াই জয়শীল সেনাপতি বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। যে সকল প্রধান প্রধান ব্যক্তি তৎকালে রাজত্ব লইয়া পরস্পর বিবাদ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে কেহই ইহার আয় যুদ্ধবিশারদ অথবা রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন না। ইনি প্রথমতঃ সেনাপতি, তৎপরে সর্বোচ্চ শাসনকর্তা হয়েন। পরাক্রান্ত সম্রাট ওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ভারতবর্ষের সমুদায় রাজ্যে সাধারণতঃ বিশৃঙ্খলা ঘটে। ঐ সময়ে যে সকল পুরাতন রাজ্য বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই সমুদায়ের ধ্বংসাবশেষ হইতে ইনি একটি স্বহং ও পরাক্রান্ত সাম্রাজ্য স্থাপন এবং ফরাসি সম্রাট একাদশ লুইর আয় সত-কর্তা ও পারদর্শিতা সহকারে সেই সাম্রাজ্যের শাসনকার্য সম্পন্ন করেন। ইনি ইন্ডিয়া সেবার আসক্ত ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন, কিন্তু তথাপি ইহার অন্তঃকরণ এরূপ উন্নত ছিল যে, ইনি বিলম্বের বুদ্ধিতে

পারিতেন, প্রকৃতিবর্গ অভ্যাদয়শালী হইলে রাজ্য চিরস্থায়ী হয়। ইনি নিজে অত্যাচারী ছিলেন বটে, কিন্তু ইহার এই একটা বিশেষ গুণ ছিল যে, ইনি অন্যরূপ অত্যাচার হইতে রাজ্য রক্ষা করিতেন। এক্ষণে ইনি অতিশয় বৃদ্ধ হইয়াছিলেন, কিন্তু যুবাব্যয় ইহার বুদ্ধি-শক্তি পরিত্রুত ও অন্তঃকরণ উৎসাহ-পূর্ণ ছিল। ইনিই মহীশূরের মুসলমান রাজ্যের স্থাপয়িতা মহাবীর হায়দরালি। ভারতবিজেতা ইংরাজজাতির ভারতবর্ষে ইহার ন্যায় ভয়ঙ্কর শত্রু আর কেহই ছিলেন না।

দক্ষিণ ভারতবর্ষের ইংরাজেরা পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া হায়দরালির বৈরতাব উদ্দীপন করেন। ইহাতে নব্বই হাজার সৈন্য মহীশূরের অধিত্যকা হইতে নামিয়া সহসা কর্ণাটরাজ্যে প্রবিষ্ট হয়। হায়দরের একেত এই অসংখ্য সেনা, তাহাতে আবার ইউরোপের উৎকৃষ্ট সৈনিক বিদ্যালয়ে শিক্ষিত ফরাসি কর্মচারীরাই উহাদের অধিনায়ক হইয়াছিলেন। হায়দর সর্বত্রই জয়লাভ করিতে লাগিলেন। রটিমহর্গ-রক্ষী সিপাহীরা অস্ত্রশস্ত্র পরিত্যাগ করিল। উহারা কতকগুলি দুর্গ রক্ষা করিবার উপায় না দেখিয়া ও ছতকগুলি দুর্গ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হায়দরকে সমর্পণ করে। কতিপয় দিবসের মধ্যে কোলরুণ নদীর উত্তর দিকস্থিত সমুদায় দেশ হায়দরের হস্তগত হয়। মাদ্রাজের ইংরাজ অধিবাসীরা এক্ষণে সেন্টটমাস্ পর্বতের উপর হইতে রাজিকালে দহমান গ্রামাবলীর আক্রমণল-কৃতি ক্রীড়িয়ারা গগণমণ্ডল লোহিতবর্ণ দেখিতে লাগিলেন। ইংরাজেরা বাণিজ্য ও রাজকর্য্য সমাপনপূর্বক দিবাবসানে যে সকল গ্রামে বাইয়া বন্দোপসাগরের শীতল সমীরণ সেবন করিতেন, সে সকল গ্রাম জনশূন্য মরুভূমি হইল। মাদ্রাজবাসী ইংরাজেরা হায়দরের প্রভাব ও জয়লাভ দেখিয়া এরূপ ভীত হইয়াছিলেন যে, মাদ্রাজ-নগরেও অবস্থিতি করা আশঙ্ক্য বিষয় মনে করিলেন ও সত্বর হইয়া সেন্ট জর্জ দুর্গে আশ্রয় লইলেন।

এক্ষণে হেষ্টিংসের অসামান্য প্রতিভা ও অবিরলিত সাহস

ইংরাজদের জয়লাভের কারণ হইল। দক্ষিণ ভারতবর্ষের হুগলিনার সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিবামাত্রই হেক্টিংস কৌন্সিলে প্রস্তাব করিলেন যে, মাদ্রাজে অনতিবিলম্বেই প্রচুর অর্থ ও প্রভূত সৈন্য পাঠাইতে হইবেক এবং যুদ্ধের ভার একজন উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতিই অর্পণ করা আবশ্যক, নতুবা সমুদায় যত্নই বিফল হইয়া যাইবে।" মাদ্রাজের গবর্ণর অযোগ্য, তিনি সম্পূর্ণ থাকিবেন। যুদ্ধের সম্পূর্ণ ক্ষমতা দিয়া জেনারেল কুটকে পাঠাইতে হইবে। কৌন্সিলের অধিকাংশ মেম্বর হেক্টিংসকর্তৃক এই প্রস্তাবের পোষক হইলেন। কুট সর্বমোহে হায়দরের বিরুদ্ধে যাত্রা করিলেন ও ফরাসিদের রণতরী ভারতমাগরে পৌঁছিবার পূর্বে মাদ্রাজে গিয়া উপনীত হইলেন। কুট যদিও বুদ্ধ ও রোগাভিত্ত হইয়াছিলেন, তথাপি যুদ্ধে স্থির-প্রতিজ্ঞ ও সেনাপতির-কার্য্যে বিলক্ষণ নিপুণ ছিলেন। তিনি কতিপয় মাসের মধ্যে পোর্ট নভো নামক বন্দরের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া ইংরাজদের বিলুপ্ত যশোরাশি উদ্ধার করেন।

ইতিবসরে কৌন্সিলিয়ার অন্যতম মেম্বর ফ্রান্সিস ইংলেণ্ডে প্রতিগমন করিলেন, হুইজ্জার ক্রমশঃ গর্বির্ণর জেনেরলের সপক্ষ হইয়া উঠিলেন। হেষ্টিংস এক্ষণে কৌন্সিলি পুরস্কারের অনৈক্য নিবন্ধন কষ্ট হইতে পরিভ্রাণ পাইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে আর এক প্রকার কষ্টে পতিত হইতে হইল। রাজকোষ ধনশূন্য হইয়াছিল। গবর্ণর জেনেরলের যে কেবল বাঙ্গালার শাসনকার্য্য নিৰ্ব্বাহ করিবার জন্য এমত নহে, কর্ণাট রাজ্যে ইউরোপীয় ও ভারতবর্ষীয় শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ চালাইবার নিমিত্তও প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইয়া উঠিল। এতদ্ব্যতীত তাঁহারকে ইংলণ্ডেও টাকা পাঠাইবার উপায় দেখিতে হইল।

হেক্টিংস কৃতিপায় বৎসর পূর্বে যোগল সভ্যদের সর্বস্ব অপ-
হরণ ও রোহিলাদিগকে দাসত্বস্থলে বদ্ধন করিয়া "কোম্পানির
শ্রমদান্যগার পূর্ণ করিয়াছিলেন এবং এক্ষণেও যে তাঁহার অভিনব
উপায় উদ্ধাবন করিবার ক্ষমতা নিঃশেষিত হইয়াছিল, এরূপ নহে।
তিনি এবার প্রথমতঃ বারানসী রাজকেই লক্ষ্য করিলেন।

পূর্বে আসিয়াখণ্ডের মধ্যে বারাণসীনগরী ঐশ্বর্য্য, জনসংখ্যা, গৌরব ও পবিত্রতা বিষয়ে অগ্ৰগণ্য ছিল। বহুকালাবধি এক জন হিন্দু ভূপতি দিল্লীপতির অধীনে থাকিয়া এই নগরী ও উহার পার্শ্ববর্তী স্থানে আধিপত্য করিতেন। যৎকালে ভারতবর্ষে ঘোরতর অরাজকতা ঘটে, ঐসময়ে বারাণসীর অধীশ্বরেরা দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইলেন। কিন্তু তাঁহাদিগকে অযোধ্যাধিপতির অধীনতা স্বীকার করিতে হয়। তাঁহারা অযোধ্যাধিপতির অত্যাচারে নির্ভর নিপীড়িত হইয়া ইংরাজদের শরণাগত হন। ইংরাজেরা সৈন্ত দিয়া তাঁহাদের সাহায্য করেন। অযোধ্যাধিপতি ইংরাজদের বিপক্ষে অস্ত্র ধারণ করিয়া কৃতকার্য হওয়া ভয়ানক অযোধ্যাধিপতির রাজ্য ইংরাজদিগকে সমর্পণ করেন। তদবধি বারাণসীরাজ বঙ্গদেশীয় গবর্নমেন্টের অধীন হন ও কলিকাতায় বাৎসরিক কর প্রেরণ করিবার অঙ্গীকার করেন। হেক্টিংসের অধিকার কালে চেম্‌সিংহ কাশীরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন। তিনি নিয়মিত রূপে কোম্পানিকে কর প্রদান করিতেন।

১৭৭৮ খ্রী: অন্দে ইউরোপে ফরাসিদিগর সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ আরম্ভ হইলে হেক্টিংস চেতসিংহের নিকটে নিয়ুক্ত কর ব্যতীত পাঁচ লক্ষ টাকা চাহিয়া পাঠাইলেন। চেতসিংহ প্রথমবারে কোন আপত্তি না করিয়া ১৭৭৯ খ্রী: অন্দে সমুদায় টাকা প্রদান করেন। ইহার পর বৎসর হেক্টিংস চেতসিংহের নিকটে পুনরায় ঐরূপ অতিরিক্ত টাকা দাওয়া করিয়া পাঠাইলেন। চেতসিংহ কিঞ্চিৎ রেহাই পাইবার মানসে গবর্ণর জেনেরলকে গোপনে দুই লক্ষ টাকা উৎকোচ প্রদানের প্রস্তাব করেন। হেক্টিংস তদনুসারে ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন। বটে, কিন্তু গোপন করিয়া রাখিলেন ও কিছুকাল পরে উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার শত্রুর বলেন, “ঐ টাকা আত্মনাশ করা হেক্টিংসের উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু পাছে প্রকাশ হইয়া পড়ে এই আশঙ্কায় পরিশেষে উহা কোম্পানির ধনাগারে পাঠাইয়া দেন” তাহাদের এই নির্দেশানিতান্ত অমূলক বলিয়া বোধ হয় না। সে যাহা হউক, হেক্টিংস ঐ টাকা কোম্পানির ধনাগারে

পাঠাইবার পরে পুনরায় চেতসিংহের নিকট পূর্ববৎ অতিরিক্ত টাকা দাওয়া করিলেন। রাজা প্রথমতঃ আপনাতঃ নিঃস্বতা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু হেক্টিংস ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না, পরষু টাকা পাঠাইতে বিলম্ব হইয়াছে বলিয়া লক্ষ টাকা জরিমানা করিলেন এবং ঐ টাকা আদায় করিবার জন্য সৈন্য পাঠাইয়া দিলেন। চেতসিংহ অনন্যোপায় হইয়া উক্ত সমুদায় টাকা প্রদান করিলেন, কিন্তু তাহাতেও হেক্টিংসের দাওয়া গেল না। দক্ষিণ ভারতবর্ষে যুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে কোম্পানির অনেক অর্থ ব্যয় হয়, তাহাতে অতিশয় অপ্রতুল ঘটে। হেক্টিংস এই কষ্ট নিবারণের উপায়ান্তর না দেখিয়া চেতসিংহের যথাসম্ভব হস্তগত করিবার সংকল্প করিলেন। কোম্পানির সহিত বারগসীরাঙ্গের সন্ধি ছিল। সন্ধি সত্ত্বে তাহাকে আক্রমণ করিতে পারেন না, এ জন্য তিনি কোন বিবাদ উপাধন করিয়া আপনাদিগ্ধে দুরতিসন্ধি সিদ্ধ করিতে চেষ্টাবান হইলেন। তিনি বারগসীরাঙ্গের নিকট উত্তরোত্তর অধিকতর টাকা দাওয়া করিতে লাগিলেন। অকারণে বারগসীরাঙ্গের অধিকতর অর্থ প্রদান করিতে হইলে দাতার অন্তঃকরণে স্বভাবতঃ বিরক্তি জন্মে। চেতসিংহ অর্থ প্রদান অস্বীকার করিলেন। হেক্টিংস ইহাকেই দোষ গণনা করিয়া লইলেন ও চেতসিংহের সমুদায় রাজ্য রাজাধিকার ভুক্ত করাই ঐ দোষের উপযুক্ত দণ্ড স্থির করিলেন। চেতসিংহ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং গবর্নরজেনারলকে বিশ লক্ষ টাকা প্রদানের প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু হেক্টিংস এই উত্তর লিখিলেন যে, তিনি পঞ্চাশ লক্ষ টাকার হুঁশ কোন মতেই লইবেন না। ফলতঃ এক্ষণে বারগসীরাঙ্গ বিক্রয় করিয়া অর্থ সংগ্রহ করাই হেক্টিংসের সংকল্প হইল, কিন্তু দূরে থাকিয়া এ বিষয়টি স্থগিত করা সাধ্য নহে, এজন্য তিনি বারগসী যাত্রা করিলেন।

গবর্নর জেনারল আসিতেছেন, শুনিয়া চেতসিংহ প্রায় ত্রিশ ক্রোড় দূরেস্থিত বকসরে যাইয়া তাহার প্রত্যাগমন করেন এবং ইংরাজদের অন্ত্রোষে তিনি যে সাতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়াছেন, তাহা প্রকাশ করিয়া স্বীয় উচ্চীষ উদ্বোধিত ও হেক্টিংসের ক্রোধে স্থাপিত

করেন। ভারতবর্ষীয় প্রথাযুসারে এরূপ ব্যবহার বিশেষ সম্মান ও প্রগাঢ় ভক্তি প্রদর্শনের একটা প্রধান চিহ্ন। হেক্টিংস অনাদর প্রদর্শন পূর্বক অপ্রসন্নভাবে চেতসিংহের অভ্যর্থনা করেন। তৎপরে রাজা হেক্টিংসকে সঙ্গে করিয়া নিজ রাজধানীতে লইয়া যান।

হেক্টিংস কাশীতে পৌঁছাইবার পরে টাকার দাওয়া করিয়া রাজাকে এক খানি পত্র লিখেন। রাজা পত্রের উত্তরে ঐ দাওয়া হইতে মুক্ত হইবার জন্ত নানা কারণ প্রদর্শন করেন। হেক্টিংসের অর্থের অভাব হইয়াছিল, তিনি রাজার হেতুবাদে কণ্ঠপাত না করিয়া তাহাকে ধৃত ও বদ্ধ করিতে আদেশ দিলেন। তদনুসারে রাজা ধৃত ও বদ্ধ হইলেন।

হেক্টিংসের এই কার্যক্রমে তাহার স্বাভাবিক বিচক্ষণতা প্রকাশ পায় নাই। উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীরা বঙ্গদেশীয়দিগের অপেক্ষা যে অধিকতর বলবীৰ্য্যসম্পন্ন, বঙ্গদেশ তিনু ভারতবর্ষের অত্র কোন স্থানের অবস্থা জানিবার সুযোগ না থাকায় বোধ হয়, হেক্টিংস তাহা বিশেষরূপে জানিতেন না। বারগসীরাঙ্গের অধীশ্বর স্বীয় গুণগ্রাম নিবন্ধন প্রজাশ্রয় ছিলেন। তাহাকে ধৃত করিবার পূর্বে অধিকতর সেনা-সংগ্রহ করা হেক্টিংসের অতীব কর্তব্য ছিল, কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। তাহার সঙ্গে যে অস্পৃশ্যক সৈন্য ছিল, তাহারা সম্ভবতঃ কলিকাতা অথবা মুরশিদাবাদবাসীদিগকে ভয়াভিভূত করিতে পারিত, কিন্তু বারগসীরাঙ্গের বলবীৰ্য্যশালী, কষ্টমহ অধিবাসীদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ ছিল না।

রাজা ধৃত ও বদ্ধ হইয়াছেন, এই সংবাদ সমুদায় নগর মধ্যে প্রচারিত হইতে না হইতেই চতুর্দিকে মহাকোলাহল উপস্থিত হইল, রাজপথ লোকারণ্য হইয়া উঠিল। অথের কথা দূরে থাকুক, দণ্ডী সন্ন্যাসী প্রভৃতিরও অস্ত্রধারণ করিলেন। রাজার নিকটে প্রহরীস্বরূপ যে দুই দল সৈন্য নিযুক্ত ছিল, তাহারা নিহত হইল। রাজা এই গোলমোহের সময়ে পলাইয়া গুহার উপর পারের রামনগরে আশ্রয় লইলেন ও তথা হইতে নিজ দোষক্ষালনের কার্য প্রদর্শন

পূর্বক প্রচুর অর্থ প্রদানের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন। কিন্তু হেষ্টিংস তাহার কোন উত্তরই দিলেন না। যদিও তিনি যোঁরতর বিপদে পতিত হইয়াছিলেন, তথাপি ভগ্নোৎসাহ হইবার গাত্ৰ ছিলেন না। তিনি স্মৃচতুর ও সাহসী দূত দ্বারা ইংরাজদের সেনানিবেশে উপস্থিত দুর্ঘটনার সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন।

এই সময়ে যুদ্ধে খ্যাতি প্রতিপত্তিলাভে সমুৎসুক একজন তেজস্বী ইংরাজমৈনিক কর্মচারী পূর্বাপর বিবেচনা না করিয়া গঙ্গার অপর পারস্থিত বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন। তাঁহার সেনারা বারাণসীর মংকীর্ণ পথে ক্রোধোত্তম অধিবাসীদিগের কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিপদে প্রস্তুত হয়; স্মরণ্য তিনি অধিকাংশ সেনার সহিত নিহত হন। হতাবশিষ্ট সেনারা পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই ঘটনা ইওয়াতে বিদ্রোহীরা আরও উত্তেজিত হইয়া উঠিল; সমুদ্র দেশে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল; বারাণসী প্রদেশের সমুদায় অধিবাসী ইংরাজদের প্রতিহুলে অভ্যুত্থান করিল; ক্রমেক্রমে শস্ত্রক্ষেত্র পরিভ্রমণ করিয়া আপনাদের রাক্ষসকে রক্ষা করিবার জন্য পঙ্গপালের ন্যায় পালে পালে আসিতে লাগিল; এবং অযোধ্যায় মহা গোলযোগ উপস্থিত হইল; এমন কি, বিহার প্রদেশেও রাজদ্রোহের পূর্ব লক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। হেষ্টিংস এই বিপৎপাতে তামসীর তিমিরাবরণে অবগুণ্ঠিত হইয়া পলায়ন করিলেন। বিদ্রোহীরা এই সংবাদ অবগে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল এবং উচ্চৈঃস্বরে কহিতে লাগিল,—

“হাতীপর হাওদা, ঘোড়ে পর জীন,

জন্দি যাও, জন্দি যাও, ওয়ারেণ হেষ্টিংস”।

হেষ্টিংসকে পলাইয়া অধিক দূর যাইতে হইল না। তিনি রাত্রি প্রভাত হইবার পূর্বে নিরাপদে চণ্ডাল গড়ে গিয়া উপনীত হইলেন ও কাল বিলম্ব না করিয়া সেনা সংগ্রহ করিলেন এবং মেজর পফ-হেমকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া বারাণসীতে পাঠাইয়া দিলেন। উক্ত সেনাপতি বারাণসীতে পৌঁছিয়া অতিবিকাল মধ্যে কার্য সমাধা করিয়া ফিরিলেন। বিদ্রোহীরা পরাস্ত ও রামনগর হস্তগত হইল।

ইতভাগ্য রাজা চেতসিংহ জয়ের মত দেশত্যাগী হইলেন। তাঁহার সমুদায় রাজ্য বৃটিশ অধিকার-ভুক্ত হইল। তাঁহার আত্মপুত্র সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার আর কোন ক্ষমতা রহিল না। ফলতঃ তদবধি বারাণসীরাজ বাঙ্গালার নবাবের তায় কেবল রতিভোগী হইলেন।

হেষ্টিংস এইরূপে বারাণসী রাজ্য কোম্পানির অধিকার-ভুক্ত করিয়া বাৎসরিক প্রায় বিশ লক্ষ টাকা আয় বৃদ্ধি করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও উপস্থিত অর্থ ক্রমের আশু কোন বিশেষ প্রতিবিধান করিতে পারিলেন না। চেতসিংহের ধনাগারে এক কোটী টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া নীধারণের বিশ্বাস ছিল; কিন্তু ধনাগার মধ্যে পঁচিশ লক্ষ টাকার অধিক দৃষ্ট হইল না এবং তাহাও সেনারা জয়লব্ধ সম্পত্তির তায় পরম্পর বিভাগ করিয়া লইল।

হেষ্টিংস বারাণসীরাজ্যে অতীত নাভে অরুতকার্য্য হইয়া অযোধ্যায় প্রতি লক্ষ্য করিলেন। অনেকদিন পূর্বে নবাব সাজাদৌলার পরলোক হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র আসফদৌল অতিশয় হীনপ্রতাপ ও কুক্রিয়রত ছিলেন। তিনি সর্বদ্যই রাজ্যমধ্যে যোঁরতর ব্যত্যাচার করিতেন। ইহাতে তিনি প্রকৃতিপুঞ্জের একান্ত অগ্রিয়পাত্র হন ও হীনপ্রতাপ বলিয়া সমিহিত রাজগণ তাঁহাকে ঘৃণা করিতেন। কিন্তু তাঁহার রাজ্যমধ্যে বৃটিশ সেনা নিযুক্ত থাকাতে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার প্রতিহুলে অভ্যুত্থান করিতে পারিত না এবং সমিহিত রাজগণও তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হইতেন না। সে যাহা হউক, কিছুকাল পরে, নবাব এই মর্মে গবর্ণর জেনারলকে একখানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমার রাজ্যের ক্ষতি হইতেছে, আমার ভৃত্যেরা বেতন পায় না, অতএব আমার রাজ্য রক্ষার জন্ত যে বৃটিশ সেনা নিযুক্ত আছে, আপনি তাহাদিগকে ফিরাইয়া লউন। আমি আর তাহাদের খরচ বোঁগাইতে পারি না। হেষ্টিংস সেরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন না যে, ইচ্ছানুসারে স্বযোগ পাইয়া তাহা গরিভ্যাগ করেন, তিনি নবাবের আবেদন না শুনিয়া তাঁহাকে এই উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন,

লম্বুচরিতমঞ্জরী ।

৬৮

“আপনি উপাচক হইয়া রুটি গবর্ণমেন্টের নিকটে সৈন্ত চাহেন ও সৈন্তের সমুদায় ব্যয় প্রদানের অঙ্গীকার করেন। তদনুসারে আপনকার রাজ্যে সৈন্ত প্রেরিত হইয়াছে”। অবোধার সেনারা কত দিন থাকিবে সন্ধি পত্রে তাহার কোন উল্লেখ ছিল না; সুতরাং এরূপ বিষয়ের মীমাংসা করা উভয় পক্ষের এক মতের উপরে নির্ভর করে, কিন্তু উভয় পক্ষের মতভেদ হইলে প্রবল পক্ষের মতই বলবৎ হইয়া উঠে।

হেক্টিংস আরও কহিলেন, অবোধা হইতে রুটিসেনা ফিরাইয়া আনিতে নিশ্চয়ই তথায় অরাজক কাণ্ড ঘটিবে এবং হয়তো মহারাজীয় সৈন্তে অবোধা পরিপ্লুত হইয়া যাইবে। আপনকার দুশ্রুতি ও অবোধাতা নিবন্ধন রাজ্যের ক্ষতি হইতেছে। অতএব এ অবস্থায় সৈনিক ব্যয় লাঘব করিলে যে অর্থ উদ্ধৃত হইবে, তাহা আপনকার অপদার্থ প্রিয় পাত্রেরা লুটিয়া লইবে সন্দেহ নাই।

হেক্টিংস বারানসীর কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে লক্ষ্মী যাইয়া নবাবের সহিত সমুদায় বিষয় মীমাংসা করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু নবাবের দাসজনোচিত হীনতা ও নৌজনাপূর্ণ ব্যবহার দর্শনে তাঁহাকে আর লক্ষ্মী পর্য্যন্ত যাইতে হইল না। অবোধাধিপতি যৎসামান্য সৈন্তদামস্ত সমভিব্যাহারে চণ্ডালগড়ের দুর্গে আসিয়া গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করেন। পরস্পর যথারীতি শিষ্টাচারের পর হেক্টিংস নবাবের নিকটে প্রচুর অর্থ চাহেন। নবাব কহেন, মহাশয়! অতিরিক্ত টাকা দেওয়া দূরে থাকুক, আমার নিকটে প্রাপ্য টাকাও মার্জনা করিতে হইবে। তাঁহাদের পরস্পরের এইরূপ মতভেদ হওয়াতে প্রথমতঃ বোধ হইয়াছিল, উপস্থিত বিষয় সহজে মীমাংসা হওয়া সম্ভবিত নহে, কিন্তু পরিশেষে তাহারা এরূপ একটি উপায় উদ্ভাবন করেন, যাহা তাঁহাদের উভয় পক্ষেরই সন্তোষকর হয়, কিন্তু নিরপরাধী অপর এক পক্ষের সর্বনাশ ঘটে।

আসকন্দোলার মাতা ও পিতামহী অবোধার বেগম নামে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সুজাদোশার মৃত্যুর পরে প্রচুর সম্পত্তির অধিকারিণী হইলেন। তাঁহারা কৈজাবাদে বাস করিতেন। আসক-

ওয়ারেন হেক্টিংস ।

৬৯

ন্দোলা লক্ষ্মীনাগর রাজধানী করিয়াছিলেন। গবর্ণর জেনেরল নবাবের সহিত মিলিত হইয়া বেগমদিগের যথাসর্বস্ব অপহরণ করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন।

আসকন্দোলা ইতিপূর্বেই মাতার নিকট হইতে বিস্তর অর্থ বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তাঁহার মাতা প্রতীকার প্রার্থনায় ইংরাজদের নিকটে আবেদন করেন। ইংরাজেরা মধ্যস্থ হইয়া যে ব্যবস্থা করিয়া দেন, তদনুসারে নবাবের মাতা স্বীয় পুত্রকে অর্থ দ্বারা কিছু কিছু সাহায্য করিতে সম্মত হইলেন। নবাবও অঙ্গীকার করেন যে, তিনি ভবিষ্যতে মাতাকে স্বীয় সম্পত্তি নিকরবেগে উপভোগ করিতে দিবেন, আর কখন উহা অপহরণ করিবার চেষ্টা করিবেন না। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্ট এ বিষয়ে স্পষ্টাক্ষরে প্রতিজ্ঞা করেন। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল ছিল না, টাকার অভাব হইয়াছিল, সুতরাং সেই বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টই অম্বার সেই পরস্পাপহারীকে এরূপ কুকার্য্য করিতে উত্তেজিত করিলেন যে, তাঁহার তায় যথেষ্টাচারী ব্যক্তিও তাহা করিতে সঙ্কুচিত হইতেন।

এক্ষণে বেগমদিগের সম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত করিবার জন্ত কোন সূত্র বাহির করা আবশ্যক হইল। হেক্টিংস অভিনব উপায় উদ্ভাবনে মন্থর ছিলেন না। বারানসীরাজ্যে রাজবিপ্লব উপস্থিত হওয়াতে অবোধাপ্রদেশেও মহাগোলযোগ ঘটয়াছিল। হেক্টিংস বেগমদিগকে ঐ গোলযোগের হেতু বলিয়া অপরাধিনী করিলেন এবং ঐ অপরাধের দণ্ড স্বরূপে তাঁহাদের সমুদায় সম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত করিবার আদেশ করিয়া পাঠাইলেন।

চণ্ডালগড়ে অকস্মতিকালে নবাব, গবর্ণর জেনেরলের মতের সম্পূর্ণ বশীভূত ছিলেন, কিন্তু রাজধানীতে ফিরিয়া আসিবার পরে তাঁহার মনঃ পরিবর্ত হয়। তিনি গবর্ণর জেনেরলের সহিত মিলিত হইয়া যে সকল কার্য্য করিতে স্থিরনিশ্চয় হইয়াছিলেন, ব্যাকুলচিত্তে সে সমুদায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। তাঁহার মাতা ও পিতামহী আপনাদের প্রতি যে মিথ্যাদোষ আরোপিত হইয়াছিল, তদ্বিষয়ে দৃঢ় প্রমাণ প্রদর্শন এবং

বিস্তর কাহুক্ৰি ও মিনতি করেন। নবাবের অন্তঃকরণ অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা ও ঈর্ষাপরাধতা দোষে দূষিত হইলেও স্বভাবতঃ নির্দয় ছিল না। তিনি এই বিষয় বিপৎপাতে অতিশয় দুঃখিত হইলেন। অন্যের কথা দূরে থাকুক, যিনি হেক্টিংসের প্রতি একান্ত অনুরক্ত ছিলেন, লক্ষ্যোপস্থিত সেই ইংরাজ রেসিডেন্টও এই অতি নিষ্ঠুর ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কুচিত হইলেন। হেক্টিংস দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কাহার অনুনয় বিনয় শুনিতেন না। তিনি যৎপরোনাস্তি ভৎসনা করিয়া রেসিডেন্টকে লিখিয়া পাঠাইলেন, যদি আপনি আমার আদেশ অবিলম্বে সম্পন্ন না করেন, তবে আমি নিজে যাইব ও ক্ষীণচিত্ত ব্যক্তির ভীত হইয়া যে কার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়, আমি তাহা নিজে করিব। লক্ষ্যোপস্থিত রেসিডেন্ট এই রূপে তিরস্কৃত হইবার পরে নবাবের নিকটে গিয়া কহিলেন, আপনি চণ্ডালগণের দুর্গে গবর্ণরজেনারেলের সহিত যে কথাবার্ত্তা স্থির করিয়াছিলেন, আপনাকে অবিলম্বে তদনুরূপ কার্য্য অবশ্যই করিতে হইবে। যদিও এক্ষণে মাতা ও পিতামহীর প্রতি দম্ভার আয় ব্যবহার করা নবাবের মনোগত ছিল না, কিন্তু আবার না করিলে গবর্ণর জেনারেলের সঙ্গে অকৌশল হয়, এজন্য তিনি অত্যন্ত অনিচ্ছা-পূর্ব্বক উহাতে সম্মত হইলেন। বেগমদিগের ভূমি সম্পত্তি অনায়াসে হস্তগত হইল, কিন্তু তাহাদের ধনসম্পত্তি হস্তগত করা তাদৃশ সহজ ব্যাপার ছিল না; সুতরাং ভয়প্রদর্শন ও বলপ্রয়োগ করা আবশ্যিক হওয়াতে এক দল সেনা ফৈজাবাদে প্রেরিত হইল। উহারা তথায় পৌঁছিয়া রাজত্ববনের দ্বার তাজিয়া ফেলিল ও অন্তঃপুরে প্রবেশিয়া বেগমদিগকে স্ব স্ব প্রকোষ্ঠে বন্দী করিল। কিন্তু তথাপি বেগমেরা ধনসম্পত্তি প্রদানে সঙ্কুচিত হইলেন না। তখন তাহাদের সেই সম্পত্তি অপহরণ করিবার জন্ত যে একটি উপায় অবলম্বিত হয়, তাহা অতীব জঘন্য; যদিও বহুকাল হইল, সেই জঘন্য ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইয়াছে তথাপি এক্ষণে তদন্ত লিখিতে হইলে অন্তঃকরণ মধ্যে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখের উদয় হয়।

অতি প্রাচীন কালঅবধি আসিয়া খণ্ডে এই একটি রীতি ছিল যে,

নরপতিরা অন্তঃপুর মধ্যে খোজারক্ষক নিযুক্ত রাখিতেন। প্রীতি ও সন্তান সন্ততি লাভে বঞ্চিত খোজারা সচরাচর রাজগণের বিশ্বাসভাজন হইত। অধোযাযার ভূতপূর্ব্ব নবাব সজাদৌলা এই চিরন্তন প্রথানুসারে দুইজন খোজা রক্ষক অন্তঃপুরে নিযুক্ত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে উহারা ই বেগমদিগের সর্ব্বময় কর্তা হইয়া উঠে; সুতরাং উহাদের পীড়ন না করিলে অর্থনিকাসন হওয়া সম্ভাবিত নহে। হেক্টিংসের আদেশানুসারে ঐ দুই ব্যক্তি মৃত, কারাকদ্ধ, লৌহশৃঙ্খলে বদ্ধ ও অনাহারে মৃতপ্রায় হয়। দুই মাস ক্রমাগত কারাবাসের পর স্বাস্থ্য ভঙ্গ হওয়াতে উহারা কারাগারস্থ উদ্ভানে কিয়ৎক্ষণেয় জন্য বেড়াইবার প্রার্থনা করে, কিন্তু যে কর্মচারীর হস্তে কারাগৃহের ভার অর্পিত ছিল, তিনি তাহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন না। কলতঃ উহাদের দুঃখের লাঘবার্থ যাহা কিছু করা যাইতে পারিত, তাহার কিছুই অনুষ্ঠিত হয় নাই; প্রভুত অধিকতর দুঃখে নিক্ষিপ্ত করিবার জন্ত উহাদিগকে লক্ষ্য নগরে প্রেরণ করা হয়। উহারা তথাকার কারাগারে বদ্ধ থাকিয়া যে কি দুঃসহ ষাতনা সহ করিয়াছিল, বর্ণনা করিয়া তাহা অগ্নির হৃদয়ঙ্গম করা নীধ্য নহে। যে সৈনিক পুরুষের হস্তে ঐ কারাগারের ভার সমর্পিত ছিল, কোন রটিষ রেসিডেন্ট তাহাকে একখানি পত্র লিখিয়াছিলেন, অতীপি তাহা পালিয়া-মেণ্ট-পুস্তকে নিবেশিত আছে। উহা মর্ম্ম এই, মহাশয়, আপনকার অধীনে যে দুই জন বন্দী আছে, তাহাদের শারীরিক যত্ন দেওয়া নবাবের অভিমত, অতএব আপনি নবাবের কর্মচারিগণকে কারাগৃহে রাখিবার ও বন্দিগণের প্রতি যথেষ্ট ব্যবহার করিবার অনুমতি দিবেন।

যৎকালে লক্ষ্যোপস্থিত এই ভয়ঙ্কর বৃশংস ব্যাপার অনুষ্ঠিত হয়, বেগমেরা তখন পর্য্যন্ত ফৈজাবাদে বন্দীকৃত ছিলেন। কারাধ্যক্ষ তাহাদিগকে এত অল্প আহার প্রদান করিতেন যে, তাহাতে তাহাদের সঙ্গিনীর অনাহারে মৃতকল্প হয়। ক্রমাগত কিছুকাল এইরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিবার পরে, হেক্টিংস বেগমদিগের নিকট হইতে এক কোটি বিংশতি লক্ষ টাকা বাহির করেন। তখন তিনি বিবেচনা করি-

লেন, বেগমদিগের হস্তে যাঁহা কিছু ছিল, তৎসমুদায়ই আমার হস্তগত হইল, তবে আর তাহাদিগকে যত্না দিবার আবশ্যকতা কি? তিনি এই বিবেচনায় লক্ষ্য নগরের কারাগারস্থ বন্দ ও মৃতকম্প বন্দিদ্বয়কে ছাড়িয়া দিতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে কারাগৃহের দ্বার উদ্বাটিত ও হতভাগ্য বন্দিদ্বয়ের লৌহশৃঙ্খল উন্মুক্ত হইল। তখন শোকাবেগে উহাদের ওষ্ঠদ্বয় কম্পিত হইতে লাগিল; চক্ষুঃ হইতে অনবরত অশ্রুধারা বহিতে লাগিল এবং উহারা আপনাদিগকে পুনর্জীবিত বোধে সর্ব-নিয়ন্তা জগদীশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে সেই স্থান একপ্রাণ শোচনীয় ভাব ধারণ করিল যে, তাহা দেখিয়া শুনিয়া, অন্যের কথা দূরে থাকুক, উপস্থিত ইংরাজ ষেষ্ঠদ্বাংগের কঠোর হৃদয়ও কারুণ্যরসে দ্রবীভূত হইয়া গেল।

পার্লিয়ামেন্ট সভা কিছু কাল অবধি ভারতবর্ষের কার্য বিবরণ পর্য্যবেক্ষণে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। আমেরিকার যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর ভারতবর্ষ সংক্রান্ত কার্য পর্যালোচনা করিবার জন্য দুইটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এড্‌ও বর্ক এক কমিটির ও রাজমন্ত্রী ডন্ডাস্ অন্য কমিটির অধ্যক্ষ ছিলেন। হেষ্টিংসের কৃত অনেক কার্য, বিশেষ-যতঃ রোহিলা যুদ্ধ অতিশয় অবৈধ বলিয়া বিবেচিত হয়। ডন্ডাস্ হেষ্টিংসকে কর্মচ্যুত করিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু কোম্পানির মূল-ধনের অধিকারিগণের মধ্যে সকলের মত না হওয়াতে হেষ্টিংস অপদেই অবস্থিত থাকেন। হেষ্টিংস এইরূপে নিরোগকর্তাগণের অনুগ্রহে পদস্থ থাকিয়া ১৭৮৫ খ্রীঃ অব্দ পর্য্যন্ত শাসন কার্য সম্পাদন করেন। অনন্তর উক্ত অবদে কর্ম পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া যান।

হেষ্টিংসের রাজ্যে শাসনের প্রথম কাল দুর্বটনী-সঙ্কুল ছিল, কিন্তু তাহার শাসন কার্যের শেষভাগ সর্বথা উপদ্রব শূন্য হয়। মহারাজার-দিগের সহিত কোন বিবাদ বিন্যাস ছিল না, প্রবল শত্রু হায়দর আলি পরলোক গমন করিয়াছিলেন, তাহার পুত্র টিপু সুলতানের সহিত সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, মহীশূরসেনারা কর্ণাটরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া-ছিলেন, ইংলণ্ডে কোন গোলযোগ ছিল না।

হেষ্টিংস ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিলে পর ডিরেক্টর ও রাজমন্ত্রীরা তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করেন এবং রাজা ও রাজমহিষীও তাঁহাকে নতুন সমাদরে পরিগ্রহ করেন। হেষ্টিংস ইংলণ্ডে এইরূপ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ হইয়া কিছু দিন 'সানন্দে' অতিবাহিত করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহার যে ঘোরতর বিপদ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতেছিল, তিনি তাহার বিন্দুবিমর্গও জানিতেন না।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কোমিলের অত্যন্ত মেঘর ফ্রান্সিস্ ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করিয়া পার্লিয়া-মেন্টের মেম্বর হন। হেষ্টিংসের প্রতি তাহার ভয়ঙ্কর বিদ্বেষবুদ্ধি ছিল, তিনি এক্ষণে স্বেযোগ পাইয়া কায়মনোবাক্যে হেষ্টিংসের প্রতি-হিংসা করিতে চেষ্টাবান হইলেন। তাহার উত্তেজনায় পার্লিয়া-মেন্টের কতিপয় প্রধান প্রধান মেম্বর হেষ্টিংসের ভারতবর্ষসংক্রান্ত কার্যের কতকগুলি দোষোপেক্ষ করিয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করেন। ঐ সকল দোষের মধ্যে রোহিলাযুদ্ধ, চেংসিংহের সর্বনাশ ও অযোধ্যার বেগমদিগের সর্বস্বাপহরণ এই তিনটাই প্রধান বলিয়া পরিগণিত হয়। অভিযোগকারিগণের মধ্যে বর্কই প্রধান ছিলেন। তাহার স্থায় বিদ্বান, সূচত্বর ও স্মৃতিশক্তি অতি দুর্লভ। তিনি ভারত-বর্ষে কখন আগমন করেন নাই বটে, কিন্তু তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের আচার ব্যবহারাদির বিষয় ক্রমাগত অনেক দিন পর্য্যন্ত পর্যালোচনা করিয়া তাহাতে এরূপ অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন যে, ভারত-বর্ষে আগত ইউরোপীয়দিগের মধ্যেও কেহ ঐ বিষয়ে তৎকালে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। তিনি হেষ্টিংসের বিপক্ষে পার্লিয়া-মেন্ট সভার উপর্যুপরি কয়েকটি অধিবেশনে স্বাক্ষরতা করেন। তাহার বক্তৃতা শুনিবার জন্ত ওয়েস্ট মিনিষ্টার গৃহে লোকারণ্য হয়। বক্তৃতার প্রারম্ভে তিনি ভারতবর্ষীয়দিগের চরিত্র ও ক্রিয়া কলাপাদির বিষয় অতি বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, যে সকল ঘটনা ইংলণ্ডে ইংরাজদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপন হয় ও ইংরাজেরা তৎকালে যেরূপে ভারতরাজ্যের শাসনকার্য্য নির্বাহ করিতেন, সে সমুদায়ের

বর্ণনা করেন। এইরূপ ভূমিকাধারা ভারতবর্ষের সামাজিক অবস্থা ও শাসন প্রশাসনের বিষয় প্রোতুগণের অন্তঃকরণে অঙ্কিত করিবার পূর্বে হেষ্টিংস রাজ্যশাসন কালে ধর্মবিরুদ্ধ ও আইন বিরুদ্ধ যে সকল অসৎ কর্ম করিয়াছিলেন, তিনি সেইগুলি এরূপ প্রতীতিজনক ও কণ্ঠস্বপূর্ণ বাক্যে বর্ণনা করিতে লাগিলেন যে, তৎপ্রবণে 'চ্যামেলর' (লর্ড সভার অধিপতি) চমৎকৃত ও মোহিত হন, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ প্রতিবাদী হেষ্টিংসের হৃদয়ও কিয়ৎ ক্ষণের জ্ঞাতি বিদীর্ণ হয়, সমাগত মহিলাগণের চক্ষে অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকে ও শেরিডনের পত্নী মুচ্ছিত হইয়া পড়েন। ফলতঃ তৎকালে হেষ্টিংসকে মুক্তিমান পাপস্বরূপ, মনুষ্যরূপী প্রাক্ষস্বরূপ ও হতভাগ্য ভারতবর্ষের কালান্তক যমস্বরূপ বলিয়া সকলের বোধ হইতে লাগিল। পরিশেষে বর্কস্‌মিতি গম্ভীর স্বরে সভ্যমণ্ডপে প্রতিধ্বনিত করিয়া এইরূপে বক্তৃতার উপসংহার করেন। আমি ওয়ারেন হেষ্টিংসের নামে তাঁহার ভয়ঙ্কর দুরাচারিতার নিমিত্ত অভিযোগ করিতেছি; আমি পালিয়ার্মেন্টের কমন্স সভার পক্ষ হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছেন। আমি সমুদায় ইংরাজজাতির পক্ষ হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের বহুবল্লের উপাজ্জিত মানসস্তম একেবারে উৎসন্ন দিয়া আসিয়াছেন। আমি হতভাগ্য ভারতবর্ষীয়দিগের পক্ষ হইয়া তাঁহার নামে অভিযোগ করিতেছি, যিনি তাঁহাদের অস্বাভাবিক স্বত্ব সকল দ্বারা অত্যাচার করিয়াছেন এবং তাঁহাদের স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষকে মক্‌ভূমি করিয়া তুলিয়াছেন। আর অধিক কি বলিব; মনুষ্য নামের মর্যাদা রক্ষা বিষয়ে তাঁহাদের মমতা আছে, এতদূশ সন্দেহলোক ও ধরাধামের যাবতীয় নরনারী, সর্বকাল এবং আপামর সাধারণ সকল ব্যক্তির প্রতিনিধি হইয়া সর্বসাধারণ শত্রু ও সকলের উৎপীড়নকারী হেষ্টিংসের নামে অভিযোগ করিতেছি।

প্রোতুগণ বর্কের বক্তৃতা শুনিয়া অতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহাদের সেই উত্তেজনভাবের হাস হইলে ইংলণ্ডীয় অসামান্য বাগ্মী মহাবিশাঃ ফক্স গাভ্রোস্থান করিয়া যেখানে বিচার

কার্য সম্পন্ন হইবে, লর্ড সভায় তাঁহার প্রস্তাব করেন ও সভ্যভক্ত হয়। তৎপরে পালিয়ার্মেন্টের পুনরায় অধিবেশন হইলে অশেষ গুণসম্পন্ন শেরিডন অযোধ্যার বেগমসংক্রান্ত অভিযোগের বিষয়-সবিস্তর বর্ণনা করিতে প্রস্তুত হইলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে দুই দিবস অতি চমৎকার, সর্বাঙ্গসুন্দর একটা বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জ্ঞাতি সর্বসাধারণের অসীম কৌতূহল জন্মে, স্মরণীয় ওয়েস্ট মিনিষ্টার গৃহে এরূপ জনতা হইয়াছিল যে, সমস্ত সময়েই প্রোতুগণের শ্বাস-রোধের সম্ভাবনা হয়। নির্দিষ্ট আছে, এক এক খানি টিকিট পাঁচ শত টাকার অধিক মূল্যেও বিক্রীত হইয়াছিল।

১৭৮৮ খ্রীঃ অব্দে হেষ্টিংসের বিচার আরম্ভ হয়, বিচার শেষ হইতে প্রায় আট বৎসর লাগে। একের প্রতি অপরের যত কেন বিদ্বেষভাব থাকুক না, কালক্রমে সেই ভাব অবশ্যই অন্তর্হিত হয়, স্মরণীয় বাঁহারা বিচারের আরম্ভে হেষ্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই পরিশেষে তাঁহার সপক্ষ হইয়া উঠিলেন। বিচারের শেষে উনত্রিশ জন পিয়ার * রায় দেন, তন্মধ্যে ছয়জন মাত্র চেতম্ভিহ ও বেগম সংক্রান্ত অপরাধে হেষ্টিংসকে অগ্নিকাণ্ড করেন, কিন্তু অত্যাচার অভিযোগে প্রায় সকলেই তাঁহাকে নিদোষী বলিয়া অব্যাহতি দেন। হেষ্টিংস ১৮০৫ খ্রীঃ অব্দের ১৭ ই এপ্রেল মুক্তিলাভ করেন।

যৎকালে ইংলণ্ডে হেষ্টিংসের আচরণের দোষোদ্‌ঘোষণা হয়, যদি তিনি সেই সময়ে আত্মদোষ স্বীকার করিয়া পাঁচ লক্ষ টাকা জরিমানা দিতেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে অনেক মজল হইত। তিনি বিশুদ্ধচরিত বসিয়া বিখ্যাত না হউন, কিন্তু সর্বস্বান্ত হইতেন না। নির্দিষ্ট আছে, এই মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার সাত লক্ষ মাটি সহস্র টাকা ব্যয় হয়। হেষ্টিংস উকীলের বেতন প্রভৃতি ব্যয় ব্যয়ে যে সেই সমুদায় টাকা ব্যয় করিয়াছিলেন এমত নহে, তিনি আপনার পক্ষে অনুকূল কথা লেখাইবার জন্য সংবাদ পত্র সম্পাদকদিগকে

* লর্ড সভার মেম্বরদিগকে পিয়ার কহে।

প্রভূত অর্থ প্রদান করেন এবং তাঁহার অনুকূলে যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তক রচিত ও প্রকাশিত হয়, তাহাতেও তাঁহার প্রচুর অর্থ নিঃশেষিত হইয়াছিল। তাঁহার বিপক্ষ বর্ক ১৭৯০ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে কমন্স সভায় বলিয়াছিলেন, “মুদ্রায়ন্ত্রের মুখ বন্ধ করিবার জন্য হেক্টিংসের দুই লক্ষ টাকা নিঃশেষিত হইয়াছে।” আমরা তাঁহার এই বাক্যের সত্যাসত্যের বিষয় অসংশয়িত রূপে বলিতে পারি না, কিন্তু বাদী প্রতিবাদীর বিচার কার্য নিরবাহ করিবার উপযোগী যে সকল উপকরণ প্রচলিত আছে, ন্যায়ানুগত হেতু বিন্যাস অবধি অতি জুঘন্য পিতৃ মাতৃ উচ্চারণ পর্যন্ত সে সমস্তই প্রযুক্ত হইয়াছিল। ইহার যথার্থতা বিষয়ে কিঞ্চিৎ আত্মসংশয় নাই।

হেক্টিংস আত্মরক্ষা করিতে যাইয়া অমিত অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন বটে, তথাপি মিতব্যয়ী হইয়া চলিলে তাঁহার ক্রিষ্টিং সংস্থান থাকিত, কিন্তু মিতব্যয়িতা তাঁহার অন্তঃকরণে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই। গৃহ-কার্যে তাঁহার অগ্রপঞ্চাৎ বিবেচনা ছিল না। যে বৎসর পাল্লিয়ার্ড মেটে তাঁহার বিচার প্রারম্ভ হয়, সেই বৎসরেই তিনি চিরকালিকত ডেলুস ফোর্ড নামক স্থান উদ্ধার করেন ও পাল্লিয়ার্ড মেটে সভাহইতে নিষ্কৃতি পাইবার পূর্বে ঐ স্থানের সংস্কার, অট্টালিকা নির্মাণ ও পুষ্করিণী খনন ইত্যাদি কার্যে চারি লক্ষ টাকারও অধিক ব্যয় করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে তিনি অতিশয় দুরবস্থায় পড়িলেন। মোকদ্দমা উপলক্ষে তাঁহার যত টাকা ব্যয় হইয়াছিল, তাঁহার বন্ধুগণ তৎসমুদায় ও বার্ষিক পঞ্চাশ সহস্র টাকা তাঁহাকে রুতি দেওয়াইবার জন্য ডিরেক্টর সমাজে প্রস্তাব করেন। ডিরেক্টরেরা মনে মনে জানিতেন যে, কেবল আমাদের হিত সাধন করিতে যাইয়াই হেক্টিংস দুর্ভিক্ষপাকে পড়িয়াছেন। তাঁহার। তাঁহার বন্ধুবর্গের প্রস্তাবে অনুমোদন করিলেন, কিন্তু বোর্ড অব্ কন্ট্রোল সভার * মত-নিরপেক্ষ হইয়া

* ডিরেক্টর সভার কার্যপত্রাবলি ১৭৮৩ খ্রীঃ অব্দে এই সভার সৃষ্টি হয়। এই সভার অমুতে ডিরেক্টর সমাজের কোন কার্য করিবার ক্ষমতা ছিল না।

ঐ প্রস্তাব অনুযায়ী কার্য করা তাঁহাদের সাধ্য ছিল না, সুতরাং তাঁহা-দিগকে বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের মত জিজ্ঞাসা করিতে হইল। তৎকালে ডমডাম বোর্ড অব্ কন্ট্রোলের অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি হেক্টিংসের ঘোরতর বিপক্ষ; সুতরাং সম্মত হইলেন না। সে যাহা হউক, অনেক বাদানুবাদের পর পরিশেষে এই স্থির হইল, হেক্টিংস যাবজ্জীবনের জন্য বার্ষিক চল্লিশ সহস্র টাকা রুতি পাইবেন ও তাঁহার যে সমস্ত ঋণ অবিলম্বে পরিশোধ করা আবশ্যিক, তাহার নিমিত্ত তাঁহাকে দশ বৎসরের রুতি অগ্রিম দেওয়া হইবে। এতদ্বিত্ত কোম্পানি হেক্টিংসকে এই নিয়মে পাঁচ লক্ষ টাকা ধার দিলেন যে, তাঁহাকে উহার সুদ দিতে হইবে না, তিনি কিস্তিবন্দী করিয়া ঐ টাকা পরিশোধ করিবেন।

হেক্টিংস এই প্রকল্প যে প্রচুর আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলেন, বুঝিয়া চলিলে তিনি অনায়াসে উহা দ্বারা জীবনের অবশিষ্ট ভাগ স্বচ্ছন্দে যাপন করিতে পারিতেন, কিন্তু তিনি এরূপ অসাবধান ও অমিতব্যয়ী ছিলেন যে, তাহাতেও তাঁহার অপ্রতুল যুচিল না। তাঁহাকে শ্রাবণের কোম্পানির নিকটে সাহায্য প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। কোম্পানিও দানশৌণ্ডতা প্রদর্শন পূর্বক তাঁহার প্রার্থনা পূরণ করেন।

১৮১৩ খ্রীঃ অব্দে কোম্পানির চার্টার নবীকৃত হওয়াতে পাল্লিয়ার্ড মেটে সভায় ভারতবর্ষ সংক্রান্ত বিষয় লইয়া বিস্তর বাদানুবাদ হয়। হেক্টিংস সাঙ্ঘ্য দিবার জন্য কমন্স সভায় উপস্থিত হইতে আদিষ্ট হন। হেক্টিংস সাতাইস বৎসর পূর্বে আপনার মোকদ্দমার সময়ে এই সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন; তৎকালে তাঁহার প্রতি, সাধারণের যেরূপ বিদ্বেষ-বুদ্ধি জন্মে, বহুকাল অতীত হওয়াতে তাহা একবারেই তিরোহিত হইয়াছিল। সকলেই হেক্টিংসের কুক্রিয়া বিস্মৃত হইয়াছিলেন; কিন্তু তিনি যে স্বদেশের জীর্নজি সাধন করেন, তাহাই সকলের অন্তঃকরণে জাগরুক ছিল। কমন্স সভার সভ্যেরা সমাদর প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে বসিতে আসন প্রদান করিলেন ও তিনি উঠিয়া যাইবার সময় উঠিয়া দাঁড়াইলেন। লর্ড সত্য ও তাঁহার প্রতি

এরূপ সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে “এল ডি” এই উপাধি প্রদান করেন।

হেক্টিংস এই রূপে মান সম্মান লাভ করিবার কিছুকাল পরে ইংলণ্ডের অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন ও প্রীবি কোন্সিলে মেম্বর নিযুক্ত হন। ইংলণ্ডরাজ তাঁহার এতদূর গৌরব করিতেন যে, প্রকাশ্য রূপে বলিয়াছিলেন, হেক্টিংস আসিয়া খণ্ডে রুটিষ রাজ্য রক্ষা করিয়া ইংলণ্ডের মহতী জীরজি সাধন করিয়াছেন। প্রীবি কোন্সিলে মেম্বর নিযুক্ত করিয়া তাঁহার সমুচিত সম্মান করা হয় নাই, তিনি উহা অপেক্ষাও সম্মমকর পদের উপযুক্ত পাত্রণ ওয়ায়েন হেক্টিংস রাজ্য রক্ষাও প্রশংসাবাদ প্রবণে লর্ড উপাধি প্রাপ্তির প্রত্যাশা করিয়া ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই চিত্ততোষিণী আশা নিশার স্বপ্নের ন্যায় অবিলম্বে কোন অনির্দিষ্ট কারণে বিলীন হইয়া গেল।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, রক্ত বয়সে মানুষের জ্ঞান বৈলক্ষণ্য ও স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়, কিন্তু হেক্টিংসের বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হইতেছে না। তিনি দীর্ঘজীবী ছিলেন, বার্ষিক্য অবস্থায় তাঁহার স্বাস্থ্যের কোন প্রকার ব্যাঘাত হয় নাই এবং তাঁহার স্মৃতিশক্তি মেষযুক্ত জ্যোৎস্নার ন্যায় জ্ঞানজ্যোতিঃ মৃত্যুকাল পর্যন্ত নির্মল ছিল। তিনি ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দের আগষ্ট মাসে ছিয়াশী বৎসর বয়ঃক্রম কালে কলেবর পরিত্যাগ করেন।

হেক্টিংস একজন অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন। তিনি ইচ্ছা-ইচ্ছিয়া কোম্পানির একজন সামান্য কেরানি হইয়া প্রথমতঃ ভারতবর্ষে আইসেন, কিন্তু কার্যদক্ষতা গুণে পরিশেষে ভারতবর্ষের প্রথম গবর্নর জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার শাসন কাষের প্রারম্ভে শান্তিরক্ষা, কর সংগ্রহ, বিচার প্রভৃতি প্রায় সকল বিষয়েই মহাগৌল-যোগ ছিল। কিন্তু তিনি ক্রমে ক্রমে ঐ সকল বিষয়ের সুন্দর ব্যবস্থা করেন। তিনি অতিশয় বিজ্ঞানুগামী ছিলেন। ভারতবর্ষের পূর্বকালীন আচার, ব্যবহার, ভাষা, শাস্ত্র ইত্যাদি বিষয়ের অনুসন্ধানের অভি-প্রায়ে তিনিই এশিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা স্থাপন করেন এবং

উহার প্রথম অধিপতি হইলেন। তিনি এরূপ অসাধারণ বুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন যে, সকল বিষয়ের মর্য্যাবধারণ ও আবশ্যক হইলে তুনা-য়্যাসে নানাপ্রকার উপায় উদ্ভাবন করিতে পারিতেন। কিন্তু তাঁহার গুণের বর্ণনাবসরে তদীয় দোষের অপভ্রব করা সম্ভব রচয়িতার কর্তব্য নহে। তিনি ধর্ম্মভয়শূন্য ও নিতান্ত স্বার্থপর ছিলেন। তিনি নিজের ও নিয়োগকর্তাদিগের স্বার্থ স্বাধনার্থ ধর্ম্মের বিরোধে সকল কার্যই করিতে পারিতেন। ফলতঃ দয়া, ন্যায়পরতা প্রভৃতি যে সকল গুণ মানুষের ভূষণ স্বরূপ, তিনি দুর্দৃষ্টক্রমে সে সীমুদায় গুণে বঞ্চিত ছিলেন। তন্নিবন্ধন পশ্চিমাঞ্চলে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করিয়া তিনি আপনায় নাম সুদুস্তর কলঙ্কসাগরে নিমজ্জিত করিয়া গিয়াছেন।

লর্ড ক্যানিং ।

ক্যানিং ১৮১২ খ্রীঃ অব্দের ১৪ ই ডিসেম্বর লণ্ডন নগরের নিকটে গ্লস্টার লজ্ নামক উদ্ভানভবনে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম জর্জ ক্যানিং। তিনি রাজমন্ত্রী ছিলেন। ক্যানিং প্রথমতঃ টেমস্ নদীর তীরবর্তী পুটিন স্থলে প্রতিষ্ঠিত হইয়া লেখা পড়া শিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার সহাধ্যায়ীরা অনেক বিষয়ে তাঁহাকে যোগ্য বলিয়া জ্ঞান করিতেন। ক্যানিং বাল্যকালে অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন অথবা অনেক লোকের সমাদরভাজন ছিলেন না বটে, কিন্তু তাঁহার আকৃতি দেখিলে সকলে মনে করিতেন যে, এই বালকটিতে পদার্থ আছে। ক্যানিং পুটিনস্থলে পাঠ সমাপন করিয়া রেবেরেও জন শোলের প্রতিষ্ঠিত স্থলে কিছুকাল অধ্যয়ন করেন। তৎপরে ইটন-কালেজে প্রবিষ্ট হন। এই কালেজে পড়িবার সময়ে বিজ্ঞাবিষয়ে তাঁহার অনেক উন্নতি হইয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহার পিতার পরলোক

প্রাপ্তি, তদন্তর তাঁহার মাতার ভাইকাউন্টস * উপাধি দ্বারা সম্ভ্রম রুদ্ধ এবং দেব দুর্বিপাক বশতঃ জ্যেষ্ঠ সহোদরের অপমৃত্যু এই সকল কারণে তাঁহার নিজের পক্ষে কর্তব্য কি, তদ্বিষয়ে তাঁহার চৈতন্যোদয় হয় এবং তিনি সমধিক যত্ন ও মনোযোগ সহকারে বিজ্ঞাত্যাদি বিষয়ে প্রবৃত্ত হন।

ক্যানিঙ, জ্যেষ্ঠসহোদর লোকান্তরিত হওয়ার পৈতৃক ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইলেন এবং ভবিষ্যতে রাজকার্যে তাঁহার প্রচুর সম্মান লাভের পথও পরিষ্কৃত হইয়া আসিল। ক্যানিঙ ইটনকালেজ পরিত্যাগ করিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন ও মনোযোগ সহকারে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষা অধ্যয়ন করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ক্রমে পিতৃগৌরব রক্ষা করিয়া চলিবেন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন কালে এই বিষয়টি তাঁহার অন্তঃকরণে নিরন্তর জাগরুক ছিল। ক্যানিঙ স্বভাবতঃ মিতভাষী ছিলেন, তিনি কতিপয় বন্ধু ব্যতিরেকে প্রায় কাহারও সহিত আলাপ করিতেন না। তিনি ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় অধঃ অক্ষশাস্ত্রে “ডিগ্রী” অর্থাৎ উপাধি প্রাপ্ত হন। এই সময়ে তাঁহার বয়ঃক্রম ২১ বৎসর হইয়াছিল। ক্যানিঙ ১৮৩৫ খ্রীঃ অব্দে বিবাহ করেন। তাঁহার সহধর্মিণী শান্তপ্রকৃতি ও রূপবতী ছিলেন এবং তাঁহার অনেক অসাধারণ গুণও ছিল। ক্যানিঙ বিবাহ করিবার এক বৎসর পরে ওয়ারউইক নামক স্থানের প্রতিনিধি হইয়া প্যারিস-কনফারেন্সের কমন্স সভায় প্রবেশ করেন। ইহার কিছুদিন পরে তাঁহার মাতার পরলোক প্রাপ্তি হওয়াতে তিনি লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হন ও লর্ড সভায় আসন পরিগ্রহ করেন। ক্যানিঙ স্বভাবতঃ মিতভাষী ছিলেন, তিনি প্যারিস-কনফারেন্স সভায় প্রায় মৌনভাবেই থাকিতেন এবং শান্তভাবে ও বিনা আড়ম্বরে আপনার কর্তব্য সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রায় বিংশতি বৎসর পর্যন্ত লর্ড

* ইংলণ্ডে যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি “লর্ড” এই নামে অভিহিত হইয়া থাকেন, তাঁহাদের সন্মানার্থে বিধি-সম্মতরূপে লিখিত ভারতীয় আছে, যথা, ব্যারন, কাউন্ট, আর্চবিশপ, মারকুইস ও ডিউক।

সভায় ছিলেন। তৎপরে ডিরেক্টরেরা তাঁহাকে ভারতবর্ষের গবর্নর-জেনেরলের পদে মনোনীত করেন।

বহুকাল অবধি ডিরেক্টরগণের এই একটা রীতি ছিল যে, তাঁহারা কোন ব্যক্তিকে গবর্নর জেনেরল নিযুক্ত করিয়া ভারতবর্ষে পাঠাইবার সময়ে তাঁহারে ভোজ প্রদান করিতেন। তদনুসারে ক্যানিঙও নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। তিনি বিদায় লইবার সময়ে একটা বক্তৃতা করেন। উত্তর কালে যে সকল ঘটনা হয়, সে সকলের সহিত ঐক্য করিয়া দেখিলে ঐ বক্তৃতাটিকে এক প্রকার ভবিষ্যদ্বাণী বলিলেও অত্যাুক্তি হয় না। তৎকালে তাঁহার বক্তৃতার ভাবার্থ লোকে বিশেষ মনোযোগ পূর্বক গ্রহণ করেন, নাই বটে; কিন্তু তাঁহার অধিকার কালে ভারতবর্ষে যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, সেগুলি মনে পড়িলে তাঁহার সেই বক্তৃতাটী এক্ষণে মহামূল্য বলিয়া বোধ হয়। এতলে আমরা ঐ বক্তৃতার সারাংশ সঙ্কলন করিয়া দিতেছি।

“কার্য্য গতিকে কি ঘটয়া উঠে, আমি তাহা জানি না। জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা এই, যেন আমাদের কাহারও সহিত যুদ্ধ করিতে না হয়। ক্রমশঃ শাসনকার্য্য নির্বাহ করা আমার বাঞ্ছনীয়, কিন্তু ইহাও বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে, আমরা ভারতবর্ষে যে অধিরাজ্য বিস্তার করিয়াছি, উহার শাসন কার্য্য নিরূপিত হইতে ও শনিক্রমে সম্পন্ন হইবার পক্ষে বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিতে পারে। বোধ হয়, পৃথিবীর অত্র কোন ভাগে সেরূপ ব্যাঘাতের তাদৃশ সম্ভাবনা নাই। আমাদের অন্তঃকরণে নিরন্তর ইহা জাগরুক রহিয়াছে যে, ভারতের আকাশ নিরস্ত্র শান্ত বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও উহার এক কোণে এক খণ্ড মেঘের উদয় বিচিহ্ন নহে এবং সেই মেঘ খণ্ড প্রথমতঃ বিস্তৃতি প্রমাণ হইলেও পরিশেষে ভীষণ আকার ধারণ ও সমুদায় গগণমণ্ডল আচ্ছাদন পূর্বক, এরূপ প্রবল ঝটিকা উপস্থিত করিতে পারে যে, তাহাতে আমাদের সন্দেহনাশ হইবার সম্ভাবনা। যাহা একবার ঘটিয়াছে, তাহা পুনরায় ঘটিতে পারে। উদ্বেগের কারণে সকল এক্ষণে মন্দীভূত হইয়াছে বটে, কিন্তু সে সকল একবারে দূরীকৃত হয় নাই। যে বাহা-

হেউক, এ সমস্ত আশঙ্কা স্বাধীন হওয়াও অসম্ভব নহে। অতএব এক্ষণে সামান্য চিন্তা বিসর্জন দেওয়াই প্রয়োজন। এই বিবেচনায় আমি প্রত্যাশা করিতেছি যে, ভারতবর্ষে যাইয়া অসম্পাদিতের সাহায্য দ্বারা অশেষবিধ লোক-হিতকর সদুপায়ে কালক্ষেপ করিতে পারিব।”

লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ২৯ এ ফেব্রুয়ারি কলিকাতায় উপনীত হন ও গবর্ণমেন্ট হাউসে যাইয়া ঐ দিবসেই যথারীতি শপথ পূর্বক রাজকার্য্য গ্রহণ করেন এবং ইংলণ্ডে এইরূপ পত্র লিখেন, “এখানে এত শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য সম্পন্ন হয় যে, আমি এখানকার ভূমিস্পর্শ করিবার পরে পাঁচ মিনিটের মধ্যে শপথ করিয়া পদাভিষিক্ত হইয়াছি।”

লর্ড ক্যানিং এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় কিছুই জানিতেন না, কিন্তু এদেশে আসিয়াই তাঁহাকে ভ্রমবর্গ্যাহ কার্য্যসম্বন্ধে পতিত হইতে হইল। একপাশে অনেক জটিল বিষয় তাঁহার বিবেচনায় অর্পিত হইতে লাগিল যে, অপ্রমত্ত অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের পক্ষেও সে সকলের মীমাংসা করা সহজ নহে। লর্ড ক্যানিং ধীর-প্রকৃতি ছিলেন, সহস্র কোন প্রকার মীমাংসা না করিয়া সম্মুখে উপস্থাপিত বিষয়গুলি প্রথমতঃ সুন্দররূপে বুঝিতে লাগিলেন।

তৎকালে কৌশিল্য সভা গ্ৰাণ্ট, পিকক, লো এবং ডোরিন এই চারি জন মৈত্রের সংগঠিত ছিল। মেম্বরেরা সকলেই উপযুক্ত ও অভিজ্ঞ ছিলেন। ক্যানিং কার্য্যভারে আক্রান্ত হইয়াও তাঁহাদের সাহায্যে হতোৎসাহ বা বিরক্ত হইলেন না, প্রকৃতিতে সমুদায় কার্য্য পর্যালোচনা করিতে লাগিলেন। ভারতবর্ষে কোন গোলযোগ ছিল না। বাহিরে বোধ হইতে লাগিল, যেন ডেলহৌসী সর্বত্র শান্তি স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। যে অযোধ্যায় কিছুকাল পূর্বে রাজবিপ্লব ঘটে, তথায়ও শান্তি এবং সন্তোষের সংলক্ষণ লক্ষিত হইতে লাগিল। কিন্তু তথাকার সুবিচক্ষণ কুমিস্যার আউট-রাক অস্বস্ত্যবশতঃ ইংলণ্ডে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে, তথায় এক জন হুতন কমিশ্যনর নিযুক্ত করা আবশ্যক

হইল। লর্ড ক্যানিং জ্যাক্সন নামক উত্তর পশ্চিম প্রদেশের এক জন ব্যবহারিক কর্মচারীকে কমিশ্যনর নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলেন। জ্যাক্সনের অধীনেই জন কর্মচারী ছিলেন। একের নাম গোবিন্দ ও অশ্বের নাম ওমানি। গোবিন্দ উদ্ধত-প্রকৃতি ছিলেন। তিনি হুতন কমিশ্যনরের সহিত এরূপ ব্যবহার আরম্ভ করিলেন যে, উপরিহু কর্মচারীর প্রতি সেরূপ করা কোন মতে কর্তব্য নহে, স্তব্রাং অঙ্গ-কাল মধ্যে তাঁহারা পরস্পর বিবাদ আরম্ভ করিলেন। ঐ বিবাদের সংবাদ ক্রমে লর্ড ক্যানিংয়ের গোচর হইল। তিনি উহাদিগকে শাস্ত করিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু রূতকার্য্য হইতে পারিলেন না। এমত সময়ে অযোধ্যায় ভূতপূর্ব অধীশ্বর ওয়াজিদ আলি শাহ লক্ষ্যোদ্ধিত ইংরাজ কর্মচারীগণের নানা প্রকার অত্যাচার উল্লেখ করিয়া গবর্ণরজেনারেলের নিকটে একখানি অভিযোগপত্র পাঠাইলেন।

ওয়াজিদ আলি শাহ রাজ্যচ্যুত হইয়া অবধি সঙ্কপ্ত করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডে যাইবেন ও মহারাণীর নিকটে আপীল করিয়া নফরাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিবেন। কিন্তু তাঁহার তায় অধ্যবসায়হীন, অলস প্রকৃতি ও ভোগাভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে ইংলণ্ড অথবা অন্য কোন্দেশবর্তী স্থানে গমন করা সহজ ব্যাপার নহে। ইহা একপ্রকার অবধারিতই ছিল যে, নবাব পথিমধ্যে কোন স্থানে উত্তীর্ণ হইয়া ইংলণ্ড গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিবেন। কার্য্যে তাহাই ঘটিল। নবাব ইংলণ্ড গমনের সমুদায় আয়োজন করিতে লাগিলেন, এমত সময়ে শুনিলেন, মন্ত্রী আলিনিকি খা কলিকাতা হইতে ফিরিয়া আসিতেছেন। আলিনিকি খা সূচতর ও বুদ্ধিমান ছিলেন। পাছে তিনি রাজ্য মধ্যে কোন প্রকার গোলযোগ করেন, এই আশঙ্কায় লর্ড ডেলহৌসী অযোধ্যায় রিটব রাজ্যে যোজিত করিবার সময়ে তাঁহাকে কলিকাতায় আনিয়া ছিলেন। নবাব এক্ষণে মন্ত্রী আসিতেছেন শুনিয়া হর্ষিত হইলেন ও তাঁহার আগমন, প্রতীক্ষায় রাজত্ব হইতে বর্হগত হইয়া নবাবের অনতিদূরে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। কতিপয় দিবস পরে মন্ত্রী গিয়া উপনীত হইলেন। নবাবও অরিলম্বে মন্ত্রিসহ সপরিবারে কলি-

কাত্যায় যাত্রা করিলেন। তৎকালে ঝাপাটীর মোহানা শুষ্ক হইয়াছিল, সুতরাং নবাবকে সুন্দরবন দিয়া হইয়া আসিতে হয়। ইহাতে সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিংও বলিয়াছিলেন, নবাব জলপথের কষ্ট দেখিয়া ইংলণ্ড গমনে নিরুৎসাহ হইবেন। লর্ড ক্যানিংও যাহা বলিয়াছিলেন, বাস্তবিকও তাহাই ঘটিল। নবাব কলিকাতায় পৌঁছিয়া ইংলণ্ড গমনের বাসনা পরিত্যাগ করিলেন। কিছু ইহাতে তাঁহার ইংলণ্ডে আপীল করিবার পক্ষে কোন ব্যাঘাত হইল না। নবাবের মাতা, ভ্রাতা ও পুত্র গোপনে ইক্টিমার কোম্পানির সহিত পরামর্শ করিয়া রাত্রিযোগে ইক্টিমারে আরোহণ করিলেন। গবর্নর জেনারেল ইহার কিছুই জানিতেন না, তিনি পরদিবস শুনিয়া অতিশয় চমকিত হইলেন ও ইংলণ্ডে ডিরেক্টরদিগকে পত্র লিখিলেন, নবাবের পরিবারেরা ইংলণ্ডে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহার ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপনাদিগকে বিরক্ত করিবেন কটে, কিন্তু আপনারা যেন তাঁহাদের প্রতি সদয় ব্যবহার করেন। নবাবের পরিবারেরা ইংলণ্ডে পৌঁছিয়া আপীল করিলেন, কিন্তু রুতকার্য হইতে পারিলেন না। লাভের মধ্যে অনর্থক প্রচুর অর্থ ব্যয় হইল; নবাবের মাতা পরলোক গমন করিলেন এবং পুত্র পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন।

ইত্যবসরে অযোধ্যার ভূতপূর্ব অধীশ্বর ওরাজিদ আলি খাঁ গবর্নর জেনারেলের নিকটে পুত্রের এই বলিয়া অভিযোগ করিলেন যে, লক্ষ্যকৃত ইংরাজ কর্মচারীরা আমার রাজত্বন অশাশ্বত করিয়াছেন; অন্তঃপুরিকাগণকে ভবন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছেন, দ্বার ভাঙ্গিয়া প্রবেশ পূর্বক আমার ধনাগার লুণ্ঠন করিয়াছেন; আমার পরিবারের সম্পত্তি বিক্রয়ার্থ লীলামে পাঠাইয়াছেন ও আমার সন্তানগণকে ব্যক্তিগণের স্বাধীনতা করিয়াছেন। লর্ড ক্যানিং যদিও নবাবের এই সকল অভিযোগ সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিলেন না, তথাপি তিনি কমিশনার জ্যাক্সনকে এই সকল অনুসন্ধান করিয়া অবিলম্বে রিপোর্ট করিতে আদেশ করিলেন। জ্যাক্সন নিম্নস্থ কর্মচারী গোবিন্দসিংহ বিবাদে এরূপ ব্যস্ত ছিলেন যে, তিনি স্পষ্টরূপে এই গুরুতর বিষয়ের কোন

উত্তরই লিখিলেন না। ইহাতে গবর্নর জেনারেল বিরক্ত হইয়া ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই অক্টোবরে কমিশনারকে লিখেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, আপনি স্পষ্টরূপে আমার পত্রের উত্তরদানে উপেক্ষা করিতেছেন। কর্মচারীরা জেলগোরাখানা ভাঙ্গিয়াছেন, ছতর মঞ্জিল অশাশ্বত করিয়াছেন, ইত্যাদি অত্যাচারের উল্লেখ করিয়া নবাব যে অভিযোগ করেন, উহার সত্যাসত্যের বিষয় আমি এপর্যন্ত অবগত হইতে পারিলাম না। নবাবের প্রতি যদি কোন অত্যাচার হইয়া থাকে, আপনার আপোচরে হইয়াছে, আমার এরূপ সোধ হয় না। অথবা নবাবের অভিযোগ মিথ্যা, তাঁহার প্রতি কোন অত্যাচার হয় নাই, এই বিবেচনা করিয়া যদি আপনি স্পষ্ট উত্তরদানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন, তাহাও আমাকে লিখিলেন। নতুবা নবাবের অভিযোগপত্র দলীল স্বরূপ হইবে। কমিশনার, গোবিন্দসিংহ এবং ওমানিকে লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, তিনি গবর্নর জেনারেলের দ্বিতীয় পত্র পাইয়াও কোন সহ-ত্তর দিলেন না। ইহাতে লর্ড ক্যানিং অতিশয় বিরক্ত হইয়া বিবেচনা করিলেন, আমি জ্যাক্সনকে অযোধ্যার কমিশনার নিযুক্ত করিয়া উত্তম কার্য করি নাই।

লর্ড ক্যানিং এফগে ভাবিতে লাগিলেন, অল্প কোন্ ব্যক্তিকে অযোধ্যার কমিশনার নিযুক্ত করা যায়, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, আউটরাম স্বপুশরীর হইয়াছেন। তিনি সত্তর ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিবেন ও অযোধ্যার কার্য গ্রহণ করিবেন। এই সংবাদে গবর্নর জেনারেল অত্যন্ত হর্ষিত হইলেন।

লর্ড ক্যানিং এদেশে আসিবার পরেই পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা হয়। ইংলণ্ডীয় গবর্নমেন্টের বহুকাল অবধি এইরূপ সংস্কার আছে, আফগান রাজ্যের অন্তঃপাতী হিরাত নগর * স্বাধীন থাকিলে ভারত রাজ্যের কোন অনিষ্ট ঘটিবার আশঙ্কা থাকে না। কিন্তু পারস্যরাজ সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, স্বযোগ পাইলেই হিরাত

* এই নগর উত্তরআসিয়া হইতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিবার দ্বার স্বরূপ।

নগর অধিকার-ভুক্ত করিবেন। হিরাতরাজ শাকামরাণের মৃত্যুর পরে রাজকাৰ্য্যে নানা গোলযোগ ঘটে, পারস্যরাজ সেই সুযোগে একবার হিরাতে সৈন্য পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু পরাক্রান্ত ইংলণ্ডীয় গবর্ণ-মেন্ট অন্তরায় হওয়াতে তাঁহাকে তৎকালে হিরাত হইতে সেনা-দিগকে প্রত্যাহরণ করিতে হয়। তৎপরে পারস্যরাজ ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে পুনরায় হিরাতে সেনা প্রেরণ করেন। হিরাতের তদানীন্তন রাজা ইসফ খাঁ অতিশয় হীনপ্রতাপ ছিলেন, তিনি আত্ম-রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া হিরাতের দুর্গ পারস্য সেনাপতিকে সমর্পণ করিতে বাধ্য হন।

লর্ড ক্যানিংয়ের অন্তঃকরণে মধ্য আসিয়ার রাজনীতি সম্বন্ধে অতি-শয় বিরক্তি জন্মিয়াছিল। তিনি অতীত আফগান যুদ্ধের ভয়-ঙ্কর পরিণাম * দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। অতএব যাহাতে পারস্য-রাজের সহিত যুদ্ধ না ঘটে ও হিরাতে সৈন্য পাঠাইতে না হয়; তাহারই চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা তাঁহার অতিপ্রায়ে অমুমোদন করিলেন না, তাঁহার পারস্যরাজের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দিলেন; সুতরাং অতিপ্রায় না থাকিলেও লর্ড ক্যানিংকে যুদ্ধের আয়োজন করিতে হইল। তিনি বোম্বাই হইতে পারস্য সাগরে সেনা পাঠাইতে আদেশ দিলেন ও জেনরল ফকারকে সেনাপতি পদে নিযুক্ত করিলেন।

যৎকালে ভারতবর্ষে পারস্য যুদ্ধের এই সকল বন্দোবস্ত হয়, ঐ সময়ে ইংলণ্ডে আউটরামকে পারস্য যুদ্ধে সেনাপতি করিয়া পাঠাই-বার কথা চলিতেছিল। ২৬ এ অক্টোবর আউটরাম ইংলণ্ড হইতে ক্যানিংকে লিখেন, “আমি এক্ষণে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করি-

১৮৩৯ খ্রীঃ অব্দে আফগান রাজ্যের অধীশ্বর দোস্ত মহম্মদ খাঁর সহিত ইংরাজদের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে আমীর পরাজিত ও বন্দীকৃত হইলেন। তৎপরে আফগানিস্তানে যে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘটে, তাহাতে ইংরাজদের অসংখ্য সৈন্য লিঙ্গ প্রাপ্ত হয়, তাঁহাদের অসুগত রাজা সাত্তাজা নিহত হইলেন ও তাঁহার দোস্ত মহম্মদ খাঁকে কাবুলের সিংহাসনে স্থাপিত করিয়া আইসেন।

য়াছি, ২০ এ ডিসেম্বর পুনরায় ভারতবর্ষে যাত্রা করিব। পারস্য যুদ্ধে সেনাপতির কার্য্য গ্রহণ করা আমার অভিলষণীয়। আমি নিযুক্ত সমাজের (বোর্ড অব কন্ট্রোল) অধ্যক্ষের নিকটে ঐ কার্য্য গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিয়াছি। আপনি আমাকে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠাইলে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট কোন আপত্তি করিবেন না। অনুমান হয়, অযোধ্যায় কোন গোলযোগ নাই, তথাকার কার্য্য গ্রহণ না করিলে কোন ক্ষতি হইবেক না। আপনি আমার এই পত্রের উত্তর এডেন নগরে * পাঠাইবেন। আমি তথা হইতে বোম্বাই যাত্রা করিব।

লর্ড ক্যানিং ২রা ডিসেম্বর ঐ পত্র প্রাপ্ত হন ও ৮ই আউট-রামকে এই উত্তর লিখেন, “আমি আপনার আরোগ্য সংবাদে অতিশয় আনন্দিত হইলাম। আমার এক্ষণে ইচ্ছা নহে যে, আপনি পারস্য যুদ্ধে সেনাপতি হইয়া যান। পারস্যরাজের সহিত বিশেষ যুদ্ধ ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই। অতএব পারস্য যুদ্ধে আড়ম্বর করিবার অথবা আপনার স্থায় কোন প্রধান রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তির সেনাপতি হইয়া যাইবার আবশ্য-কতাও নাই। অতএব আপনি আসিয়া পূর্বপদ গ্রহণ করুন। অযোধ্যা সম্পূর্ণ উপশান্ত রহিয়াছে ও তথাকার রাজকাৰ্য্য সুন্দররূপে সম্পন্ন হইতেছে, তথাপি আপনাকে তথাকার কার্য্যভার গ্রহণ করিতে দেখিলে আমি অতিশয় সন্তুষ্ট হইব।” প্রকৃত বিষয় এই, তৎকালে অযোধ্যায় ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হওয়াতে তথাকার শাসনকাৰ্য্যে একপ বিশৃঙ্খলা ঘটে যে, প্রধান কমিস্যনার জাক্সনকে অযোধ্যা হইতে ক্ষান্তকৃত না করিলে তথাকার শাসনকাৰ্য্য শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। লর্ড ক্যানিংয়ের এই অভিপ্রায় ছিল, আউট-রাম আসিয়া কার্য্য গ্রহণ করিলে জাক্সন সহজেই দূরীকৃত হইবেন, তিনি যে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে দূর করিয়া দিলেন, তাহা অপ্রকাশিত থাকিবে এবং অযোধ্যায় গোলযোগও শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু

* এই নগর আরবের নৈঋত কোণবর্তী। ভারতবর্ষ হইতে জাক্সনকে ইংলণ্ডে যে সংবাদাদি যায়, তাহা এই নগর দিয়া যাইয়া থাকে।

তিনি ১লা জানুয়ারি ইংলণ্ড হইতে পত্র পাইলেন যে, ইংলণ্ডের রাউটারকে পারস্য যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহার এই অভিপ্রায় বিফল হইয়া গেল। রাউটার পারস্য যুদ্ধে যাত্রা করিলেন।

পারস্য যুদ্ধের আয়োজন অবধি কারুলের আমীর দৌস্ত মহম্মদ খাঁ ইরাজদের সহিত সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে ছিলেন। তাঁহার সহিত সন্ধি করা উচিত কিনা, এই বিষয় লইয়া রুটিশ কর্মচারিগণের মত ভেদ হয়। কেহ বলিলেন, দৌস্ত মহম্মদ খাঁ পঞ্জাব যুদ্ধের সময়ে সৈন্যে যাইয়া শিখদের সহিত মিলিত হন, এক্ষণে আবার আমাদের সহিত সন্ধি করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি অব্যবস্থিত চিত্ত, অস্থির করিব বলিয়া প্রতিশ্রুত হইবেন, কল্যাণ তাহার বিপরীত করিয়া বসিবেন। কেহ কহিলেন, দৌস্ত মহম্মদের সহিত সন্ধি করিলে হানি নাই। ইত্যবসরে পেশোয়ারের কমিশনার এডওয়ার্ড সাহেব প্রস্তাব করেন, দৌস্ত মহম্মদ খাঁকে আহ্বান করিয়া উভয় রাজ্যের প্রান্তভাগে আনয়ন করা যাউক, এক জন দূত তথায় যাইয়া তাঁহার সহিত সন্ধির কথা বার্তা প্তির কখন। লর্ড ক্যানিংও তাঁহার এই প্রস্তাব অনুমোদন করাত্তে দৌস্ত মহম্মদ পেশোয়ারে আহত হইলেন। পঞ্জাবের কমিশনার সর্জন লরেন্স, এডওয়ার্ডকে লিখিলেন, আপনি দৌস্ত মহম্মদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যথা কর্তব্য স্থির করিবেন। এডওয়ার্ড পত্রের উত্তরে এই কথা লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি একাকী যাইব না, আপনাকেও যাইতে হইবেক। অনন্তর তাঁহার উভয়ে মিলিয়া সৈন্যে রক্ত আমীরের সহিত সন্ধি করিতে চলিলেন।

এদিকে দৌস্ত মহম্মদ খাঁ আহ্বান পত্র প্রাপ্ত হইবার পরে দুই পুত্র, কতিপয় মন্ত্রী ও কতকগুলি সৈন্য সমভিব্যাহারে রাজ্যের পূর্ব ভাগে যাত্রা করিলেন। রুটিশ কমিশনারের ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১লা জানুয়ারি তাঁহার সহিত খাইবার উপত্যকার সাক্ষাৎ করেন। প্রথম সাক্ষাৎ দিবসে কার্যের কথা কিছুই হইল না, পরস্পর পরস্পরের প্রতি যথারীতি শিষ্টাচার করিলেন।

চার করিলেন। ইহার দুই দিবস পরে আমীর পেশোয়ারের নিকটে রুটিশ কমিশনারদিগের সহিত সাক্ষাৎ করেন। কমিশনারেরা তাঁহার সম্মানার্থে সুপুসহজেরও অধিক রুটিশ সৈন্য অর্ধ ক্রোশ পর্যন্ত দাঁড় করাইয়া দেন। এই দিবসেও কার্যের কোন কথা উদ্ভূত হইল না, আমীর জমরুদ নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশিত করিয়াছিলেন, রুটিশ কমিশনারেরা ৫ই জানুয়ারি আমীরের শিবিরে গিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। এই দিবস কার্যের কথাও উদ্ভূত হয়। আমীর প্রথমতঃ হিরাতের বিষয় লইয়া কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। তাঁহার পুত্রেরা পশ্চাতে ও মন্ত্রীরা সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমীর, পারস্য-রাজকে পরাস্ত করিয়া হিরাত অধিকার করিবার জন্য অতিশয় আগ্রহ-বান ছিলেন, যুক্তকণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, আমি হিরাত অধিকার করিবার একান্ত বাসনা করিয়াছি। যদি জগদীশ্বর আমার প্রতি প্রসন্ন হন ও যদি রুটিশ গবর্ণমেন্ট আমার সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি হিরাতের দুর্গ উড়াইয়া দিব ও হিরাত অধিকার করিব।

যৎকালে আমীর, পেশোয়ারে রুটিশ কমিশনারদিগের সহিত এইরূপ কথোপকথন করিতেছিলেন, ঐ সময়ে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংও কলিকাতার গবর্ণমেন্ট হাউসে বসিয়া তারপথে জন্ লরেন্সের নিকটে এই বার্তা প্রেরণ করিলেন, যত শীঘ্র সম্ভব, আমি পাঁচ সহস্র সৈন্য পারস্য সাগরে পাঠাইব। যদি পারস্যরাজ সন্ধি করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তবে তাঁহার সহিত অগ্রাণু নিয়মের মধ্যে এই দুইটি নিয়মও নির্দ্ধারিত করিতে হইবে যে, তিনি হিরাত হইতে সৈন্য উঠাইয়া লইবেন ও তাঁহাকে প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, কমিশনার কালে আর আফগানিস্তানের কার্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারিবেন না। সূচতুর লরেন্স আমীরের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ দিবসাবধি এই সংকল্প করিয়া ছিলেন, অতএব রুটিশ গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করা হইবেক না, প্রথমতঃ আমীরের মনোগত ভাব জানিতে হইবেক। এই নিমিত্ত তিনি পারস্যরাজের সহিত সন্ধির কথা গোপনে রাখিয়া আমীরকে কহিলেন, সংবাদ পাইলাম, আমাদের পাঁচ হাজার সৈন্য পারস্য

দেখিবার জন্ম কাবুলে রটিষ কর্মচারী রাখা আবশ্যক হইতেছে। অনন্তর অনেক তর্ক বিতর্কের পর এই স্থির হইল যে, রটিষ কর্মচারীরা কাবুলের যে কোন স্থানে থাকিতে পারিবেন, ইহা সন্ধিপত্রে লিখিতে হইবেক, কিন্তু কার্যতঃ তাঁহারা কান্দাহার অতিক্রম করিতে পারিবেন না।

১২৬ জামুয়ারি সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত ও প্রচারিত হয়। লর্ড ক্যানিংও কলিকাতা হইতে টালিগ্রাফ যোগে লরেন্সকে বলিয়া পাঠাইলেন, আপনি আমীরকে কহিবেন, আমি তাঁহার সদ্যবহারে অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়াছি। জগদীশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, যেন তিনি দীর্ঘায়ু হন ও সুস্থশরীরে রাজত্ব করিতে থাকেন। আমার বাসনা ছিল যে, ঘাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি, কিন্তু কার্যগতিকে করিতে পারিলাম না, ইহাতে অতিশয় দুঃখিত হইতেছি। রুদ্ধ আমীর, লর্ড ক্যানিংয়ের এই সকল মধুমাত্রা কথা শুনিয়া আনন্দের পরাকর্ষ প্রাপ্ত হইলেন। আফগানে তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। তখন তিনি হর্ষেৎফুল্ল লোচনে কহিলেন, লর্ড ক্যানিংয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে বড় মন্তব্যের বিষয় হইত, কিন্তু আমি এরূপ প্রত্যাশা করিতে পারি না যে, তিনি এতদূর পর্যটন করিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ভূতপূর্ব গবর্ণর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ডের সহিত আমার আলাপ পরিচয় ছিল ও আমি লর্ড এলেনবরাকেও জানিতাম। তাঁহারা আমার প্রতি যে সদ্যবহার করিয়াছিলেন, আমি তাহা কস্মিন্ কালে বিস্মৃত হইতে পারিব না। দোস্ত মহম্মদ খাঁ উপসংহার কালে কহিলেন, আমি এক্ষণে রটিষ গবর্ণমেন্টের সহিত মিত্রতাসূত্রে বন্ধ হইলাম। বর্তমান শরীরে প্রাণসঞ্চার থাকিবে, সন্ধি প্রতিপালন করিব। এইরূপে সন্ধিশেষ হওয়াতে দোস্ত মহম্মদ খাঁ বিদায় লইয়া স্বীয় রাজধানী প্রত্যগমন করিলেন এবং রটিষ কমিশনারেরাও স্ব স্ব কর্মস্থানে ফিরিয়া গেলেন।

ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, কমিশনার জ্যাক্সনের কার্যদৌষে অযোধ্যায় অত্যন্ত বিশৃঙ্খলা ঘটে। লর্ড ক্যানিং আউটরামকে

অযোধ্যায় কমিশনারের পদে পুনঃ স্থাপিত করিয়া জ্যাক্সনকে তথা হইতে দূরীকৃত করিবার সহজ উপায় উদ্ভাবন করেন। কিন্তু ইংলণ্ডে শ্রী আউটরামকে পারশ্বযুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত করিতে তাঁহার সে অভিপ্রায় ব্যর্থ হইয়া যায়। লর্ড ক্যানিং তদবধি চিন্তা করিতে ছিলেন, জ্যাক্সনকে অযোধ্যা হইতে স্থানান্তরিত করিতেই হইবেক। কিন্তু অন্ত কোন ব্যক্তিকে তাঁহার পদে নিযুক্ত করা যায়, এমত সময়ে রাজপুতনার এজেন্ট হেনরি লরেন্স লিখিলেন, আমি অস্বস্থ হইয়াছি, আমার প্রার্থনা এই যে, কিছু দিনের জন্ম অবসর লইয়া দেশে ফিরিয়া যাই। কোম্পানির সাংপ্রামিক কর্মচারিগণের মধ্যে লরেন্স অতি যোগ্য পুরুষ ছিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জ প্রথম পঞ্জাব যুদ্ধের পর ইহাকে লাহোর দরবারে রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। অনন্তর পঞ্জাব রাজ্য কুটিব অধিকারভুক্ত হইলে তথায় যে রাজ্যশাসন বিষয়িণী সভা স্থাপিত হয়, লরেন্স তাহার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। তাঁহার হস্তে রাজস্ব সংক্রান্ত কার্যের বন্দোবস্ত করিবার ভার অর্পিত ছিল। তিনি তথায় পথে থাকিয়া জায়গীরদারদিগের সহিত যে বন্দোবস্ত করেন, তাহা কোম্পানির পক্ষে অস্ববিধাকর বিবেচনায় লর্ড ডেলহৌসী তাঁহার প্রতি অগন্ত্য হন ও তাঁহাকে রাজপুতনায় পাঠান। সে যাহা হউক, সুবিচক্ষণ লর্ড ক্যানিংয়ের ক্ষম দৃষ্টিতে তাঁহার গুণবত্তা অপ্রকাশিত ছিল না, তিনি তাঁহার পত্র প্রাপ্তির কিয়দিন পূর্বে তাঁহাকেই কমিশনারের পদে মনোনীত করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার বাটী গমনের অভিপ্রায় জানিয়া এই উত্তর লিখিলেন, আপনি ইংলণ্ডে প্রতিগমনের বিষয় পুনর্বার বিবেচনা করিয়া দেখুন। আমার বাসনা এই, আপনি ঘাইয়া অযোধ্যায় কার্য গ্রহণ করেন। আমি আপন ব্যতিরেকে এমন কোন ব্যক্তি দেখি না, যাহার হস্তে অযোধ্যায় কার্যভার সম্পূর্ণ করিয়া নিশ্চিত হইতে পারি। কিন্তু আমার এই আশঙ্কা হইতেছে, অযোধ্যায় পাঠাইলে পাছে আপনার স্বাস্থ্য লাভের ব্যঘাত জন্মে।

হেনরি লরেন্স রাজপুতনায় কার্য করিতে ভাল বাসিতেন না,

অযোধ্যার কমিশ্যনরের পদে নিযুক্ত হওয়া তাঁহার পূর্বাধি প্রার্থনীয় ছিল। আউটরাম ইংলণ্ডে প্রতিগমন করিবার সময়ে তিনি একবার এই পদের প্রার্থী হন, কিন্তু লর্ড ক্যানিং তাঁহার প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইবার পূর্বেই জ্যাক্সনকে মনোনীত করিয়াছিলেন সুতরাং লরেন্স তৎকালে অস্বীকৃত লাভে বঞ্চিত হন। এক্ষণে লর্ড ক্যানিং ইচ্ছা পূর্বক তাঁহাকে সেই চির প্রার্থিত পদে নিযুক্ত করিবার প্রস্তাব করাতে তিনি অতিশয় হর্ষিত হইয়া লিখিলেন, আমি রাজপুতনার কার্য করিতে বিরক্ত হইয়াই কিছু দিনের জ্ঞাত দেশে ফিরিয়া যাইবার অভিপ্রায় করিয়াছি, শরীরের অসুস্থতা আমার ইংলণ্ডে প্রতিগমনের প্রধান হেতু নহে। আমি কার্য করিতে ভয় করি না, ডেক্সে বসিয়া প্রতি দিন ১০।১২ ঘণ্টা কার্য করিতে পারি। অতএব যদি আমাকে অযোধ্যায় পাঠান, আমি সম্পূর্ণ সম্মত আছি, বিশ দিনের মধ্যে তথায় যাইতে পারি।

লর্ড ক্যানিং একেত লরেন্সকে অযোধ্যার কমিশ্যনর করিতে সমুৎসর্ক হইয়াছিলেন, তাহাতে আবার লরেন্সও আগ্রহাতিশয় প্রকাশ করিলেন, সুতরাং তাঁহাদের উভয়ের মনোবাঞ্ছা অবিলম্বেই পূর্ণ হইল। লরেন্স রাজপুতনা হইতে লঙ্কো যাত্রা করিলেন। তিনি পথে যাইবার সময়ে কতিপয় দিবস আগরায় অবস্থিতি করেন। তৎকালে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর আগরায় থাকিতেন। হেনরি লরেন্স আগরায় অবস্থিতি কালে একদা পরিহাসক্রমে কোন বন্ধুকে বলেন, “যখন সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া লেপ্টেনেন্ট গবর্নর, অপরাপর সম্ভ্রান্ত ইউরোপীয় এবং আমাকে এই আগরার দুর্গে বদ্ধ করিয়া রাখিবে, সেই সময়টী বড় দূরবর্তী নহে।” হেনরি লরেন্স সিপাইদের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন এবং ভারতবর্ষীয় সাংস্রামিক প্রণালীগত যে অনেক দোষ ছিল, তিনি তাহা বিলক্ষণ জ্ঞানিতেন। ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অনেক দিন পূর্বে পরিস্ফুটরূপে এই প্রতীতি জন্মে যে, এক সময়ে সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিবে। লরেন্স, দ্বাদশবৎ-

সর অবধি প্রকাশ্যরূপে এই বিষয়টী বলিয়া আসিতে ছিলেন এবং এক্ষণে আগরায় অবস্থিতি কালে পরিহাসক্রমে কোন বন্ধুকেও কহিলেন, “লরেন্স এই কথাগুলি পরিহাসস্থলে বলিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইহাতে তাঁহার হর্ষ অপেক্ষা অধিকতর বিষাদই প্রকাশ পাইয়া ছিল।” লরেন্স বিপদের আশঙ্কা করিয়া কখনই কর্তব্য কর্মের অনুষ্ঠানে বিরত হইতেন না। তিনি সত্বর হইয়া আগরা হইতে যাত্রা করিলেন ও ২০ শে মার্চ স্বর্ঘ্যোদয়ের পূর্বে লঙ্কো গিয়া উপনীত হইলেন। তাঁহার আগমনে জ্যাক্সন মনে মনে অসন্তুষ্ট হইলেন বটে, তথাপি মৌখিক সম্ভাব প্রকাশ করিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। লরেন্স পূর্ব রাত্রে অনাহারের অস্বাভাব্য করিয়া পথ চলিয়াছিলেন, কিন্তু প্রাতরাশ করিবার পূর্বেই লর্ড ক্যানিংকে এক খানি পত্র লিখিলেন। উহার মর্ম এই, আমি অতঃকালে পৌছিয়াছি। জ্যাক্সনের সহিত দুই ঘণ্টা কথোপকথন করিলাম। তিনি ভদ্র ব্যক্তির হায় আমার সহিত ব্যবহার করিয়াছেন। লরেন্স এই পত্র শেষ করিতে না করিতেই লর্ড ক্যানিংয়ের পূর্বপ্রেরিত দীর্ঘ ও উৎসাহবাক্য পূর্ণ এক খানি পত্র প্রাপ্ত হইলেন। তিনি উহা পড়িয়া তৎক্ষণাৎ এই উত্তর লিখিলেন, আপনি যদি অন্তরের সহিত আমার সাহায্য করেন, কৃতকার্য হইব সন্দেহ নাই।

ইতি পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, লর্ড ক্যানিং ডিরেক্টরদিগের নিকটে বিদায় লইবার সময়ে বলিয়াছিলেন, ভারত রাজ্যের আকাশে বিতস্তি প্রমাণ মেঘ উদ্ভিত হইয়া সময়ে সময়ে ভয়ঙ্কর ভাব ধারণ করে। এক্ষণে সেই ক্ষুদ্র মেঘ উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইল। পঁচু রাজ্যে অনেক মাল্দ্ভাজ সেনা ছিল। লর্ড ক্যানিং বাঙ্গালার সেনাগণকে তথায় যাইতে ও মাল্দ্ভাজ সেনাদিগকে তথা হইতে বঙ্গদেশে আসিতে আদেশ করিলেন। সমুদ্রযাত্রা হিন্দুশাস্ত্র মতে নিষিদ্ধ; বাঙ্গালার সৈন্য মধ্যে অধিকাংশই ব্রাহ্মণ; সুতরাং তাহারা সমুদ্র দিয়া পঁচু যাইতে অস্বীকার করিল। লর্ড ক্যানিং তৎকালে হুতম আগিয়াছিলেন, এদেশের আচার ব্যবহারাদির বিষয় কিছুই জানি-

তেননা, তিনি সিপাইদের ঐ কুসংস্কার বিমোচনে যত্নবান হইলেন। তিনি তদনুসারে ১৮৫৬ খ্রীঃ অব্দের ৫ ই জুলাই এই আদেশ প্রচার করিলেন, ভবিষ্যতে যাহারা সৈনিক কার্যে নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা করিবে, তালিকায় নাম লিখাইবার সময়ে তাহাদিগকে এই অঙ্গীকার করিতে হইবেক যে, আমরা সমুদ্র পথে কোম্পানির স্বাজের বাহিরে হউক, অথবা ভিতরে হউক, আদেশ করিলেই যাইব, তাহাতে কোন আপত্তি করিব না। লর্ড ক্যানিং ইহার কিছু দিন পরে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষদিগকে লিখিলেন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ বলিয়া সিপাইদের যেকুসংস্কার ছিল, আমি তাহা দূরীকৃত করিয়াছি। অতঃপর আপনাদিগকে দেখিবেন, বঙ্গদেশের সিপাইরা সমুদ্রযাত্রা স্বীকার করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, এতদিন পর্যন্ত সিপাইদের অন্তঃকরণে ঐ কুসংস্কারটি ছিল এবং রটিশ গবর্ণমেন্টও এত দিন 'পর্যন্ত' উহার মূলচ্ছেদে উপেক্ষা করিয়াছিলেন। আমি দেখিতেছি, জাতি ও জন্মস্থান বিষয়ে বাঙ্গালা ও বোম্বাইস্থিত সিপাইদের মধ্যে কোন প্রভেদ নাই। কিন্তু বোম্বাইর সেনারা সমুদ্রযাত্রায় কোম আপত্তি করিবে না ও আমার এই নূতন আদেশ প্রচার হইবার পরেও বঙ্গদেশীয় সেনাগণের মধ্যে কোন অসন্তোষ-চিহ্ন লক্ষিত হইতেছে না। লর্ড ক্যানিংয়ের এটি ভ্রান্তি। গবর্ণমেন্ট হাউসে অসন্তোষ-চিহ্ন লক্ষিত হয় নাই সত্য বটে, কিন্তু অনেক গ্রাম, বাজার ও সেনানিবেশে লর্ড ক্যানিংয়ের ঐ আদেশ লইয়া সাতিশয় আন্দোলন হইয়াছিল। বস্তুতঃ ঐ আদেশটি প্রচার হওয়াতে সিপাইদের স্বত্বের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় নাই, এরূপ বলিতে পারা যায় না। সিপাইরা পুরুষানুক্রমে কোম্পানির সর্কারে কার্যে কুরিয়া আসিতে ছিল, এক্ষণে তাহারা মনে করিল, গবর্ণমেন্ট আমাদের সমুদ্রযাত্রা করিবার আদেশ না করুক, কিন্তু ইহা অবধারিত বটে যে, আমাদের সন্তানদের সমুদ্রযাত্রা করিতে অস্বীকার হইবে। সুতরাং আমরা এতকাল পর্যন্ত যে স্বত্ব ভোগ করিয়া আসিতেছিলাম তাহা বিলুপ্ত হইল। সন্তানগণের কর্ম

প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা রহিল না। এক্ষণে ব্রাহ্মণেরা সৈনিক কার্যে গ্রহণের বাসনা পরিত্যাগ করিবে, সুতরাং বন্ধু বান্ধবগণের শ্রুত পদে এরূপ ব্যক্তি সকল নিযুক্ত হইবে যে, তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব জন্মিবার কোন সম্ভাবনাই থাকিবে না। সিপাইরা যে আশঙ্কা করিয়াছিল, বাস্তবিক তাহাই ঘটিল। লর্ড ক্যানিংয়ের ঐ আদেশ সমুদায় রাজ্য মধ্যে প্রচারিত হইতে না হইতেই লক্ষিত হইল, ব্রাহ্মণেরা আর সৈনিক কার্যে গ্রহণে প্রয়াসী নহে। এই সময়ে জন-রব উঠিল, গবর্ণমেন্ট খ্রিশ্বস্বজ্ঞার শিখ সৈন্য নিযুক্ত করিবেন। ইহাতে সিপাইরা মনে করিল, গবর্ণমেন্ট পুরাতন সিপাইদিগকে দূর করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন। এক্ষণে আর আমাদের প্রতি যত্ন করিবেন কেন? এখন তাঁহাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইয়াছে। যত দিন ভারতবর্ষের মধ্যে স্বচরিত্র পরিমিত ভূমিও জয় করিতে অবশিষ্ট ছিল, ততদিন তাহারা আমাদের প্রতি যথেষ্ট স্নেহ করিতেন। এক্ষণে জয়ভরঙ্গ সমুদ্রে যাইয়া পড়িবে, কিন্তু ধর্ম লোপের আশঙ্কায় আমরা সমুদ্রযাত্রা অস্বীকার করিতে গবর্ণমেন্ট একবারেই আমাদের প্রতি স্নেহ শূন্য হইলেন।

লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষে আগমন করিবার পরে এরূপ কতকগুলি কারণ উপস্থিত হয় যে, তাহাতে এতদেশীয় অনেক ব্যক্তির অন্তঃকরণে ধর্মলোপের আশঙ্কা জন্মে। তৎকালে উদারচেতাঃ গ্রাণ্ট সাহেব সুরপ্রীম কৌন্সিলের মেম্বর ছিলেন। এই মহাত্মাই পরে বঙ্গদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর হইলেন ও নীলকর নিপীড়িত প্রজাগণের দুঃখ মোচনের উপায় করিয়া দিয়া বঙ্গবাসীদিগকে চিরকৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ করেন। তিনি হিন্দু বিধবদিগকে চিরবৈধব যন্ত্রণা হইতে মুক্ত করিবার মানসে ইতিপূর্বেই বিধবা বিবাহ আইনের পাণ্ডুলিপি সুরপ্রীম কৌন্সিলে উপস্থিত করিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ যত্ন ও উদ্যোগে ঐ আইন বিধিবদ্ধ হয় এবং তিনি বহু বিবাহ নিবারণেও যত্নবান হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সৈনিক কর্মচারিগণের মধ্যে অনেকে সিপাইদিগকে খ্রীষ্টান ধর্মের উপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। লর্ড ক্যানিং

মিশনারিস্কুল ও বাইবেল সোসাইটীর * উন্নতি সাধনে চেষ্টা পান। ঐ সময়ে তাঁহার সহধর্মিণীও খ্রীশিক্ষার জীৱন্ত সাধনে যত্নবতী হইলেন ও স্বয়ং বাঙ্গালী পল্লীতে গতিবিধি করিয়া বালিকা বিদ্যালয়ের ওত্থাব-ধারণ করিতে আরম্ভ করেন।

পার্টনার মহাংগোলযোগ উপস্থিত হইল। পার্টনার কমিশনার টেলর সাহেব বাঙ্গালার তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর হেলিডেকে লিখিলেন, এখানকার অধিবাসিগণের এই আশঙ্কা জন্মিয়াছে যে, গবর্নমেন্ট ভারতবর্ষীয়দিগকে বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন। হেলিডে অবিলম্বে ঘোষণা করিলেন, গবর্নমেন্ট কখনই ভারতবর্ষীয়দিগের ধর্মে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং করিবেনও না। এই ঘোষণা প্রচার হইবার পরে উত্তর পশ্চিম অঞ্চল হইতে এক খানি ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হয়। উহাতে এইরূপ লিখিত ছিল, যদি সাধারণের অন্তঃকরণে ধর্ম লোপের আশঙ্কা জন্মিয়া থাকে, তবে গবর্নমেন্টই তাহার কারণ। গবর্নমেন্টের কার্যগুলি ঐ আশঙ্কার পোষকতা করিতেছে।

এই সর্ব্বম ঘটনার কিছুদিন পরে বাজপুতনা রুটিষ অধিকারভুক্ত হইবার জনরব উঠে। পারস্যরাজ দিল্লীর বাদশাহের নিকটে দূত প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি যে কি অভিপ্রায়ে দূত প্রেরণ করিয়া-ছিলেন, তাহা নির্ণীত হয় নাই। বোধ হয়, তাঁহার কোন অসদভি-প্রায় ছিল। বিশেষতঃ পূর্ব্বাবধি একটী ভবিষ্যদবাণী এতদ্রুপে প্রচারিত ছিল, ইংরাজেরা শতবৎসরের অধিক কাল রাজত্ব করিতে পারিবেন না। ইহাতে কেহ কেহ বিবেচনা করিলেন, ইংরাজদেব রাজত্ব করিবার নির্দিষ্ট সময় পূর্ণ হইল। তাঁহারা ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে বাঙ্গালার জন্মের দ্বারা ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করেন। তদবধি এ পর্য্যন্ত (১৮৫৬) নির্দিষ্ট আধিপত্য করিলেন। এক্ষণে অবশ্যই

* এই সোসাইটী হইতে বাইবেল একেশ্বরীয় ভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিত-
রিত হইয়া থাকে।

রাজবিপ্লব ঘটিবে। তাঁহারা এই বিবেচনায় ঐ ভবিষ্যদবাণী অফল হইবার সময় উপস্থিত বলিয়া জ্ঞান করিতে লাগিলেন।

গবর্নমেন্টের অত্যাচারে ভীত ও অপকৃত ব্যক্তির কতিপয় বৎ-সর অবধি গবর্নমেন্টের অনিষ্ট করিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এক্ষণে তাঁহাদের সেই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবার সময় সম্মিলিত হইয়া আসিল।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি, মাসে ভারতবর্ষে কোন গোলযোগ ছিল না, সর্বত্রই শান্ত ভাব লক্ষিত হইতেছিল। ইংরাজেরা পূর্ব্ব-ব্যবহৃত ব্রাউন্ বেল্ নামক বন্দুক অপেক্ষাকৃত বলিয়া রাইফেল নামক নূতন বন্দুক ব্যবহার করিতে আদেশ করিলেন। এই নূতন বন্দু-কের গুণ এই যে, উহার দ্বারা গুলি অনেক দূর পর্য্যন্ত নিক্ষেপ করা যায়। ইহাতে সিপাইরা অতিশয় সন্তুষ্ট হইল এবং রুটিষ গবর্ন-মেন্টের অগণ্য ধনবাদ করিতে লাগিল। এই সময়ে একটী জনরব উঠিল যে, সিপাইদের ব্যবহারের নিমিত্ত গোলক ও শূকরের চর্বি মাখান টোটা প্রস্তুত হইতেছে। বাস্তবিক এই জনশ্রুতি অমূলকও নহে, বীজ ব্যতিরেকে কখন বৃক্ষ জন্মে না। গোলক চর্বি যেরূপ হিন্দুদের মন্ত, শূকরের চর্বি সেইরূপ মুসলমানদিগের মধ্যে অস্পৃশ্য। স্বতরাং ঐ জনশ্রুতি অবশ্যে সিপাইদের সেই সাধুবাদ ও সন্তোষ ভাব অচির কাল মধ্যে রোষ ভাবে পরিণত হইল।

যেরূপে টোটা কাটার গম্পটী সর্বত্র প্রচারিত হয়, এখানে আব-শ্যক বোধে তাহার স্থলরত্ন সংক্ষেপে সঙ্কলিত হইল।

জানুয়ারি মাসে এক দিবস ঘটনাক্রমে একজন নীচ জাতীয় লস্কর দম্ভমার সৈন্যনিবেশে প্রবেশ করিয়া অনির্দিষ্ট নামা কোন ব্রাহ্মণ সিপাইকে কহিল, মহাশয়! আমি অতিশয় পিপাসু হইয়াছি। আপনি একবার আপনকার লোটাটা দিন, আমি জল পান করি। ব্রাহ্মণ সিপাই ঘৃণা করিয়া বলিলেন, তুমি নীচ জাতি, আমার লোটা লইয়া জল খাইতে ইচ্ছা করিতেছিস? লস্কর কহিল, মহাশয়! আর জাত্যভিমান কোথায়? ব্রাহ্মণ ও শূদ্র বলিয়া যে ভেদ আছে, তাহা আর থাকিবে না। টোটা প্রস্তুত হইতেছে, উহা কর শূও গোলক

চর্কি মাশান। বন্দুক ছুড়িবার সময়ে সিপাইদিগকে ঐ টোটার মুখ দাঁত দিয়া ছিড়িয়া বন্দুকের ভিতরে দিতে হইবে। ব্রাহ্মণ সিপাই, লস্করের এই কথাগুলি আপনায় সঙ্গীদিগকে বলেন। এইরূপে অল্পকাল মধ্যে দম্ভমা ও বারাকপুরের সমুদায় সিপাইরা উহা শুনিতে পাইল ও অন্তোষ চিত্র প্রকাশ করিতে লাগিল।

২৮ শে জানুয়ারি জেনেরল হিয়ার্স বারাকপুর হইতে আড্জুটেণ্ট জেনেরলের আফিসে রিপোর্ট করেন, এখানকার সিপাইরা টোটা কাটিবার কথা শুনিয়া অসন্তোষ প্রকাশ করিতেছে। কতকগুলি কুলোক সিপাইদের মধ্যে রটাইয়া দিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করিতে উদ্যত হইয়াছেন। বোধ হয়, ঐ সকল কুলোক কলিকাতাস্থিত ধর্ম সভার মেম্বর ও বিধবা বিবাহের বিপক্ষ। উহার সিপাইদের অন্তর্করণে অসন্তোষ জন্মাইয়া আপনাদের স্বার্থ সাধনের চেষ্টা করিতেছে। জেনেরল হিয়ার্স ঐ রিপোর্ট করিবার কতিপয় দিবস পরে বারাকপুরের টালিগ্রাফ আফিস দক্ষ হয় ও ইংরাজ কর্মচারিগণের অনেক অনেক গৃহও দগ্ধ হইতে লাগিল। রাত্রিযোগে সিপাইরা একত্র হইয়া সভা করিতে আরম্ভ করিল। বারাকপুর ও কলিকাতার পোস্ট আফিসের দ্বারা বাঙ্গালার সিপাইদের প্রধান প্রধান আড্ডায় সংবাদ গেল, গবর্ণমেন্ট বসামিহিত টোটা কাটাইয়া সকলকে খ্রীষ্টান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। তোমরা সকলে এই বেলা সাবধান হও এবং গবর্ণমেন্টের ঐ অসদ-ভিত্তি প্রায় নিবারণে যত্ন কর।

ইহার কিছুদিন পরে বহরমপুরের সিপাইরা বিদ্রোহী হয়। বহরমপুর বারাকপুরের উত্তরে পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে স্থিত ও মুরশিদাবাদের সম্মিহিত। বহরমপুর অথবা উহার নিকটবর্তী স্থানে ইয়ুরোপীয় সৈন্য ছিল না। অতএব ইহা অসম্ভব বোধ হয় না যে, মুরশিদাবাদের নবাব যোগ দিলে সিপাইরা একটী ভয়ঙ্কর কাণ্ড উপস্থিত করিত। কিন্তু সৈন্যাদ্যক্ষ কর্ণেল মিচেল অনেক কৌশলে বিদ্রোহ-প্রবৃত্ত সিপাইদিগকে বশাবর্তী করেন।

২৩ এ জানুয়ারি জেনেরল হিয়ার্স বারাকপুর হইতে আড্জুটেণ্ট জেনেরলের নিকটে রিপোর্ট করেন। সিপাইরা টোটা কাটিতে অসম্মত। আপনি ঐ বিষয়টী শীঘ্র গবর্ণমেন্টের গোচর করুন। হিয়ার্স রিপোর্ট পাঠাইবার সময়ে ঐ অনুরোধ করেন, সিপাইরা টোটার যে চর্কি ইচ্ছা, মিশ্রিত ককক, গবর্ণমেন্ট যেন তাহাতে কোন আপত্তি না করেন। ২৪ এ শনিবার অপরাহ্নে হিয়ার্সের রিপোর্ট আড্জুটেণ্ট জেনেরলের আফিসে পৌছে। পরদিবস রবিবার, আফিস বন্ধ থাকিতে কোন কার্য হয় নাই; সুতরাং হিয়ার্স সত্বর লর্ড ক্যানিংয়ের অভিপ্রায় জানিতে পারিলেন না। ২৭ এ জানুয়ারি কাওয়ারজের সময়ে এক জন দেশীয় স্বেচ্ছাসেবক কর্মচারী হিয়ার্স সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, মহাশয়! আমাদের টোটা কাটার বিষয়ে কি লুকুম আঁসিয়াছে? হিয়ার্স উৎকল পর্যন্ত গবর্ণমেন্টের কোন লুকুম পান নাই, সুতরাং কোন উত্তর দিতে পারিলেন না। ইহাতে সিপাইদের ধর্মলোপের আশঙ্কা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। ইহার পর দিবস আড্জুটেণ্ট জেনেরল লিখিলেন, সিপাইরা টোটার যে চর্কি ইচ্ছা, মিশ্রিত ককক, গবর্ণমেন্ট তাহাতে কোন আপত্তি করিবেন না। হিয়ার্স অবিলম্বে গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায় প্রকাশ করিলেন বটে, কিন্তু তাহাতেও সিপাইরা সন্তুষ্ট হইল না।

জেনেরল হিয়ার্স ফেব্রুয়ারি মাসে বারাকপুর হইতে লিখেন, আমরা এখানে বারাদপূর্ণ অন্তঃস্বর্জের উপরে বাস করিতেছি, কণামাত্র অগ্নিসংযোগ হইলেই আমাদের সর্বনশ ঘটবার সম্ভাবনা। আমি এখানে কিছু দিন অবধি সিপাইদের মনের ভাব গতি দেখিতেছি। কতকগুলি কুলোকের কথায় উহাদের মনঃবিগড়িয়া গিয়াছে। উহাদের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, গবর্ণমেন্ট উহাদিগকে বলপূর্বক খ্রীষ্টান করিবেন।

টোটা কাটার উপাখ্যানটী ক্রমশঃ উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও প্রচারিত হইল। রটিষ গবর্ণমেন্টের শত্রুর অভাব ছিল না, তাহার নানা অলঙ্কার দিয়া ঐ উপাখ্যান আরও পল্লবিত করিয়া তুলিলেন।

ইংরাজেরা বিপক্ষ পক্ষের অত্যাধিকার লক্ষ্য না করিয়া কেবল এই রক্তাক্ত সত্য কি না, তাহাই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। তাহাদের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, গবর্ণমেন্টের কোন ছুরতিসন্ধি নাই, তবে যে সিপাইরা ছুরতিসন্ধি আশঙ্কা করিয়া ভীত হইয়াছে, সে তাহাদের ভ্রান্তি এবং উহা সহজেই দূরীকৃত হইবে। কিন্তু অনলে অনিল যোগের ছায় বিপক্ষবর্গের সেই অতিবর্গন সিপাইদের অসন্তোষভাব যে আরও বর্দ্ধিত করিবে, ইংরাজেরা তখন পর্যন্ত তাহার বিন্দু বিসর্গও জানিতেন না।

সেনাপতিরা সিপাইদিগকে বুঝাইতে লাগিলেন, তোমাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে, তোমরা টোটার যে চর্কি ইচ্ছা, ব্যবহার কর এবং টোটার মুখ দাঁত দিয়া না ছিঁড়িয়া হাত দিয়া ছিঁড়, তাহাতে আমাদের কোন আপত্তি নাই। কিন্তু টোটা অপবিত্র বলিয়া সিপাইদের অন্তঃকরণে এরূপ সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, তাহারা এক্ষণে টোটার কাগজের প্রতিও সন্দেহান হইল। কাগজের উপরিভাগ তৈলাক্ত পদার্থের ছায় চিত্রণ দেখাইত, তাহাতে আবার উহা চিত্র করিলে চর্কি পোড়ার মত গন্ধও নির্গত হইত; সুতরাং সিপাইদের সন্দেহ শীঘ্রই বদ্ধমূল হইয়া উঠিল।

গবর্ণর জেনারেল কাল বিলম্ব না করিয়া টোটার কাগজ পরীক্ষার্থ একটি কয়িটা নিযুক্ত করিলেন। সিপাইরা তথায় আহত হইয়া কহিল, টোটার কাগজ চর্কিযোগে প্রস্তুত হইয়াছে বলিয়া আমাদের সন্দেহ জন্মিয়াছে। কমিটি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের সন্দেহ কিরূপে নিবাকৃত হইতে পারে? সিপাইরা উত্তর দিল, টোটার কাগজ পরিবর্ত ব্যতিরেকে আমাদের সন্দেহ সূচিবার উপায় নাই। কমিটি অবিলম্বে টোটার কাগজ পরীক্ষার্থ রসায়নশাস্ত্র বিশারদ ডাক্তার ম্যাকনেমারার নিকটে পাঠাইলেন। ম্যাকনেমারা কাগজ পরীক্ষা করিয়া রিপোর্ট করেন যে, উহাতে চর্কি দেখিতে পাওয়া যায় না, তবে উত্তম অণুবীক্ষণ দিয়া দেখিলে কিঞ্চিৎ তৈলবৎ দৃষ্ট হয়। বোধ করি তাহারা কাগজ পুলিন্দা করিয়া পাঠাইয়াছে, তাহাদের

হাতের তৈল হইবে। সিপাইরা এই সকল কথা শুনিয়াও সন্তুষ্ট হইল না।

জেনারেল হিয়ার্স ১৯ এ ফেব্রুয়ারি কাওয়ারাজের সময়ে সিপাইদিগকে সম্বোধন করিয়া উচ্চৈঃস্বরে হিন্দুস্থানী ভাষায় কহিলেন, সিপাইগণ! তোমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে। তোমরা যে গবর্ণমেন্টের ভৃত্য ও যে সমস্ত ইউরোপীয় কর্মচারী তোমাদের উপরে কর্তৃত্ব করিয়া থাকেন, তাহারা এক মুহূর্তের জন্তও এরূপ মনে করেন না যে, তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করিবেন। বাইবেল পড়িতে ও বুঝিতে না পারিলে ইংরাজেরা কাহাকেও খ্রীষ্টান করেন না, কিন্তু তোমরা বাইবেল পড়িতে জান না ও বুঝিতেও পার না। অতএব গবর্ণমেন্ট বলপূর্ব্বক খ্রীষ্টান করিবেন বলিয়া তোমরা যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা পরিত্যাগ কর। হিয়ার্স বক্তৃতা সমাপন করিয়া সিপাইদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন, তোমরা আমার কথার তাৎপর্য পরিগ্রহ করিয়াছ? সিপাইরা কোন উত্তর না দিয়া চুপ করিয়া থাকিল। ইহাতে হিয়ার্স ভাবিলেন, সিপাইরা বক্তৃতা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছে। কিন্তু তাহাদের সন্তোষভাব চিরস্থায়ী হইল না, বহরমপুরের বিদ্রোহের সংবাদ শুনিয়া তাহাদের মনঃ পুনরায় বিগড়িয়া গেল।

এদিকে বহরমপুরের সিপাইদের বিদ্রোহের সংবাদ কলিকাতায় পৌঁছিলে, লর্ড ক্যানিং বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিবার সঙ্কল্প করিলেন। এই সময়ে কলিকাতা ও দানাপুরের মধ্যে একটি মাত্র ইউরোপীয় রেজিমেন্ট ছিল। লর্ড ক্যানিং বিবেচনা করিলেন, অধিক সংখ্যক ইউরোপীয় সেনা উপস্থিত না থাকিলে দেশীয় সশস্ত্র সেনাকে পদচ্যুত করা যুক্তিযুক্ত নহে। তিনি এই বিবেচনায় আপাততঃ বহরমপুরের বিদ্রোহ প্রস্তুত সিপাইদের শাস্তিবিধান স্থগিত রাখিয়া যত শীঘ্র সম্ভব, রেষ্ট্রন হইতে ইউরোপীয় সেনা আনয়ন করিবার আদেশ করিলেন ও বহরমপুরের সেনানায়ক কর্ণেল মিচেলকে লিখিলেন, আপনি সিপাইদিগকে বারাকপুরে আনিয়া পদচ্যুত করিবেন। বারাকপুরের সেনানায়ক হিয়ার্স এ সকল রক্তাক্ত কিছুই জানিতেন

না, কিন্তু তাঁহার সিপাইরা উহা ইতি পূর্বেই অবগত হইয়াছিল। এই সময়ে গোয়ালিয়ারের রাজা কলিকাতা দেখিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ১০ ই মার্চ রাতে কোম্পানির বাগানে লর্ড ক্যানিং ও তাঁহার পারিষদবর্গকে ভোজনের নিমন্ত্রণ করেন। সিপাইরা গবর্ণর জেনেরলের অনুপস্থিতিরূপ স্রোযোগে কলিকাতার ভূগ অধিকার করিবার সঙ্কল্প করে। ঘটনাক্রমে ঐ নির্দারিত দিবসে ঐ রুষ্টি হওয়াতে নিমন্ত্রণ স্থগিত থাকে এবং সিপাইদেরও ভ্রুভিসন্ধি সিদ্ধ হইবার ব্যাঘাত ঘটে। কিন্তু ঐ দিবস সন্ধ্যাকালে আর একটি ঘটনা হয়। টাকশালার প্রহরীদিগের স্রবেদার একখানি পুস্তক পড়িতেছিল, এমত সময়ে কেহা হইতে দুইজন সিপাই আসিয়া তাহাকে কহিল, আজি রাতে গবর্ণর জেনেরল বাহিরে যাইবেন। কলিকাতার মিলিসিয়া * নিশীথ রাতে আসিয়া কেহা সিপাইদের সঙ্গে মিলিত হইবে। অতএব যদি আপনি যাইয়া ঘোষণা দেন, তবে আমরা অনায়াসে কেহা দখল করিতে পারি। স্রবেদার প্রভুতত্ত্ব ছিলেন, তাহাদের কথায় ভুলিলেন না। তিনি অবিলম্বে ঐ দুইজন সিপাইকে কয়েদ করিলেন ও পর দ্বিধা প্রাতঃকালে উহাদিগকে ফোর্ট উইলিয়ম ভূর্গে পাঠাইয়া দিলেন। ইহার কতিপয় দিবস পরে উহাদের বিচার হয়। বিচারে অপরাধ সপ্রমাণ হওয়াতে উহাদের প্রত্যেকের ১৪ বৎসর করিয়া কারাবাসের আদেশ হইল।

এদিকে জেনেরল হিয়ার্স পূর্বকৃত বক্তৃতা দ্বারা প্রত্যাশানুরূপ ফল লাভ হইল না দেখিয়া পুনরায় বক্তৃতা করিয়া সিপাইদের আন্তি বিশোধনে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তিনি ১৪ ই মার্চ কলিকাতার গবর্ণর জেনেরলের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঐ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিংও তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন। হিয়ার্স বিদায় লইয়া বারাকপুরে ফিরিয়া গেলেন।

সিপাইদের গোলযোগ শুনিয়া অধি লর্ড ক্যানিং অত্যন্ত উদ্ভিগ্ন

* নগররক্ষা সেনাদিগকে মিলিসিয়া কহে।

হইয়াছিলেন। হিয়ার্স প্রস্থান করিবার কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার অন্তঃকরণে এই সন্দেহ জন্মিল, হয়তো হিয়ার্স বক্তৃতা করিবার সময়ে অনেক অনাবশ্যক কথা বলিতে পারেন, অথবা যে সকল কথা বলা আবশ্যক, তাহাও পরিত্যাগ করিতে পারেন। ক্যানিং ঐ আশঙ্কা করিয়া তৎক্ষণাৎ একখানি পত্র লিখিলেন। বক্তৃতা কালে যে সকল কথা বলা আবশ্যক, ঐ পত্রে তাহা বিশেষ রূপে বিস্তৃত হইল। জেনেরল হিয়ার্স পর দিবস স্রোযোগের পূর্বে ঐ পত্র প্রাপ্ত হন। অনন্তর তিনি সিপাইদিগকে কাওয়াজ দিবার স্থানে একত্র হইতে আদেশ দিলেন। সিপাইরা সন্মত হইলে পর তিনি ঐরূপে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন, সিপাইগণ! এক্ষণে কেবল টোটার কাগজ তোমাদের সন্দেহের বিষয় হইয়াছে, কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখিলে ঐ সন্দেহ কোন মতেই জন্মিতে পারে না। তোমরা কাগজের যে চিকণতা দেখিতেছ, উহা বসানিবন্ধন নহে, উহা অন্নের মণ্ড হইতে জন্মিয়াছে। তোমাদের দেশের রাজগণ যে সকল কাগজ ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহাও ঐ টোটার কাগজের স্থায় মণ্ড ও উজ্জল। তিনি ইহার প্রমাণ স্বরূপ স্বর্ণশোভিত একটা থলিয়া হইতে একখানি পত্র বাহির করিলেন এবং উহা সিপাইদিগকে দেখাইয়া কহিলেন, তোমরা যে টোটার কাগজের উপর সন্দেহ করিতেছ, দেখ, এই পত্রের কাগজ তদপেক্ষা অধিকতর উজ্জল ও চিকণ। যৎকালে আমি পঞ্জাবে ছিলাম, ঐ সময়ে কাশ্মীরাদিগণ গোলাপ সিংহ আমাকে এই পত্র লিখেন। যদি ইহাতেও তোমাদের সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, তবে তোমরা জিরামপুরে যাও। তথায় যেরূপে কাগজ প্রস্তুত হইয়া থাকে, দেখিলেই তোমাদের সকল সন্দেহ ঘূঢ়িয়া যাইবে। জেনেরল হিয়ার্স বক্তৃতা সমাপন করিয়া অস্থায়ীভাবে প্রস্থান করিলেন। সিপাইরাও আর কোন কথা না বলিয়া শান্তভাবে স্ব স্ব আবাসে ফিরিয়া গেল।

পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, বছরমপুরের সেনানায়ক কর্ণেল মিচেল ব্রিজোই সিপাইদিগকে বারাকপুরে আনিয়া পদচ্যুত করিতে আদিষ্ট

হন। তিনি তদনুসারে ২০এ মার্চ সিপাইদিগকে সঙ্গে করিয়া বহরমপুর হইতে যাত্রা করেন ও ৩০এ বারাকপুর হইতে চারি ক্রোশ দূরস্থিত বারাসতে আসিয়া উপনীত হন। তিনি তথায় থাকিয়া গবর্ণমেন্টের আদেশ প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, বারাকপুরে একটা ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। ২৯এ মার্চ তিপ্পান সংখ্যক রেজিমেন্টের পঞ্চাশ জন গোরা কলিকাতা হইতে চাণকে প্রেরিত হয়। ইহাতে চাণকের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাইরা আরও ভীত হইল। উহাদের মধ্যে মোগল পাঁড়ে নামক এক ব্যক্তি ঐ দিবস ভাঙ খাইয়া উন্মত্ত হইয়াছিল। সে ইউরোপীয় সেনাগণের উপস্থিতির সংবাদ শুনিয়া স্থির করিল, আমরা যে বিপদের আশঙ্কা করিতে ছিলাম, তাহা এক্ষণে উপস্থিত। এত দিনের পর আমাদের জাতি গেল। গোরারা আমাদের জাতি গেল। আমরা সিপাইদিগকে ডাকিয়া কহিল, যদি তোমরা টোটা কাটিয়া ধর্ম নাশ করিতে না চাও তবে সূর্য আমার সঙ্গে আইস। ফিরিঙ্গীদের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে। সে এই কথা বলিয়া বারুদপূর্ণ বন্দুক ও শাণিত খজা লইয়া আপনার গৃহ হইতে বাহির হইল ও স্থানে সাংগ্রামিক কর্মচারীরা থাকিতেন, তথায় বাইরা ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়াইতে লাগিল। ঐ সময়ে কোন ব্যক্তি দৌড়িয়া গিয়া এই বিষয়টা সার্জেণ্ট মেজরের গোচর করে। মেজর তখনি বাক্সিরে আসিলেন। মোগল পাঁড়েও অমনি তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল। কিন্তু ঘটনাক্রমে তাহার মুক্কান ব্যর্থ হইয়া গেল। মোগল পাঁড়ে বন্দুকে পুনরায় বারুদ পুরিল। সার্জেণ্ট মেজর ভীত হইয়া দৌড়িয়া পলাইলেন। লেপ্টেনেন্ট বাণ এই অসম্ভাবিত সংবাদ শ্রবণে খজা ও পিস্তল লইয়া দ্রুতবেগে অশ্ব পরিচালন পূর্বক ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইলেন। তিনি উপস্থিত হইয়া অশ্বের রশ্মি সংযত করিতেছিলেন, এমত সময়ে মোগল পাঁড়ে তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিল, কিন্তু গুলি তাঁহার শরীরে না লাগিয়া অশ্বের পরীরে প্রবিষ্ট হইল। অশ্ব তৎক্ষণাৎ পঞ্চদশ পাইল, লেপ্টেনেন্ট

বাগও ভুতলে পড়িলেন। তিনি অবিলম্বে উঠিয়া মোগল পাঁড়ের প্রতি পিস্তল প্রয়োগ করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফলোদ্ভূত হইল না। তখন শাণিত অসি নিক্ষেপিত করিয়া মোগল পাঁড়ের অভিমুখে দৌড়িয়া গেলেন। ইতবেসরে সার্জেণ্ট মেজর পুনরায় আসিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। অনন্তর উভয় পক্ষে খজাযুদ্ধ আরম্ভ হইল। যে স্থলে এই সকল ঘটনা হয়, তাহার অনতিদূরে জমাদার ঈশ্বরী পাঁড়ে ও কুড়ি জন সিপাই উপস্থিত ছিল এবং বন্দুকের শব্দ শুনিয়া আরও অনেক সিপাই তথায় আসিতে লাগিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে শেখ পল্টু নামক একজন মুসলমান মৈনিক ব্যতিরেকে আর কেহই বিদ্রোহী মোগল পাঁড়েকে ধৃত করিবার চেষ্টা করিল না। মোগল পাঁড়ের শাণিত খজোর আঘাতে ইংরাজ কর্মচারীদিগের শরীর দিয়া রক্তধারা বহিতেছিল, এমত সময়ে শেখ পল্টু দৌড়িয়া গিয়া, বিদ্রোহী মোগল পাঁড়েকে ধরিল। ইংরাজ কর্মচারীরা সেই অবসরে পলাইয়া প্রাণ রক্ষা করিলেন।

এই ঘটনার অব্যবহিত পরে বারাকপুরের সেনানায়ক জেনারেল হিয়ার্স দুই পুত্র সমভিব্যাহারে আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মোগল পাঁড়ে উন্মত্ত প্রায় হইয়া বন্দুক হস্তে ভয়ঙ্কর ভাবে বেড়াইতেছে। এক জন কর্মচারী আসিয়া সেনাপতিকে উদ্বেগ-স্বরে কহিল, মোগল পাঁড়ের বন্দুক বারুদপূর্ণ, আপনি সাবধান হইবেন। সেনাপতি “ড্যাম দি মস্কেট” এই উত্তর দিয়া বিদ্রোহীর অভি-মুখে অর্ধ চালনা করিলেন এবং জমাদার ও সিপাইদিগকে সঙ্গে সঙ্গে আসিতে আদেশ দিলেন। সিপাইদের একপ, অভিপ্রায় ছিল না যে, সেনাপতির আদেশ পালন করে, কিন্তু তাহারা তাঁহার ধমকে ভীত হইল ও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে লাগিল। সেনাপতি মোগল পাঁড়ের নিকটে উপস্থিত হইলে পর তাঁহার পুত্র জন হিয়ার্স কহিলেন, পিতাঃ! ঐ দেখুন, মোগল পাঁড়ে আপনাকে লক্ষ্য করিতেছে। তাহারা সেনাপতির কার্য গ্রহণ করেন, তাহাদের অন্তঃ-

করণ প্রায় ভয়াভিভূত হয় না।" হিয়ার্স উত্তর করিলেন, জন! যদি গুলির আঘাতে আমার প্রাণ বিনষ্ট হয়, তবে তুমি আক্রমণ করিয়া বিদ্রোহীর প্রাণ সংহার করিও। মোগল পাঁড়ে উত্তর হইয়াছিল, স্তব্ধতাং তাহার আশ্রয় বিবেচনা ছিল না, সে সেনাপতির প্রতি বন্দুক প্রয়োগ না করিয়া আপনার প্রতি প্রয়োগ করিল ও ততলে পড়িয়া রক্তাক্ত কলেবরে ধূলায় লুপ্ত হইতে লাগিল। অবিলম্বে ডাক্তার আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও ক্ষতস্থান পরীক্ষা করিয়া কহিলেন, ইহা মারাত্মক নহে, ইহাকে চিকিৎসালয়ে পাঠান আবশ্যক। মোগল পাঁড়ে তৎক্ষণাৎ চিকিৎসালয়ে নীত হইল। সেনাপতিও অস্বাস্থ্যবশতঃ সিপাইদের মধ্য দিয়া এই কথা বলিতে বলিতে চলিলেন, সিপাইগণ! তোমাদের ভ্রান্তি জন্মিয়াছে, তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। আমি তোমাদিগকে কর্তব্য কর্ম সাধনে পরাধুখ দেখিয়া হুঃখিত হইলাম। আততায়ীর প্রাণ সংহার করা তোমাদের অতীব কর্তব্য ছিল। সিপাইরা কহিল, মোগল পাঁড়ে পাগল, সে ভাঙ খাইয়া বিহ্বল হইয়াছিল। সেনাপতি কহিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে তোমরা কেন তাহাকে গুলি করিয়া পাগল কুকুরের ছায় মারিলে না? ইহাতে সিপাইদের মধ্যে কেহ কেহ বলিল, মোগল পাঁড়ের বন্দুক বন্দপূর্ণ ছিল। সেনাপতি কহিলেন "কি! তোমরা বারদপূর্ণ বন্দুক ভয় কর?" সিপাইরা আর কোন কথা না বলিয়া চুপ করিয়া থাকিল। সেনাপতি অবজ্ঞা পূর্বক তাহাদিগকে বিদায় দিয়া উদ্দিগ্ধচিত্তে সন্ধ্যার সময়ে বাসস্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং এক্ষণে স্পষ্ট রূপে বুঝিতে পারিলেন যে, সিপাইরা কোম্পানির দাস বলিয়া আর পরিগণিত হইবার যোগ্য নহে।

জেনারেল হিয়ার্স বহরমপুরের বিদ্রোহীদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই আদেশানুযায়ী কার্য্য করিবার সময় উপস্থিত হইল। কর্ণেল মিচেল বিদ্রোহী সিপাইদিগকে লইয়া বাগানপুরে পৌঁছিলেন ও রেজুন হইতে ইউরোপীয় সেনারা আসিয়াও উপস্থিত হইল। জেনারেল হিয়ার্স কাল বিলম্ব

না করিয়া বাগানপুরস্থিত সমুদায় সিপাইদিগকে সমবেত হইতে আদেশ করিলেন। তদনুসারে সিপাইরা সমবেত হইল ও ইউরোপীয় সেনারা বিদ্রোহী সিপাইদিগকে মধ্যবর্তী করিয়া চতুঃপার্শ্বে মণ্ডলাকারে দাঁড়াইল। অনন্তর হিয়ার্স বিদ্রোহীদিগের দণ্ডাজ্ঞা প্রচার করিলেন। বিদ্রোহীরা কোন কথা না বলিয়া অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিল। তখন হিয়ার্স কর্তৃক কহিতে লাগিলেন, যদিও গবর্ণমেন্ট তোমাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন, কিন্তু তোমাদের পোশাক কাড়িয়া লইবেন না ও তোমরা বহরমপুর হইতে আসিবার সময়ে পথে যে সদাচরণ করিয়াছ এবং তোমাদের অন্তঃকরণে বিদ্রোহ নিবন্ধন যে অনুতাপ উপস্থিত হইয়াছে, তাহার পুরস্কার স্বরূপ সরকারী ব্যয়ে তোমাদিগকে বাটী পৌঁছিয়া দিবেন।" সেনাপতির এই সানুগ্রহ বাক্য পদচ্যুত সিপাইদের অন্তঃকরণে এরূপ অঙ্কিত হইল যে, তাহাদের মধ্যে অনেকেই অনুতাপ করিয়া কহিল, চাকরের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের উত্তেজনায় আমরা বিদ্রোহী হইয়াছিলাম। উহাদের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিল, "তোমাদিগকে দশ মিনিটের নিমিত্ত অস্ত্র প্রদান করুন।" আমরা সেই চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্ট দেখাইয়া দি।"

যৎকালে পদচ্যুত সিপাইদের বেতন বণ্টন হয়, জেনারেল হিয়ার্স ঐ সময়ে সমবেত সিপাইদিগকে সম্বোধন করিয়া বলেন, দেখ, তোমাদিগকে খ্রীষ্টান করা গবর্ণমেন্টের অভিপ্রেত নহে। তবে খ্রীষ্টান করিবেন বলিয়া তোমরা যে আশঙ্কা করিতেছ, তাহা অমূলক। অতএব তোমরা সেই অমূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ কর। বহরমপুরের সিপাইরা অপরাধ করিয়াছিল, এই নিমিত্তই পদচ্যুত হইল। হিয়ার্স এইরূপ উপদেশ দিয়া স্বস্থানাতিমুখে চলিলেন। পদচ্যুত সিপাইরাও জন্মভূমি অযোধ্যার দিকে যাত্রা করিল।

এ দিকে লর্ড ক্যানিং বহরমপুরের বিদ্রোহী সিপাইদিগকে পদচ্যুত করিবার আদেশ করিয়া অবধি অতিশয় উৎকণ্ঠিত ছিলেন। পদচ্যুত করিবার সময় না জানি কি ঘটে, এই ভাবনায় তাহার অন্তঃকরণ আকুলিত হইয়াছিল। কিন্তু কোন গোলযোগ ঘটে নাই, বিদ্রোহীরা

শান্তভাবে অস্ত্র শস্ত পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে শুনিয়া এক্ষণে স্তব্ধ হইলেন ও সিপাইদের বিদ্রোহ আশঙ্কায় ভীত ইউরোপীয় অধিবাসিগণের উৎসাহ বর্জন্যর্থ অবিলম্বে ঐ সংবাদ সমুদায় নগর মধ্যে প্রচারিত করিলেন ।

লর্ড ক্যানিং এক্ষণে বারাকপুরের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের দৌলের বিষয় বিবেচনা করিবার অবসর পাইলেন । মোগল পাণ্ডে প্রকাশ্য বিদ্রোহী হইয়া ইংরাজকর্মচারিগণের উপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করে । লর্ড ক্যানিং তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ করিলেন । জমাদার ঈশ্বরী পাণ্ডে ঘটনাকালে উপস্থিত ছিল, কিন্তু মোগল পাণ্ডেকে গুলি করিবার অথবা ধরিবার চেষ্টা করে নাই, এই অপরাধে তাহাকেও ফাঁশিদিবার সংকল্প করিলেন । ৮ ই এপ্রেল বারাকপুরস্থিত সমুদায় সেনার সম্মুখে মোগল পাণ্ডের ফাঁশী হয়, কিন্তু জমাদারের ফাঁশী হওয়া উচিত কি না, এই বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক উপস্থিত হওয়াতে ২২ শে এপ্রেল পর্যন্ত তাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ স্থগিত থাকে । তৎপরে ঐ দিবস বারাকপুরে সমুদায় সেনার সম্মুখে উহার ফাঁশী হয় । লর্ড ক্যানিং স্মির করিয়াছিলেন, বহরমপুরের সিপাইদের অপেক্ষা বারাকপুরের চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাইরা অধিকতর অপরাধী । এক্ষণে তিনি উক্ত রেজিমেন্টে শুদ্ধ পদচ্যুত করিবার আদেশ করিলেন । এই আদেশ প্রচারিত হইবার পূর্বে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে গবর্নর জেনারেলের উদ্দেশ্যের অনেক কারণ উপস্থিত হয় । লর্ড ক্যানিং কিছুতেই হতাশাস হইতেন না এবং তিনি এরূপ সাহসী ছিলেন যে, কখনই ভাবী বিপদকে গুরুতর বলিয়া ভাবিতেন না, অথবা বিষয় চিত্তে ধর্ম্মমান দুরবস্থার বিষয়ও পর্যালোচনা করিতেন না । কিন্তু ক্রমে ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইল, জামুয়ারি মাসের শেষে যে ক্ষুদ্র মেঘ উদ্ভিত হয়, তাহা উত্তরোত্তর গাঢ়তর হইয়া উঠিতেছে । ইতি পূর্বেই হিমালয়ের সন্নিহিত দূরবর্তী কোন কোন স্থানে ঐ মেঘ হইতে বজ্রনিদাদ শ্রুতিগোচর হইয়াছিল এবং গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই বিলক্ষণ বর্ষাবধারিত হইল, হিমালয় অধিক কলিকাতা পর্যন্ত সর্বত্রই ভয়ঙ্কর

হইয়াছে এবং সকল স্থানের সৈনিকেরাই টোটা কাটার বিষয় লইয়া আন্দোলন করিতেছে ।

প্রধান সেনাপতি অ্যান্সন কলিকাতা হইতে পাঁচ শত কোশ দূরবর্তী অম্বালা নগরে অবস্থিতি করিতেন, স্মরণ্য ঐ স্থানই সেনাপতির প্রধান সন্নিবেশ ছিল । অ্যান্সন ইতিপূর্বে একবার কলিকাতায় আসিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অল্পকাল পরেই অম্বালায় প্রত্যাগমন করেন । তিনি অম্বালায় প্রত্যাগমন করিয়া শীতল সমীরণ সেবন্যর্থ সিমলা পাহাড়ে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমত সময়ে সিপাইদিগকে লইয়া ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ।

হুতন প্রণালী অনুসারে রাইফেল বন্দুকের ব্যবহার শিক্ষাইবার নিমিত্ত অম্বালায় একটা বন্দুকাগার স্থাপিত হয় । ছত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের কতকগুলি সিপাই ঐ বন্দুকাগারে থাকিত । এক দিবস উহাদের দুই জন কর্মচারী তথাকার সেনানিবেশে যাওয়াতে কোন স্তবেদার তাহাদিগকে কহেন, 'তোমরা বন্দুকের কারখানায় কাজ কর, তোমাদের জাতি গিয়াছে, আর কেহই তোমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না । কর্মচারীরা এই মর্ম্মভেদী বাক্য শ্রবণে অতিশয় ভীত হইল । বন্দুকের কারখানায় আসিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে লেপ্টেনেন্ট মার্টিনোকে কহিল, আমরা এই বন্দুকের কারখানায় কর্ম করাতে জাতিব্রত হইয়াছি; দেশীয় লোকেরা আর আমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না । মার্টিনো অবিলম্বে এই বিষয়টা প্রধান সেনাপতির গোচর করেন । পর দিবস সেনাপতি বন্দুকের কারখানায় যাইয়া সিপাইদিগকে একত্র হইতে আদেশ দেন । তদনুসারে সিপাইরা কাওয়াজ দিবার স্থানে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইলে অ্যান্সন তাহাদিগকে কহিলেন, 'তোমরা ধর্ম্মলোপের আশঙ্কা করিয়া কেন ভীত হইতেছ, গবর্নমেন্টে কখনই তোমাদের ধর্ম্মসংস্কারের বিকল্পে কার্য করেন নাই ও করিবেন না । অতএব তোমরা ঐ অশূলক আশঙ্কা পরিত্যাগ কর । প্রধান সেনাপতি এইরূপে সিপাইদিগকে বুঝাইয়া উলিয়া যাইবার পরে উহার

মাটিনোর নিকটে আসিয়া কহিল, এক্ষণে টোটা কাটিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক ধর্ম-লোপ ভয়ে উহাতে আপত্তি করিতেছে। অতএব টোটা কাটিলে আমাদের শেষ দশা কি হইবে, এই ভাবিয়া আমরা আকুল হইয়াছি। দেশীয় লোকেরা আমাদের সঙ্গে আহাংর ব্যবহার করিবেন না ও বন্ধু বান্ধব এবং পরিবার বর্গ আমাদের দিকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই, বড় সাহেব আমাদের সেই ভাবী বিপদ নিবারণের কোন প্রকার উপায় করিয়া দেন। মাটিনো অঙ্গীকার করিলেন, আমি ইহা প্রধান সেনাপতিকে জ্ঞাপাইব। তিনি তদনুসারে পত্র দ্বারা উহা অ্যান্সনের গোচর করেন। অ্যান্সন এক্ষণে দেখিলেন, সিপাইদের অন্তঃকরণে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা সহজে অপনীত হইবার নহে। তিনি একবার মনে করিলেন, এখানে সম্প্রতি যুদ্ধ প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ বিদ্যা শিখাইবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, খ্রীষ্টাতিশয্যের ছল করিয়া তাহা এ বৎসর রহিত করা যাউক। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া পরে স্থির করিলেন, এরূপ করিলে কেবল ভীকতা প্রকাশ পাইবে। তদনুসারে তিনি এই আদেশ দিবার সঙ্কল্প করেন যে, উল্লিখিত শিক্ষাকার্য্য যথাবিধানে চলিতে থাকুক, কেবল যাবৎ মিরাত হইতে টোটা কাটার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ না আইসে, তাবৎ সিপাইদের বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখা যাউক। প্রধান সেনাপতি অবিলম্বে ঐ সঙ্কল্প লর্ড ক্যানিংয়ের গোচর করিলেন। কিন্তু ক্যানিং তাহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন না। তিনি অ্যান্সনকে পত্র লিখিলেন, বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হইবেক না। তাহা করিলে সিপাইরা নিশ্চয় মনে করিবে, গবর্ণমেন্টের দুর্বলতা ছিল; সুতরাং উহাদের অমূলক আশঙ্কা নিরাকৃত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতে পারে। প্রধান সেনাপতি অ্যান্সন কিছুকাল অবধি অস্থির হইয়াছিলেন, তিনি গবর্ণর জেনারেলের ঐ পত্র পাশ্চ হইবার পূর্বে বায়ু সেবনার্থ স্টিমিং পাহাড়ে যাত্রা করেন ও তথায় পৌছিয়া লর্ড ক্যানিংকে

লিখেন, এস্থান অতিশয় রমণীয়। এক্ষণে এখানকার জলবায়ুও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর। আমি অন্তরের সহিত বাসনা করি যে, আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম স্বাথ অনুভব করেন। কিন্তু এই সময়, হৈমালয়িক আনন্দ উপভোগ করিবার পক্ষে যে অনুকূল ছিল না, অ্যান্সন তাহা তখন পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অস্থানীয় গৃহদাহ হইতে আরম্ভ হয় ও মিরাত হইতে সংবাদ আইসে যে, তথায় অধারোহী সেনারা বিদ্রোহী হইয়াছে। ২৪শে এপ্রেল ক্রাওয়াজের সময়ে নব্বই জন সিপাই উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র টোটা লইল, অবশিষ্ট সিপাইরা টোটা স্পর্শও করিল না। সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ উহা দিগকে বিস্তার বুঝাইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য্য হইয়া পরিশেষে উহা দিগকে সাংগ্ৰামিক দ্বিচারালয়ে পাঠাইয়া দেন। এই সকল ঘটনা হওয়াতে লর্ড ক্যানিংয়ের প্রতীতি হইল, সিপাইদের অন্তঃকরণে ধর্মলোপের আশঙ্কা বদ্ধমূল হইয়াছে, উহা সহজে অপনীত হইবার নহে এবং তিনি অস্পকাল মধ্যে জানিতে পারিলেন, কেবল সিপাইরা নহে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেরাও ধর্মলোপের আশঙ্কা করিতেছে। ক্যানিং যদিও সকল সময় স্থির ও প্রফুল্ল ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ তাবৎ লোকেই সন্দেহান ও অস্থির হইতেছে শুনিয়া তাহার অন্তঃকরণ বিশেষরূপে উদ্ভিন্ন হইয়া উঠিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে যে ভয়সঞ্চার হয়, এপ্রেল মাসের ঘটনা দ্বারা তাহা দিলক্ষণ প্রতীক্ষ্য হইয়াছিল। উল্লিখিত মাসের প্রারম্ভে কানপুরে আটা ভূদ্বীল হয়। মিরাতের কতকগুলি মহাজন গবর্ণমেন্টের বোট ভাড়া করিয়া কানপুরে আটা আমদানি করে এবং তথাকার বাজারে অস্পমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। ইহাতে কানপুরে এই জনরব উঠিল, ইংরাজেরা সকলকে খ্রীষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে আটায় গোঅস্থি-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিক্রয়ার্থ পাঠাইয়াছেন। এই জনরব হওয়াতে জাটা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। কি সিপাই, কি অস্থ লোক, কেহই উহা স্পর্শও করিল না। যাহারা

মাটিনোর নিকটে আসিয়া কহিল, এক্ষণে টোটা কাটিতে আমাদের কোন আপত্তি নাই, কিন্তু আমাদের দেশের সহস্র সহস্র লোক ধর্ম-লোপ জ্বয়ে উহাতে আপত্তি করিতেছে। অতএব টোটা কাটিলে আমাদের শেষ দশা কি হইবে, এই ভাবিয়া আমরা আকুল হইয়াছি। দেশীয় লোকেরা আমাদের সঙ্গে আহার ব্যবহার করিবেন না ও বন্ধুবান্ধব এবং পরিবার বর্গ আমাদেরকে পরিত্যাগ করিবেন। অতএব প্রার্থনা এই, বড় সাহেব আমাদের সেই ভাবী বিপদ নিবারণের কোন প্রকার উপায় করিয়া দেন। মাটিনো অঙ্গীকার করিলেন, আমি ইহা প্রধান সেনাপতিকে জ্ঞাপাইব। তিনি তদনুসারে পত্র দ্বারা উহা অ্যান্সনের গোচর করেন। অ্যান্সন এক্ষণে দেখিলেন, সিপাইদের অন্তঃকরণে যে ভয় জন্মিয়াছে, তাহা সহজে অপনীত হইবার নহে। তিনি একবার মনে করিলেন, এখানে সম্প্রতি যতন প্রণালী অনুসারে যুদ্ধ বিজ্ঞা শিখাইবার যে ব্যবস্থা প্রচলিত হইয়াছে, গ্রীষ্মাতিশয্যের ছল করিয়া তাহা এ বৎসর রহিত করা যাউক। কিন্তু তিনি কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া পরে স্থির করিলেন, এরূপ করিলে কেবল ভীকৃত প্রকাশ পাইবে। তদনুসারে তিনি এই আদেশ দিবার সঙ্কল্প করেন যে, উল্লিখিত শিক্ষাকার্য যথাবিধানে চলিতে থাকুক, কেবল যাবৎ মিরাত হইতে টোটা কাটার বিষয়ে বিশেষ সংবাদ না আইসে, তাবৎ সিপাইদের বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া স্থগিত রাখা যাউক। প্রধান সেনাপতি অবিলম্বে এই সঙ্কল্প লর্ড ক্যানিংয়ের গোচর করিলেন। কিন্তু ক্যানিং তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন না। তিনি অ্যান্সনকে পত্র লিখিলেন, বন্দুক ছুড়িতে শিক্ষা দেওয়া বন্ধ করা হইবেক না। তাহা করিলে সিপাইরা নিশ্চয় মনে করিবে, গবর্ণমেন্টের দুর্বৃত্তিসন্ধি ছিল; স্তত্রাং উহাদের অমূলক আশঙ্কা নিরাকৃত না হইয়া বরং বর্দ্ধিত হইতে পারে।

প্রধান সেনাপতি অ্যান্সন কিছুকাল অবধি অন্তস্থ হইয়াছিলেন, তিনি গবর্ণর জেনারেলের এই পত্র পাঠ্য হইবার পূর্বে বায়ু সেবনার্থ সিম্ভা পাহাড়ে যাত্রা করেন ও তথায় পৌঁছিয়া লর্ড ক্যানিংকে

লিখেন, এস্থান অতিশয় রমণীয়। এক্ষণে এখানকার জলবায়ুও সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যকর। আমি অন্তরের সহিত বাসনা করি যে, আপনি এখানে আসিয়া কিছুকাল বিশ্রাম লব্ধ অনুভব করেন। কিন্তু এই সময়, হৈমালয়িক আনন্দ উপভোগ করিবার পক্ষে যে অনুকূল ছিল না, অ্যান্সন তাহা তখন পর্যন্ত বুঝিতে পারেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরে অম্বালায় গৃহদাহ হইতে আরম্ভ হয় ও মিরাত হইতে সংবাদ আইসে যে, তথায় অশ্বারোহী সেনারা বিদ্রোহী হইয়াছে। ২৪শে এপ্রেল ক্রাওয়াডের সময়ে নব্বই জন সিপাই উপস্থিত ছিল, তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন মাত্র টোটা লইল, অবশিষ্ট সিপাইরা টোটা স্পর্শও করিল না। সেনাপতি কর্ণেল স্মিথ উহা-দিগকে বিস্তার বুঝাইলেন, কিন্তু অকৃতকার্য হইয়া পরিশেষে উহা-দিগকে সাংগ্ৰামিক পিটারালয়ে পাঠাইয়া দেন। এই সকল ঘটনা হওয়াতে লর্ড ক্যানিংয়ের প্রীতি হইল, সিপাইদের অন্তঃকরণে ধর্মলোপের আশঙ্কা বন্ধমূল হইয়াছে, উহা সহজে অপনীত হইবার নহে এবং তিনি অল্পকাল মধ্যে জানিতে পারিলেন, কেবল সিপাইরা নহে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকেরাও ধর্মলোপের আশঙ্কা করিতেছে। ক্যানিং যদিও সকল সময় স্থির ও প্রফুল্ল ভাব রক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমশঃ তাবৎ লোকেই সন্দেহান ও অস্থির হইতেছে শুনিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ বিশেষরূপে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল।

উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে যে ভয়সঞ্চার হয়, এপ্রেল মাসের ঘটনা দ্বারা তাহার বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইয়াছিল। উল্লিখিত মাসের প্রারম্ভে কানপুরে আটা-ভূম্বল্য হয়। মিরাতের দ্রুতকণ্ঠি মহাজন গবর্ণমেন্টের বোট ভাড়া করিয়া কানপুরে আটা আমদানি করে এবং তথাকার বাজারে অল্পমূল্যে বিক্রয় করিবার প্রস্তাব করে। ইহাতে কানপুরে এই জনরব উঠিল, ইংরাজেরা সকলকে খ্রীষ্টান করিবার অভিপ্রায়ে আটার গোঅস্থি-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বিক্রমার্থ পাঠাইয়াছেন। এই জনরব হওয়াতে আটা বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। কি সিপাই, কি অস্থ লোক, কেহই উহা স্পর্শও করিল না। বাহারা

আহার করিতে বসিয়াছিল, তাহারাপর্যন্ত কটি ফেলিয়া দিল এবং আশ্রয়াদিগকে অপবিত্র স্থির করিল।

কেই কেই বলেন, কানপুরের মহাজনেরা স্বার্থ সিদ্ধির ব্যাঘাত দেখিয়া ঐরূপ জনরব তুলিয়া দেন। অথবা কহেন, ঐ জনরব বিপক্ষবর্গের চাতুরী। বিপক্ষেরা গবর্ণমেন্টের প্রতি সাধারণের অন্তঃকরণ বিরূপ করিবার মানসে ঐরূপ করিয়াছিলেন। আমরা এই দুইটী কারণের কোনটি সত্য, তাহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ জনরবের যে কোন কারণ হউক না কেন, উহা দ্বারা উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় লোকের অন্তঃকরণে এই বিশ্বাস জন্মে, গবর্ণমেন্ট কোশলে সকলকে অন্তঃকরণে করাইয়া জাতিভেদ করিতে উদ্বৃত্ত হইয়াছেন।

এক্ষণে লর্ড ক্যানিংয়ের অন্তঃকরণে পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর প্রতীতি হইল, রটিষ গবর্ণমেন্টের প্রতি সর্বসাধারণের বিদ্বেষ বৃদ্ধি জন্মিলে যতদূর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা, উক্ত প্রকার ভয়সঞ্চার তাহা অপেক্ষা অধিকতর অনিষ্টকর। লর্ড ক্যানিং মনে মনে এই রূপ আন্দোলন করিতেছিলেন, "এমত সময়ে শুনিতে পাইলেন, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে একজন দূত এক খানি চাপাটী* লইয়া সমিহিত গ্রামে যাইতেছে এই ঐ গ্রামের প্রধান ব্যক্তিকে উহা দিয়া কহিতেছে, মহাশয়! এই চাপাটী পরবর্তী গ্রামে প্রেরণ করুন। ঐ প্রধান ব্যক্তিও কোন কথা না বলিয়া উহা পরবর্তী গ্রামে পাঠাইতেছেন। এইরূপে চাপাটী এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে প্রেরিত হইতেছে। কি গবর্ণর জেনারেল, কি তাহার অভিজ্ঞ কর্মচারীগণ কেই এই আশ্চর্য্য সংবাদে মর্ম্মোন্মত্তে সমর্থ হইলেন না। "কেই কহিলেন, উহার মধ্যে বড়যন্ত্র সংক্রান্ত পত্র আছে। কেই বলিলেন, "একটি ক্ষেত্রস্থর কাণ্ড উপস্থিত হইবে, তদ্বিষয়ে সকলকে সতর্ক কুরাই উক্ত প্রকারে চাপাটী পাঠাইবার উদ্দেশ্য। এইরূপে অনেকে অনেক প্রকার বলিতে লাগিলেন, কিন্তু ঐ রহস্যের প্রকৃত মর্ম্ম কি; তাহা

* একপ্রকার রুটী।

নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইল না। গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের এই একটি স্থূল বিশ্বাস ছিল, হুফ লোকেরা গবর্ণমেন্টের নিষ্ঠাত সাধন জন্য দূত প্রেরণ করিতেছে। তিনি পূর্বাবধি পদচ্যুত অযোধ্যা-ধিপতির মন্ত্রীদিগকে চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করিতেন এবং এক্ষণেও তাহাদের ব্যতিরেকে আর কাহার উপর বিশেষ সন্দেহ করিলেন না। কিন্তু এই সময়ে নানাসাহেব যেরূপ ব্যস্ত ভাবে কান-পুর, দিল্লী ও লক্ষ্মী নগরে পরিভ্রমণ করিতেছিলেন, তাহাতে তাহাকেও চক্রান্তকারী বলিয়া সন্দেহ করা রাজপুরুষদিগের কর্তব্য ছিল।

নানা সাহেব কে, কোথায় থাকিতেন এবং চক্রান্তকারী বলিয়া তাহার প্রতি সন্দেহ জন্মিবারই বা কারণ কি, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্ম অশেকেরই অন্তঃকরণে ওৎস্রক্য জন্মিতে পারে। অতএব এস্থানে সে সমুদায়ের সংক্ষেপে উল্লেখ করিলে "বোধ" হয়, তাহা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

তৎকালে ভারতবর্ষে অনেক পদচ্যুত রাজা ছিলেন। যদিও শ্বেত-পুরুষেরা সন্ধি দ্বারা হউক অথবা জয় করিয়াই হউক, তাহাদের রাজ-চিহ্ন সকল হস্তগত করেন, তথাপি তাহারা প্রচুর রাজস্ব উপভোগ করিয়া আপনাদের প্রাচীন বংশের মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতেন। লর্ড ডেলহৌসী অধিকার কালে রটিষ, গবর্ণমেন্টের রতি ভোগী উক্ত প্রকার তিনজন রাজার পরলোক প্রাপ্তি হয়। সেতারা, নাগপুর ও পুনানপুরে মহারাজীয়া দিগের তিনটি প্রধান বংশ একসময়ে রাজত্ব করিতেন। ডেলহৌসী যেরূপে সেতারা ও নাগপুর রাজার বিলোপ করেন, এম্বলে তাহার সবিশেষ বর্ণনা করা আমাদের উদ্দেশ্যের বহির্ভূত। পুনার শেষ রাজা রাজীরাও পেশোয়া, ডেলহৌসী গবর্ণর-জেনারেল হইয়া ভারতবর্ষে আসিবার প্রায় ৩০ বৎসর পূর্বে রাজ্যচ্যুত হইয়াছিলেন। ১৮১৮ খ্রীঃ অব্দে দ্বিতীয় মহারাজীয়া সংগ্রামের শেষে পেশোয়া রটিষসেনাপতি সর্জন মালুকমের শরণাপন্ন হন। মালুকম অতিশয় দয়ালু ছিলেন, তাহার অনুরোধে রটিষ গবর্ণমেন্ট

পেশোয়াকে কানপুরের নিকটে বিঠোর নগর* জায়গীর স্বরূপ প্রদান করেন ও তাঁহারে বাৎসরিক ৮ লক্ষ টাকা পেন্সন নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। বাজিরাও দীর্ঘজীবী ছিলেন, তিনি ত্রিশ-বৎসরেরও অধিক কাল উক্ত নগরে আশ্রিত্য করেন। তাঁহার অপত্য ছিল না, তিনি দেশ প্রচলিত রীতানুসারে একটি দত্তক গ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম নানাসাহেব। বাজিরাও মৃত্যুর কতিপয় বৎসর পূর্বে ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের গোচর করেন যে, আমি যথারীতি একটি দত্তক গ্রহণ করিয়াছি। আমার প্রার্থনা এই, আমার মৃত্যুর পরে সেই দত্তকপুত্র আমার উপাধি ও পেন্সনের উত্তরাধিকারী হয়। কোম্পানি বাহাদুর তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন না, কিন্তু তাঁহার আশা একবারেই নির্মূল না করিয়া কহিলেন, ভবিষ্যতে এ বিষয় বিবেচনা করা যাইবে, আপনকার পরিবারের ভরণ পোষণের কোন উপায় করিয়া দিব।

বাজিরাও ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারি মাসে কলেবর পরিত্যাগ করেন। এই সময়ে নানাসাহেবের বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি পিতার মৃত্যুতে ১৫ লক্ষ টাকা নগদ ও ১৫ লক্ষ টাকার কোম্পানির কাগজ প্রাপ্ত হন। নানাসাহেব এই প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকারী হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহাকে অনেক অনুগত ব্যক্তির ভরণ পোষণ করিতে হইত। বাজিরাওর দেওয়ান সুবেদার রামচন্দ্রপন্থ ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের নিকটে এই মর্মে এক খানি আবেদন পত্র পাঠাইলেন, নানাসাহেব কোম্পানিকে পিতৃস্থানীয় মনে করেন, তাঁহার ভরণ পোষণের ভার কোম্পানিকে গ্রহণ করিতে হইবেক। অতএব প্রার্থনা, কোম্পানি কহাঁহুর তাঁহার পরিবারের ও তাঁহার পারিষদ বর্গের ভরণ পোষণের কোন উপায় করিয়া দেন। এই আবেদন পত্র খানি প্রথমতঃ বিঠোরের কমিস্যনর মোরল্যাও সাহেবের হস্তে পতিত হয়, মোরল্যাও উহা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর টমাস সাহেবের নিকটে পাঠাইবার ক্ষম্যে নানাসাহেবের পেন্সন দেওয়া-

* কথিত আছে, এই স্থানে বাঙ্গালিকির আশ্রম ছিল।

ইবার নিমিত্ত তাঁহাকে অনুরোধ করেন। টমাস ডেলহৌসীর লম্প্রদায়ের লোক ছিলেন, ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও প্রধান প্রধান ব্যক্তির উপরে তাঁহার তাদৃশ অন্ধা ছিল না। তিনি কমিস্যনরকে লিখিলেন, আমি আবেদন পত্র গবর্ণর জেনেরলের নিকটে পাঠাইলাম। আপনি নানা সাহেবকে বলিবেন যে, তিনি কোম্পানির নিকটে আর সাহায্য প্রাপ্তির প্রত্যাশা না করেন ও পারিষদদিগকে বিদ্রায় করিয়া দেন। লর্ড ডেলহৌসী গবর্ণর জেনেরল ছিলেন, এবস্ত্রকার বিষয়ে তাঁহার লেপ্টেনেন্টের সহিত মত ভেদ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না। তিনি টমাসের অভিপ্রায় অনুমোদন করিলেন ও পক্ষ বচনে মোরল্যাও সাহেবকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন, নানাসাহেবের অনুকূলে তাঁহার অনুরোধ করিবার আবশ্যকতা ছিল না এবং উহা করাও ইত্তি-বিকল্প হইয়াছে। এতলৈ ইহা উল্লেখ করা আবশ্যক, গবর্ণর জেনেরল নানাসাহেবকে পৈতৃক ঋতি লাভে অধিকতর করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার পৈতৃক নগর বিঠোর অপহরণ করিলেন না। তিনি লেপ্টেনেন্ট গবর্ণরকে লিখিয়া পাঠাইলেন, বিঠোর নগর নানাসাহেবেরই থাকিল, কিন্তু তাঁহার পিতার ঐ নগরের উপরে যেরূপ আদান ক্ষমতা ছিল, নানাসাহেবের সেরূপ ক্ষমতা থাকিবে না, তিনি কেবল উহার উপস্থিত মাত্র ভোগ করিবেন।

নানাসাহেব যখন দেখিলেন, ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের নিকট হইতে আর সাহায্য লাভের প্রত্যাশা নাই, তখন তিনি ইংলণ্ডে আপীল করিবার সঙ্কল্প করিলেন। তদনুসারে একখানি আবেদন পত্র প্রস্তুত ও ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের দ্বারা উহা ইংলণ্ডে প্রেরিত হইল। আবেদন পত্রখানি সালস্কার বাক্যে পূর্ণ ছিল। নানাসাহেব পৈতৃক পেন্সনের উপরে আপনার স্বাভাবিক স্বত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্ত উহাতে নানা কারণ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, কিন্তু কি অলঙ্কারযুক্ত বাক্যবিন্যাস, কি আশানুগত হেতুপস্থান, কিছুতেই ডিরেক্টরগণের পাবাণ হৃদয়ে কাঞ্চ্যরসের সঞ্চার হইল না। তাঁহার ইতিপূর্বেই সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, পদচ্যুত পেশোয়া ৩০ বৎসর

পর্যন্ত যে প্রচুর রক্তি পাইয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি অনেক অর্থ সংগ্ৰহ করিয়া গিয়াছেন। সেই সঞ্চিত অর্থই তাঁহার উত্তরাধিকারী ও পরিবার বর্গের ভরণপোষণের পক্ষে যথেষ্ট হইতে পারিবে। তাঁহার নানা সাহেবের আবেদনপত্র প্রাপ্তিমান্ত কোন বিচার না করিয়া উহা অগ্রাহ্য করিলেন ও ডেলহৌসিকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আপনি নানা সাহেবকে বলিবেন, বাজীরাও পেশওয়ার পেন্সনে তাঁহার কোন উত্তরাধিকারীর স্বত্ব নাই। নানা সাহেব কোম্পানির নিকটে কোন দাওয়া করিতে পারেন না।

এই সময় হইতে নানা সাহেব ইংরাজজাতির ভয়ানক বিদ্বেষ হইয়া উঠেন। ইংরাজেরা তাঁহার প্রতিবে অত্যাচার ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাঁহার অন্তঃকরণে তাহা প্রস্তরে খোদিত রেখার স্থায় অঙ্কিত থাকে এবং তিনি ইংরাজদের উদ্বেষের জ্বলন্ত মিস্ত্রির কুমন্ত্রণা করিতে আরম্ভ করেন। কিন্তু ইংরাজেরা প্রথমতঃ তাহা বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার নানা সাহেবকে ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের এপ্রেল মাসের সেই ভয়ঙ্কর গ্রীষ্মের সময়ে সহসা চতুর্দিক পরিভ্রমণ করিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু চক্রান্তকারী বলিয়া তাঁহাকে সন্দেহ করেন নাই। তাঁহার নানা সাহেবের বাহ্য ব্যবহার দেখিয়া স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, নানা সাহেব পৈতৃক মানসমুখ নাশের শোক এক প্রকার বিস্মৃত হইয়া গিয়াছেন। এইরূপে এপ্রেল মাস অতীত হয়।

মে মাসের প্রারম্ভে অনেক সুলক্ষণ দৃষ্ট হইল; বারাকপুরের সিপাইরা শান্তভাবে আপনাদের কর্তব্য কর্ম করিতে লাগিল, দম্য দমায় কোন গোলযোগ ছিল না, উত্তর পশ্চিম প্রদেশেও সিপাইরা শান্তভাবে স্বকৃতিস্থার অনুশীলন আরম্ভ করিল, মির্যাট হইতেও আর কোন হতন গোলযোগের সংবাদ আসিল না। লর্ড ক্যানিংও বিবেচনা করিলেন, বুঝি জগদীশ্বরের প্রদানে সিপাইদের মনোমালিঙ্গ দূরীকৃত হইল।

গবর্নর জেনারেল যদিও এই সময়ে প্রফুল্লচিত্ত হইলেন, কিন্তু তাঁহার

উদ্বেগের আর একটা প্রধান কারণ ছিল। বারাকপুরে চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্ট তখন পর্যন্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রতীক্ষা করিতেছিল। ৬ ই মে জেনারেল হিয়ার্স ও প্রধান সেনাপতি অ্যান্সনের পরামর্শানুসারে গবর্নর জেনারেল উক্ত রেজিমেন্টকে পদচ্যুত করেন। ইতিপূর্বে বহরমপুরের উনিশ সংখ্যক রেজিমেন্টকে পদচ্যুত করিবার সময়ে গবর্নমেন্ট তাহাদের পরিচ্ছদ অপহরণ করেন নাই, কিন্তু এই চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের প্রতি সেরূপ অনুগ্রহ করিলেন না, উহাদের পরিচ্ছদ কাড়িয়া লইলেন। উহারা সক্রোধ চিত্তে জঘন্য ভূমি অযোধ্যার অতিমুখে যাত্রা করিল।

ইতিপূর্বে উনিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাইরা পদচ্যুত হইয়া অযোধ্যায় প্রস্থান করে, এক্ষণে চৌত্রিশ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাইরাও পদচ্যুত হইয়া তথায় প্রস্থান করিল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের অন্তঃকরণ বঙ্গসেনার জঘন্য ভূমি ও হতন, যোজিত প্রদেশ অযোধ্যায় প্রতিই ধাবিত হইল। কমিশনার লরেন্স, লর্ড ক্যানিংকে যে সকল পত্র লিখেন, তাহাতে নানা সাহেবের লক্ষ্য গমন লক্ষ্যে কোন কথাই উল্লিখিত ছিল না; কিন্তু এক্ষণে অনেক বিষয় লিখিত হইয়াছিল যে, তাহাতে গবর্নর জেনারেল উৎকণ্ঠাকুল হইলেন।

লক্ষ্য নগরে ৪৮ সংখ্যক রেজিমেন্ট ছিল। যদিও এই রেজিমেন্টের সিপাইরা এতাবৎ কাল কোন প্রকার বিদ্রোহচিহ্ন প্রকাশ করে নাই; তথাপি সুবিচক্ষণ কমিশনার লরেন্স তাহাদের আচরণের বিষয় সন্দেহান্বিত হন ও তাহাদিগকে স্থানান্তরিত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। লর্ড ক্যানিংও তাঁহার অভিপ্রায় অনুমোদন করিয়া লিখেন, আপনি ৪৮ সংখ্যক রেজিমেন্টকে মির্যাটে পাঠাইয়া দিবেন, এ বিষয়ে প্রধান সেনাপতির অনুমতির অপেক্ষা করিবেন না।

লরেন্স কিছুকাল অবধি সিপাইদের অন্তঃস্থ বিষয় প্রগাঢ় রূপে চিন্তা করিতেছিলেন, তিনি লর্ড ক্যানিংয়ের এই উত্তর প্রাপ্তির পূর্বে পুনরায় তাঁহাকে লিখিলেন, আমি এখানকার অপরাপর রেজিমেন্টের তাব গতক ও ভাল দেখিয়া, অতএব ৪৮ সংখ্যক রেজিমেন্টকে

স্থানান্তরিত করিলেই যে অযোধ্যার মঙ্গল হইবে, এমত বোধ হয় না। প্রত্যুত উহারা যে স্থানে যাইবে, তথাকার সিপাইদের অন্তঃ-
করণেও অসন্তোষ ভাব সঞ্চারিত করিয়া দিবে। ইহার অপ্পাদিন
পরেই অযোধ্যার অপরাপর রেজিমেন্টের অসন্তোষ ভাব স্পষ্টরূপে
দৃষ্ট হইতে লাগিল। ৭ সংখ্যক রেজিমেন্টের সিপাইরা ৪৮ সংখ্যক
রেজিমেন্টের সিপাইদিগকে একখানি পত্র লিখে। উহার মর্ম এই,
আমরা যে কোন রূপে হউক, টোটা কাটার বিষয়ে আপত্তি করিতে
প্রস্তুত আছি। ৪৮ সংখ্যক রেজিমেন্টের একজন ব্রাহ্মণ সিপাই
ঐ পত্র প্রাপ্ত হন। তিনি প্রথমতঃ হাবেলদারকে বলেন, হাবেল-
দার সুবেদারকে কহেন। অনন্তর তাঁহারা তিন জনে মিলিয়া পত্র
খানি কমিশ্বনর লরেন্সের হস্তে দেন।

লরেন্স ইতিপূর্বে সংবাদ পাইয়াছিলেন। ৭ সংখ্যক রেজিমেন্ট
বিদ্রোহী হইয়াছে! ঐ রেজিমেন্টের চারিজন সিপাই সাংগামিক
কর্মচারী লেপ্টেনেন্ট মিকামের গৃহে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বলে,
তুমি মরিতে প্রস্তুত হও, তোমার উপরে আমরা কুপিত হইয়াছি
এমত নহে, তবে তুমি ফিরিঙ্গি, এই নিমিত্ত তোমাকে অবশ্যই মরিতে
হইবে। মিকাম সে যাত্রায় কেবল প্রত্যাশমতিত্ব বলেই নৃত্যর
হস্ত হইতে নিস্তার পান। তিনি সিপাইদের ঐ ভয়ঙ্কর বাক্য শুনিবা-
মাত্র এই উত্তর দিলেন, আমি এক্ষণে নিরস্ত্র রহিয়াছি, তোমরা
ইচ্ছা করিলে অনায়াসেই আমার প্রাণ সংহার করিতে পার। কিন্তু
আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাকে হত্যা করিয়া তোমাদের কি ফল
লাভ হইবে, তোমরা বিদ্রোহী হইয়া কখনই জয়ী হইতে পারিবে
না। আমার নিধনের পরে আর এক ব্যক্তি আমার পদে নিযুক্ত
হইবেন ও তোমাদিগকে শাসনে রাখিবেন। মিকাম এই কথাগুলি
একপ দৃঢ়তা ও সাহসিকতা পূর্বক বলিয়াছিলেন যে, তাহাতে সিপাই-
দের অন্তঃকরণে ভয় সঞ্চার হইল ও উহারা কোন কথা না বলিয়া
তথু হইতে চলিয়া গেল। লরেন্স এই সংবাদ পাইবামাত্র ইউরোপীয়
সেনা সঙ্গে লইয়া বিদ্রোহী রেজিমেন্টের সম্মুখবর্তী হইলেন।

কামানগুলিও বিদ্রোহীদিগের অভিযুগ্মে স্থাপিত হইল। ইহাতে
বিদ্রোহীরা মনে করিল, বুঝি আমাদের উপরে গোলাবর্ষণ আরম্ভ
হয়। এই ভয়ে তাহারা পলাইতে লাগিল। ইউরোপীয় অধিরোহী
সেনারা তাহাদের অনুসরণ করিল। হেনরি লরেন্সও অধিপরিচলন
পূর্বক পশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবমান হইলেন। পলায়িতেরা উচ্চৈঃস্বরে
“কোম্পানি বাহাদুর কো জয়, কোম্পানি বাহাদুর কো জয়” এই কথা
বারম্বার বলিতে লাগিল। হেনরি লরেন্স তাহাদের অস্ত্র শস্ত্র
কাড়িয়া লইতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ প্রকৃতরূপে
প্রতিপালিত হইল। লরেন্স বিদ্রোহীপণ্টনের অস্ত্র শস্ত্র কাড়িয়া লই-
লেন বটে, কিন্তু তৎপরে কি কর্তব্য, জানিবার নিমিত্ত লর্ড ক্যানিংয়ের
আদেশ প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

লরেন্স এইরূপে যেখন বিদ্রোহী সিপাইদের দণ্ডবিধান করিলেন,
তেমনি আবার প্রভুভক্ত সিপাইদিগকেও পুরস্কার দিলেন। যে
তিন ব্যক্তি বিদ্রোহঘটিত পত্র আনিয়া দিয়াছিল, তাহাদের সম্মা-
নার্থ তাঁহার গৃহের সম্মুখবর্তী প্রান্তরে একটি সভা হয়। লরেন্স সেই
সভায় একটি বক্তৃতা করেন। ধর্মবিষয়ে ইশ্তফেপ করা, পবনমেণ্টের
অভিপ্রায় নহে, ইহাই ঐ বক্তৃতার উদ্দেশ্য ছিল।

হেনরি লরেন্স এত কাণ্ড করিয়াও অভীষ্ট ফললাভ করিতে পারি-
লেন না। ৭ ই মে ৪৮ সংখ্যক রেজিমেন্টের আবাসগৃহ দগ্ধ হইয়া
যায়। যে সুবেদার বিদ্রোহঘটিত পত্রখানি কমিশ্বনরকে দিয়াছিল,
প্রথমতঃ তাহার গৃহেই আগুন লাগে। লরেন্স পর দিবস প্রাতঃ-
কালে ঐ স্থানে উপস্থিত হন, কিন্তু কোন্ ব্যক্তি গৃহদাহ করিয়াছে
তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি দেখিলেন, সম্পত্তি বিনষ্ট হও-
য়াতে সিপাইরা অতিশয় দুঃখিত হইয়া অধোবদনে চিত্তা করিতেছে।
এই সময়, অযোধ্যার সিপাইদের মনের ভাব যে কিরূপ দোলায়-
মান হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত হেনরি লরেন্সই, সর্বা-
পেক্ষা সমধিক উপযুক্ত ছিলেন। লরেন্সের এই একটি বিশেষ গুণ,
ছিল যে, তিনি সোকের অন্তঃকরণে বিশ্বাস জন্মাইয়া দিতে পারি-

তেন। তাঁহার নিকটে কাহারও যাইবার প্রতিবেদ ছিলনা, তিনি সকলের সহিত কথাবার্তা কহিতেন ও সকলেই অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাকে মনের কথা ভাঙ্গিয়া বলিত। লরেন্স অনেক অনুসন্ধানের পর এই সিদ্ধান্ত করেন, সিপাইদের অন্তঃকরণে যে ধর্ম লোপের আশঙ্কা জন্মিয়াছে, কেবল বনামিশ্রিত টোটার উপাখ্যানটাই উহার একমাত্র কারণ।

লরেন্স ৯ ই মে লক্ষ্যে হইতে লর্ড ক্যানিংকে লিখেন, আমি এখানে এক জন জমাদারের সহিত এক ঘণ্টারও অধিক কাল কথোপকথন করিলাম। তাহার জিদ দেখিয়া আমার বিশ্বাস জন্মিয়াছে। জমাদার জাতিতে ব্রাহ্মণ, তাহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। সে কহে, আমার অন্তঃকরণে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, দশ বৎসর অবধি ইংরাজেরা ভারতবর্ষীয়দিগকে খ্রীষ্টান করিবার চেষ্টা করিতেছেন। যে ইংরাজেরা চাটুরী করিয়া ভরতপুর ও লাহোর অধিকার করেন, তাঁহারা যে, 'আটায় গোঅস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিবেন, ইহা অসম্ভব নহে। আমি বলিলাম, ইংরাজজাতির বল বীর্ষের বিষয় কসীয়া যুদ্ধে প্রকাশ আছে। এক বৎসরের মধ্যে তাঁহাদের সেনা ততুওঁ গুরু হয়। তাঁহারা ইচ্ছাকরিলে এই হিন্দুস্থানেও যত সেনা আবশ্যক, হয়। তাঁহাদের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে আনিতে পারেন। জমাদার বলিল, হাঁ আমি মাসের মধ্যে ইংলণ্ড হইতে আনিতে পারেন। জমাদার বলিল, হাঁ আমি জানি, আপনাদের অনেক লোক ও অনেক অর্থ আছে, কিন্তু ইউরোপীয় সেনাদিগকে আনিয়ন করা বহু ব্যয় সাধ্য, এই নিমিত্তই আপনারা হিন্দুদিগকে সমুদ্রে লইয়া পৃথিবী জয় করিবার অভিলাষ করিয়াছেন। আমি বলিলাম, সিপাইরা স্থল যুদ্ধে ভাল বটে কিন্তু সামান্য আঁহার নিবন্ধন জল যুদ্ধে একান্ত অপারক। জমাদার কহিল, এই নিমিত্তই তো আপনারা আমাদিগকে বাহা ইচ্ছা, খাওয়াইয়া বলবান করিবার ও সর্বত্র লইয়া যাইবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। আমি উত্তর দিলাম, নিরোধ ও বিশ্বাসঘাতকেরা এরূপ বলিয়া থাকে, সচরিত্র ও বুদ্ধিমান ব্যক্তির এ প্রকার বিবেচনা করেন না। জমাদার কহিল, সিপাইরা মেঘের ছায়া। প্রধান ব্যক্তি যে দিকে যায়, আর

সকলেই তাহার অনুসরণ করে। আমি জমাদারের এই সকল কথা শুনিয়া মনে মনে ভাবিলাম, এ ব্রাহ্মণের মন বিলক্ষণ সতেজ আছে, এ ব্যক্তি বিংশতি বৎসর পর্যন্ত আমাদের চাকরি করিতেছে, আমাদের সামর্থ্য ও দৌরবল্যের বিষয় বিলক্ষণ অবগত আছে এবং আমাদিগকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করে। অতএব এরূপ ব্যক্তি অতিশয় ভয়ঙ্কর। অনন্তর আমি কহিলাম, ১৮৪৬ খ্রীঃ অব্দে কারুলে আমাদের সৈন্য কর্তৃক এতদ্দেশীয় দেড় শত সন্তান পরিত্যক্ত হয়। আমি তাহাদিগকে যত্ন পূর্বক বন্ধু, বান্ধবগণের নিকটে পৌছিয়া দি। যদি খ্রীষ্টান করা আমাদের উদ্দেশ্য থাকিত, তবে তাহাদিগকে অনায়াসে খ্রীষ্টান করিতে পারিতাম। জমাদার উত্তর দিল, হাঁ, মহাশয়! আমার বিলক্ষণ স্মরণ হয়। আমি তৎকালে লাহোরে ছিলাম। কিন্তু আপনারা দুর্ভিক্ষের সময়ে ক্রীত সন্তানদিগকে খ্রীষ্টান করিয়া থাকেন।

হেনরি লরেন্স যে দিবস জমাদারের সহিত এইরূপ কথোপকথনের বিষয় কলিকাতায় লর্ড ক্যানিংয়ের গোচর করেন, সেই দিবস আগরায় লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কলভিনকেও উহা লিখিয়া পাঠান ও তাঁহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশের সুরক্ষিত রাখিতে ইঙ্গিত করেন। কিন্তু তাঁহার পত্র পৌছিতে বিলম্ব হয়; সুতরাং বিপদের আসন্নতা নিবন্ধন যেরূপ উদ্যোগ করিয়া রাখা আবশ্যক, তাহার কিছুই হয় নাই।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ১০ ই মে মিরাতে সিপাইরা প্রকাশ্য রূপে বিদ্রোহী হয় ও ইউরোপীয়দিগকে হত্যা করে। উত্তর পশ্চিম প্রদেশের তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্নর কলভিন আগরায় থাকিতেন। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্র টেলিগ্রাফ যোগে কলিকাতায় লর্ড ক্যানিংয়ের গোচর করেন। কিন্তু এই সংবাদটি যথানিয়মে তাঁহার কর্ণগোচর হয় নাই। আগরাবাসিনী কোন ইউরোপীয় নরী বন্ধুগণের সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে মিরাতে যাইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ভাগিনেরী মিরাত হইতে টেলিগ্রাফ করেন, এখানে অস্থারোহী সেনারা বিদ্রোহী হইয়াছে,

তাহারা কি স্ত্রী, কি পুরুষ, ফিরিঙ্গি দেখিবামাত্র হত্যা করিতেছে। অতএব আমি সাবধান করিয়া দিতেছি, তুমি এক্ষণে এখানে আইস না। মিরাত হইতে টালিগ্রাফ যোগে এই শেষ সংবাদ প্রেরিত হয়। রাজপুরুষেরা বার্তা প্রেরণ করিবার পূর্বেই বিদ্রোহীরা তাড়িত-বার্তাবাহকের তার কাটিয়া ফেলে।

এইরূপে মিরাতের বিদ্রোহসংবাদটা প্রথমতঃ আগরা তদন্তর কলিকাতায় পৌঁছে। গবর্ণরজেনারেল ও তাঁহার কৌন্সিলের মেম্বরেরা উহার যথার্থ্য বিষয়ে সন্দিহান হইলেন। কৌন্সিলের অন্যতম মেম্বর ডোরিন বলিলেন, ভরসা করি, মিরাতের বিদ্রোহ সংবাদটা যেন মিথ্যা হয়। কিন্তু কার্যে উহা সত্য হইয়া উঠিল এবং তথায় যে ভয়ানক ছুটনাঘটে, ঐ সংবাদটা তাহার কিয়দংশ মাত্র। তাড়িতবার্তাবহ নিরন্তর উত্তর হইতে দক্ষিণে ও দক্ষিণ হইতে উত্তরে এই বার্তা বহন করিতেছিল যে, মিরাতে সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়াছে, সুতরাং অবিলম্বেই কৌন্সিল সভার সন্দেশ দুরাকৃত হইল। ইহার পরেই সংবাদ আসিল, বিদ্রোহীরা মিরাত ও দিল্লীর মধ্যবর্তী পথের কিয়দংশ অধিকার করিয়াছে। অনন্তর প্রকাশ পাইল, মিরাতের বিদ্রোহীরা দিল্লীতে গিয়াছে এবং দিল্লীর সিপাইরা তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছে। লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর ১৪ই মে আগরা হইতে লিখেন, আমি দিল্লীর বাদশাহের একখানি পত্র পাইলাম, তাহাতে তিনি বলেন, সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া দিল্লী নগর ও দুর্গ অধিকার করিয়াছে এবং আমিও তাহাদের হস্তে পড়িয়াছি। কমিশ্যনর ফেজর ও অপরপক্ষ অনেক ইংরাজ-ভদ্রসন্তান নিহত হইয়াছেন। পরিশেষে যিদিং হইল, বাদশাহ বিদ্রোহের সহায়তা করিতেছেন। পুরাতন মোগল পতাকা পুনরায় উত্তোলিত হইয়াছে, নগর পথে বিদ্রোহীরা ইংরাজজাতীয় কি স্ত্রী, কি পুরুষ দেখিবামাত্রই হত্যা করিতেছে, বাদশাহ ভারতবর্ষীয় রাজগণ ও সর্বসাধারণকে সন্মোদন করিয়া একটা ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। এতলে সংক্ষেপে উহার সারার্থ সঙ্কলিত হইল।

বাদশাহ সমুদায় রাজা ও সর্ব সাধারণকে জ্ঞাত করিতেছেন যে, ইংরাজেরা ধর্মনাশক। তাঁহারা পূর্বে বাইবেল বিতরণ করিতেন, এক্ষণে বিধবা বিবাহ দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। সহমরণ উঠাইয়া দিয়াছেন।* তিনি ও সমুদায় গোঅস্থিচূর্ণ মিশ্রিত করিয়াছেন। নাগপুরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখুন, দত্তক পুত্র আর বিষয়াধিকারী হয় না। অতএব ইংরাজেরা আর কিছু কাল থাকিলে ভারতবর্ষীয় ধর্মের একবারেই মূলোচ্ছেদ হইবে। গোবধ হিন্দুদের মতে অতিশয় নিষিদ্ধ, কিন্তু আমি বলিতেছি, যদি হিন্দুরা সেই সাধারণ শত্রু ইংরাজদের উচ্ছেদের বিষয়ে সাহায্য দেন, তবে আমি সমুদায় মুসলমান নবাবদিগকে এরূপ অঙ্গীকারে বদ্ধ করিব যে, তাঁহারা গোহত্যা উঠাইয়া দিবেন ও যে সকল মুসলমান গোমাংস খাইবে, তাহাদিগকে শূকর শাদক বলিয়া ঘৃণা করিবেন। ইংরাজেরা হিন্দুদের শাস্ত্রানুরাজ গোবধ উঠাইবার কথা বলিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা প্রবঞ্চকের শিরোমণি, তাঁহাদের কথা কেবল, কথামাত্র, ইচ্ছা-সিদ্ধি হইলে তাঁহারা অঙ্গীকার ভঙ্গ করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানের আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই উহা অবগত আছেন। আমি হিন্দুদের গঙ্গা, তুলসী ও শালগ্রাম এবং মুসলমানদের কোরাণের দোহাই দিয়া বলিতেছি, ইংরাজেরা উভয় জাতির শত্রু। অতএব ধর্ম রক্ষার্থ উভয় জাতি মিলিয়া উহাদের উচ্ছেদে যত্নবান হও। এমন দিন আর আসিবে না।

ইংরাজেরা নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে, পলাশীর যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করিবার পরে শত বৎসরের মধ্যে উক্ত প্রকার ভয়ঙ্কর সংবাদ কখনই ইংরাজ শাসনকর্তার কৌন্সিল গৃহে আনীত হয় নাই। যে বিভক্তি প্রমাণ মেঘ নূতন

* ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিনের অধিকার কালে সহমরণের প্রথা উঠিয়া যায়।

বৎসরের প্রথম মাসে উদিত হইয়াছিল, তাহা ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইয়া এক্ষণে নিবিড় অন্ধকারে সমুদায় গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিল এবং ইংরাজদের উপরে দুর্ভিক্ষ বাত্যা সহকারে বিপদ রাগি বর্ষণ করিতে লাগিল। ভারতবর্ষের পক্ষে ইহা একটা মৌভাগ্যের বিষয় বলিয়া স্বীকার করিতে হইবেক যে, এই সময়ে লর্ড ক্যানিংয়ের হস্তে রাজ্যের সমুদায় কর্তৃত্ব ভার ছিল। যদিও এই সময়ে তাঁহার অন্তঃকরণ নানা চিন্তায় আকীর্ণ হইয়াছিল, তথাপি সর্বজন সমক্ষে তাঁহার কোন প্রকার উদ্বেগ-চিন্তা প্রকাশ না পাইয়া বরং গান্ধীর্ষ্য ভাবই প্রকাশ পাইতে লাগিল। তিনি অবিলম্বে এই ঘোষণা প্রচার করিলেন, যে সকল উপাখ্যান দ্বারা কতকগুলি রেজিমেন্টের সিপাইরা ধর্ম লোপের আশঙ্কা করিতেছে, সে সকলই মিথ্যা ও কুলোক কল্পিত। অতএব আমি সকলকে সতর্ক করিয়া দিতেছি, যেন ঊহই সেই কুলোকের কাপ্পনিক গণ্ডে বিশ্বাস করিয়া প্রভাবিত না হন। ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্ট কখনই প্রজাগণের ধর্মের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই এবং করিবেনও না।

গবর্ণর জেনারেল এই ঘোষণা পত্র প্রচার করিলেন বটে, কিন্তু বাত্যাঙ্কুলিত মহাসমুদ্রের তরঙ্গমালা কি যৎকিঞ্চিৎ তৈল প্রক্ষেপে প্রশমিত হইতে পারিত? বস্তুতঃ লর্ড ক্যানিংও কেবল ইহার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেন না, তিনি যুদ্ধা যন্ত্রের স্বাধীনতা স্থগিত করিবার জন্ত অবিলম্বে একটা আইন বিধিবদ্ধ করিলেন, উপরোক্ত প্রদেশে সাংগ্রামিক আইন * প্রচার করিয়া দিলেন ও বোম্বাই, মাদ্রাজ প্রভৃতি নানা স্থান হইতে সেনা আনিবার উপায় চিন্তা করিতে

* সাধারণ আইন অপেক্ষা সাংগ্রামিক আইন অনেকাংশে কঠিন। সেনাসম্পর্কীয় লোকদিগকে সূচরাচর এই আইনের অধীন হইয়া থাকিতে হয়। কিন্তু কোন জেলা বা প্রদেশে গুরুতর উপদ্রব উপস্থিত হইলে তথাকার লোকদিগকে শাসিত রাখিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে অমান্য ব্যক্তির উপরেও এই আইন প্রচলিত করা হয়।

লাগিলেন। প্রথমতঃ আর্টিলারীর সেনারাই তাঁহার লক্ষ্য হইল। ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, আর্টিলারী সেনাপতি হইয়া পারস্য-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তিনি পারস্য সাগরে উপনীত হইয়া যে সকল কার্য করিয়াছিলেন, এতদ্বারা সে সকল বিশেষ রূপে উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। কেবল এই মাত্র বলিলেই পর্যাপ্ত হইতে পারে যে, তিনি পারস্যরাজের সহিত সন্ধি করিয়া ফিরিয়া আনিতেছিলেন। ক্যানিং এই সংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তাঁহাকে লিখিলেন, আপনি যত শীঘ্র সম্ভব, ইফিয়ার দ্বারা সসৈন্যে ফিরিয়া আসিবেন।

এই সময়ে মৌভাগ্য ক্রমে অগ্র দিক্ হইতেও লর্ড ক্যানিংয়ের সাহায্য প্রাপ্তির সুযোগ হইল। চীনাধিপতি রাজ্যস্থিত ইংরাজ-অধিবাসিগণের প্রতি সাহসকার ব্যবহার করিতে ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেন্ট তাঁহার প্রতি বিরূপ হন ও তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার সঙ্কল্প করেন। লর্ড এলগিনের প্রতি এই যুদ্ধ চালাইবার তার সমর্পিত হয়। তদনুসারে এলগিন ইংলণ্ড হইতে সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছিলেন। লর্ড ক্যানিংও তাঁহাকে ক্রমাগত এই অর্থে দুই খানি পত্র লিখেন, ভারতরাজ্যের ঘোরতর বিপদ উপস্থিত, সিপাইরা বিদ্রোহী হইয়া মিরাত ও দিল্লী অধিকার করিয়াছে। অতএব আপনাকে যত সেনা বাঁচাইতে পারেন, শীঘ্র পাঠাইয়া দিবেন। চীন রাজ্য হইতে ভারতবর্ষে সৈন্য পাঠাইলে যেরূপ ফল উপর উক্ত না কেন, আমি তাহার সম্পূর্ণ দায়ী থাকিলাম। আমি দিল্লী ও মিরাতের বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত আপনার সাহায্য চাহি না। চতুর্দিকে যে সমস্ত ইউরোপীয় সেনা আছে, তাহারা দিল্লীতে আসিয়া একত্রিত হইলেই তথাকার বিদ্রোহাখানল সহজে নিব্বাপিত হইবে। অত্যাশা শান্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যতই কালান্তিপাত হইবেক, অপরাপর প্রদেশের অপরগাক্রান্ত সেনাগণের সাহস ততই বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। অতঃপর কালান্তিপাত একবারেই পরিহার করা যাইতেছে না। বিশেষতঃ আগরার এদিকে যে সকল বিদ্রোহী পল্টনের কোন সংবাদই লওয়া যাইতেছে না, তাহাদের মধ্যে যদি

এক পশ্চিমও সাহস পূর্বক অগ্রসর হয়, তবে গঙ্গার প্রান্তবর্তী সকল স্থানই এক পক্ষের মধ্যে তাহাদের হস্তগত হইবেক বলিয়া অবধা-
বৃত্তিই রাহিয়াছে। এই সময়েই দশাহ বা দ্বাদশাহের মধ্যে প্রতি-
বিধানের সমস্ত উদ্যোগ সম্পন্ন করিয়া তোলা আবশ্যক। যদি
বিদ্রোহের বিস্তার না হইয়া এই দশ বার দিন অতিবাহিত হয়, তাহা
হইলে ভদ্রসুতা দেখিতেছি। অত্যা নিদাক্ষণ উপদ্রব ঘটবে।
যদি সেই ঘোরতর অরাজককাণ্ড নিবারণের আশয়ে অত্রত্য সৈন্য
সংখ্যা বৃদ্ধি করিবার কিছুমাত্র উপায় থাকে এবং সেই উপায় অবলম্বন
করা না হয়, তাহা হইলে আমাদিগকে গুরুতর অপরাধে অপরাধী হইতে
হইবেক। যদি আপনি নৈমিত্ত প্রেরণ করেন, তবে আমি অনুপ্রজ্ঞানীয়
প্রয়োজন সমাধা হইবার পরে এক মুহূর্তের নিমিত্ত তাহাদিগকে
এখানে রাখিব না। আপনিও যদি সেই সঙ্কেত স্বয়ং আইসেন, তাহা
হইলে আমি যার পর নাই আনন্দিত হইব।

এই সময়ে আর একটা শুভ ঘটনা দৃষ্ট হইল। বহরমপুরের
বিদ্রোহী রেজিমেন্টের পদচ্যুতি সময়ে রেজুন হইতে যে সমস্ত ইউ-
রোপীয় সেনা আনীত হয়, তাহারা তখন পর্যন্ত কলিকাতার সন্নি-
ধানে ছিল। লর্ড ক্যানিং অবিলম্বে তাহাদিগকে বিদ্রোহ-স্থানে
বাইবার আদেশ দিলেন ও এই সময়ে সেনা আনয়ন করিবার জন্ত
মাদ্রাজেও টালিগ্রাফ করিলেন। লর্ড ক্যানিং অত্যা স্থানের
অপেক্ষা পঞ্জাবের সেনাগণের উপরেই অধিকতর নির্ভর করিতেন।
তিনি অবিলম্বে আগরায় লেপ্টেনেন্ট গবর্নরকে লিখিয়া পাঠাইলেন,
আপনি পঞ্জাবের কমিশনারকে লিখিবেন যে, তিনি শিখ সেনা ও
পঞ্জাবরাজ্যস্থিত ইউরোপীয় সেনা যত বাঁচাইতে পারেন, অবিলম্বে
দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ দিল্লী উদ্ধারের নিমিত্ত যতদূর
সাধ্য, চেষ্টা করিতে হইবেক।

লর্ড ক্যানিং ইতিপূর্বে একবার বিদ্রোহের সংবাদ ইংলণ্ডে
লিখিয়াছিলেন, এক্ষণে আবার ভারতবর্ষ সম্পূর্ণ রাজমন্ত্রীর নিকট
লিখিয়া পাঠাইলেন, যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহের উত্তেজনা করিয়াছে,

তদ্ব্যতীত ব্রাহ্মণেরা এতদ্দেশীয় লোককে এই ভয় দেখাইতেছেন যে,
ইংরাজেরা হিন্দুধর্ম লোপ করিতে উদ্যত আছেন। অত্যা ব্যক্তির
অভিসন্ধি এই যে, ইংরাজদের অধীনতা হইতে মুক্ত হইবে।

১৪ ই মে মিরট ও দিল্লীর বিদ্রোহের সংবাদ কানপুরে পৌছে।
এই সময়ে কানপুরে দেড় শত ইউরোপীয় সেনা ও চারি পশ্চিম সিপাই
ছিল। সর্ হিউ লইলার উহাদের অধিনায়ক ছিলেন।

১৬ ই মে রাতে সহসা আগুন লাগিয়া প্রথম রেজিমেন্টের বাস-
শ্রেণী দগ্ধ হইয়া যায়। কানপুরে দুর্গ ছিল না, অকস্মাৎ ঐ ঘটনা
হওয়াতে সেনাপতি লইলার কতকগুলি কামান বারিকে আনয়ন
করেন। এই সময়ে ইউরোপীয় নারী ও বণিকেরা ভীত হইয়া বারিকে
আশ্রয় লন। লক্ষ্মী হইতে ৩২ সংখ্যক রেজিমেন্টের কতকগুলি সিপাই
কানপুরে আসিয়া পৌছে। নগর মধ্যে জনরব উঠে, ২৩ এ মে
সিপাইদিকে চৌটা কাটিতে হইবে, বাহাদুর চৌটা কাটিতে অস্বী-
কার করিবে, তাহাদিগকে তোপে উড়াইয়া দেওয়া হইবে। ইহাতে
কানপুরস্থিত রাজপুত্রগণের অন্তঃকরণে এরূপ ভয় সঞ্চার হয় যে,
তাহারা ২৪ এ মে মহারাজীর জন্মদিন উপলক্ষেও পাছে সিপাইরা তোপ-
ধ্বনি শুনিয়া উত্তেজিত ও বিদ্রোহে প্ররত হয় এই ভয়ে তোপ বন্ধ
করিয়া দিলেন।

এই সময়ে নানা সাহেব পারিষদ বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া বিচোর
নগরে বাস করিতে ছিলেন। লর্ড ডেলহৌসী তাহাকে ১৮৫৩ খ্রীঃ
অব্দে পৈতৃক পুস্তক লাত্রে বঞ্চিত করেন। নানা সাহেব তদবধি
রুটিষ গবর্নমেন্টের উপরে জাতক্ৰোধ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এ
পর্যন্ত রুটিষ কর্মচারীদের সহিত মৌখিক সজ্জাব রাখিয়া আসিয়া
ছিলেন। তিনি সময়ে সময়ে তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাটীতে
আনিতেন। রুটিষ কর্মচারীগণের স্থিরসিদ্ধান্ত ছিল, নানা সাহেব
পৈতৃক মান সম্মান নানের শ্রেষ্ঠ একপ্রকার বিস্মৃত হইয়াছেন;
সুতরাং তাহারা নানা সাহেবের উপরে কোন প্রকার সন্দেহ করি-
তেন না।

বিচৌর, নগর কানপুরের সম্বন্ধিত। নানা সাহেব কানপুরে বিজো-
হের পূর্বক্ষণ দেখিয়া তথাকার মাজিষ্ট্রেটকে লিখিলেন, আমার
পাঁচ শত সেনা ও দুইটী কামান আছে। যদি আপনি আমার
সাহায্য চাহেন, আমি সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি। মাজিষ্ট্রেট
তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করা আবশ্যক বোধ করিলেন। তদনুসারে
২৬এ মে নানা সাহেবের প্রতি কানপুরের ধনাগারের রক্ষণাবেক্ষ-
ণের ভার অর্পিত হয়। ধনাগার নানা সাহেবের ভবনের অনতি-
দূরে ছিল, নানা সাহেব তথায় দুইটী কামান ও দুই শত অশ্বারোহী
সেনা পাঠাইলেন।

এই সময়ে অবোধ্যার কমিশনার, লরেন্সের প্রেরিত অবোধ্যার দ্বিতীয় সংখ্যক রেজিমেন্ট কানপুরে আদিয়া পৌঁছে। সেনাপতি হুইলার ঐ রেজিমেন্টের প্রতি সন্দিহান হন ও উহাদিগকে ক্ষতেগড়ে পাঠাইয়া দেন। পথিমধ্যে উহার বিদ্রোহী হয় ও সঙ্গে যে সকল ইউরোপীয় কর্মচারী ছিলেন, তাঁহাদিগকে হত্যা করে। সে খাহা হউক, উক্ত রেজিমেন্টের কতকগুলি শিখসেনা কানপুরে ফিরিয়া আইসে। সেনাপতি হুইলার অবিলম্বে উহাদিগকে ছাড়াইয়া দেন।

কানপুরে দুর্গ ছিল না, সেনাপতি হইলার এক্ষণে বিপদ সম্মিহিত
বুঝিতে পারিয়া বার্ষিক পরিখাবেষ্টিত করিতে লাগিলেন ও সমুদায়
ইউরোপীয় অধিবাসীদিগকে বারিকে যাইয়া থাকিতে কহিলেন।
কানপুরে সৈনিক, স্ত্রী, পুরুষ ও বালক সর্বশুদ্ধ অহু্যন ৭৫০ ইউরোপীয়
ছিলেন। তাঁহারা অবিলম্বে পরিখাপরিবেষ্টিত বারিকে যাইয়া বাস
করিতে লগ্নগিলেন। ৪ টা জুন এক দ্বাসের উপযুক্ত আহার সামগ্রী
ও ত্রেজরি হইতে ১ লক্ষ টাকা বারিকে আনীত হইল কিন্তু তখন
পর্যন্ত ত্রেজরিতে ৯ লক্ষ টাকা রহিল। অস্ত্রশালা হইতে বাকদ ও
গুলি গোলা স্থানান্তরিত করিবার উপায় হইল না।

৬ই জুন রাত্রি ২ টার সময়ে সিপাহীরা বিদ্রোহে অত্যাধান করিল।
উহারা প্রথমতঃ ধনাগারে গেল, রক্ষী সৈন্যরা উহাদিগকে কোন
কথাই বলিল না; সুতরাং উহারা নিৰ্বিশাদে ধনাগার লুণ্ঠন করিয়া

নইল। এই রূপে ধনাগার লুণ্ঠন করিবার পরে বিজ্ঞোহীরা ক্লান্তি-
গারে প্রবেশ পূর্বক সমুদায় কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিল এবং
নিকটবর্তী সমুদায় আফিস দখল করিয়া ফেলিল। ইহার পরেই বিজ্ঞো-
হীরা দিল্লী যাইবার মানসে কানপুর হইতে বাহির হয়। পথিমধ্যে
উহার কল্যাণপুর নামক স্থানে ছাউনি করে।

নানাসাহেব যদিও এ পর্য্যন্ত ইংরাজদের সহিত মৌখিক সম্বা-
 রাখিয়া আসিয়া ছিলেন, কিন্তু ভিতরে ভিতরে তাঁহার সহিত বিদ্বেষী-
 দের যোগ ছিল। বিদ্বেষীরা অপহৃত অর্থের অধিকাংশই তাঁহাকে
 প্রদান করে। নানাসাহেব এক্ষণে অবসর বুঝিয়া ছদ্মভাবে পরিত্যাগ
 করিলেন। তিনি স্বয়ং বিদ্বেষীদের ছাউনিতে গিয়া কহিলেন,
 তোমরা কানপুরে ফিরিয়া আইস, তথাকার ইউরোপীয় কর্মচারী, সৈন্য
 ও সমুদায় খ্রীষ্টান অধিবাসিগণের প্রাণ সংহার কর। তৎপরে
 তোমরা, কানপুর প্রদেশের রক্ষার্থ কৃতকগুলি সেনা রাখিয়া দিল্লী
 অথবা লঙ্কো যে স্থানে ইচ্ছা, যাইও। - বিদ্বেষীরা নানাসাহেবের
 বাক্যে সম্মত হইল। নানা সাহেব ঐ দিবস সন্ধ্যার সময়ে উহাদিগকে
 সঙ্গে লইয়া কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন ও সেনা-নাশক হইলারকে
 জানাইলেন, আমি তোমাকে আক্রমণ করিতে আসিয়াছি। নানা
 সাহেব এই বাক্যটি শীঘ্রই কার্যে পরিণত করিলেন। অবিলম্বে
 চারিটি কামান আনীত হইল। নানার সেনারা বারিকের প্রতি
 গোলাবর্ষণ করিতে লাগিল। অবশেষেও বারিকের মধ্য হইতে
 গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিল। আক্রমণের প্রথম দিবস কোন পক্ষের
 বিশেষ ক্ষতি হইল না। দ্বিতীয় দিবস বিদ্বেষীরা যে একটা
 উপায় অবলম্বন করিল, তদ্বারা তাহাদিগের দলপুষ্টি বিলক্ষণ স্থবিধা
 হইল। উহার নগর মধ্যে মুসলমানের নিশান তুলিয়া দিল। ইহাতে
 কানপুরবাসী সমুদায় মুসলমান আসিয়া বিদ্বেষের সহায়তা করিতে
 লাগিল। নানা সাহেবের সেনাদল ক্রমশঃ প্রবল হইয়া উঠিল;
 সমুদায় নগর এবং বাবুদি, গুলি, গোলা প্রভৃতি যুদ্ধের সমুদায় উপ-
 করণ সামগ্রী তাঁহার হস্তে পতিত হইল; স্তব্রাৎ এক্ষণে নানা হস্ত

হইয়া উঠিলেন ও কানপুরের স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা প্রচার করিলেন ৬ তাঁহার সেনারা উত্তরোত্তর বারিকের নিকটবর্তী হইয়া অগ্নি রক্ষি করিতে লাগিল। অবশেষে যন্ত্রণার আর পরিণতি ছিল না, উহাদের মধ্যে শতাবধিক ব্যক্তি নিহত ও ইউরোপীয় নারী এবং অন্যান্য বক্তি যন্ত্রণায় উন্মত্ত প্রায় হইল, তথাপি রটিষ সেনারা অতিক্রমে ২৬এ জুন পর্যন্ত আত্মরক্ষা করিয়াছিল। নানাসাহেব ঐ দিবস প্রাতঃকালে আসিয়া ইংরাজদের নিকটে এই প্রস্তাব করেন যে, যে সকল সেনা ও যে সকল ব্যক্তি ডেলহৌসীর কার্যে লিপ্ত নহেন ও যাহারা এক্ষণে অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করিলেন, আমি তাঁহাদিগকে নিরাপদে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া দিব।

কানপুরবাসী ইংরাজেরা যোরতর বিপদে পড়িয়াছিলেন; বিশেষতঃ সেনাপতি হইলার এরূপ আহত হইয়াছিলেন যে, তাহাতে তাঁহার জীবন রক্ষার সম্ভাবনা ছিল না, সুতরাং ইংরাজেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া নানা স্নাহেবের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। অবিলম্বে ত্রিশ শত নৌকা আনীত হইল। হতাবশিষ্ট ইউরোপীয়েরা ২৭এ জুন প্রাতঃকালে এলাহাবাদে যাইবার মানসে বারিক হইতে যাত্রা করিলেন। এক্ষণে নানা সাহেবের বিশ্বাসঘাতকতা করিবার প্রকৃত অবসর উপস্থিত হইল। বর্মদ কতকগুলি ইউরোপীয় নৌকারোহণ করিয়াছেন, এমত সময়ে নাবিকেরা পূর্বকৃত বন্দোবস্ত অনুসারে নৌকার ছতরীতে আগুন দিয়া দ্রুতবেগে তীরে আসিয়া উঠিল। নানার সেনারাও চতুর্দিক হইতে আসিয়া আত্মরক্ষার উপরে ভয়ঙ্কর অগ্নিচারণ করিতে লাগিল। তাহাতে অধিকাংশ ইউরোপীয় জীবন বিনষ্ট হইল ও অবশিষ্টেরা বন্দীকৃত হইলেন। তৎপরে কানপুরে ভয়ঙ্কর হত্যাকাণ্ড চলিতে থাকে। ইউরোপীয়দিগের উপরে বর্ষার ধারার ন্যায় অবিদ্রাব্ত গোলাবর্ষণ হয়। নানার অধারোহী সেনারা করে তরবারি গ্রহণ পূর্বক চতুর্দিক হইতে আক্রমণ করিয়া হতভাগ্য ইউরোপীয়দিগের মধ্যে অনেকেরই প্রাণ সংহার করে। পরিশেষে নানা সাহেবের ভ্রাতা হত্যাকাণ্ড স্থগিত করিতে আদেশ দেন। তখন

হতাবশিষ্ট ব্যক্তিরা একটা রহং গৃহে আনীত হইল। বিদ্রোহীরা তথায় স্ত্রীলোক ও বালক ব্যতিরেকে আর সমুদায় ব্যক্তির প্রাণ সংহার করিল ও স্ত্রীলোক এবং বালকদিগকে একটা ক্ষুদ্র গৃহে আনিয়া বদ্ধ করিয়া রাখিল।

জেনারল হাবলক ৬ই জুলাই এলাহাবাদ হইতে সন্মিলিত কানপুরে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে অনেক শোচনীয় ব্যাপার তাঁহার দৃষ্টিগোচর হয়। বিদ্রোহীরা অনেক অনেক গ্রাম দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিল, অনেক অনেক গ্রাম জনশূন্য মরুভূমি তুল্য করিয়াছিল। হাবলক অনেক দূর পর্যন্ত জন-মানবের সমাগম দৃষ্টিগোচর করেন নাই।

হাবলক ১৫ই জুলাই কানপুরের নিকটে আরউড নামক গ্রামে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে বিদ্রোহীরা পরাস্ত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে। নানাসাহেব এই সংবাদ শুনিবামাত্র ভয়ানক হন ও যে সমস্ত ইংরাজ তাঁহার হস্তে পরিত হইয়া তৎকাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন, অবিলম্বে তাঁহাদের প্রাণ সংহার করিবার সূচনা করেন। তদনুসারে ঐ দিবস সন্ধ্যার প্রাক্কালে পুনরায় হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হয়। বন্দিগৃহে স্ত্রীলোক ও বালকদের মৃত্যু তিন চারি জন পুরুষও বদ্ধ ছিলেন, নানার সেনারা প্রথমতঃ পুরুষদিগকে বাহিরে আনিয়া হত্যা করে। তৎপরে নানাসাহেব স্ত্রীলোক ও বালকদিগকেও বাহিরে আনিতে আজ্ঞা দেন। কিন্তু উহারা কোন মতে বাহিরে আসিল না, পরস্পর জড়সড় হইয়া বন্দিগৃহের ভিতরেই থাকিল। সিপাইরা জানালা দিয়া গুলি করিতে লাগিল। স্ত্রীলোক ও বালকেরা ইতিপূর্বেই জর্জরিত হইয়াছিল, উহাদের মধ্যে অনেকেরই গুলির আঘাতে অবিলম্বে মৃত্যুবরণ হইয়াছিল। তৎপরে যাতকেরা খজা নইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্বক হতাবশিষ্ট হতভাগ্য বন্দিগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিল। বন্দিগৃহের মধ্য হইতে মর্মান্বিত আত্মনাদ অনবরত উদ্ভূত হইতে লাগিল। বহুক্ষণ পরে হতভাগ্য বন্দিগণের ভ্রুখানল কধিরের জ্বোতে নিকরীকৃত হইয়া গেল। হত্যাকাণ্ড শেষ হইতে না হইতে রাত্রি হইয়া পড়ে। রাত্রি

সমাগমে বন্দিগৃহের দ্বার বন্ধ হয়। নানাসাহেব সন্নিহিত একটি পাখুশালায় নাচ তামাসার আমোদে সেই রাত্রি অতিবাহিত করেন। পর দিবস প্রাতঃকালে বন্দিগৃহ পরিষ্কৃত করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে মৃত দেহ সকল একটি কুপে নিক্ষিপ্ত হয়। ইহার পরেই নানাসাহেব কানপুরের অস্ত্রশালা তোপে উড়াইয়া দিয়া পলায়ন করেন।

হাবলক ১৭ই জুলাই কানপুরে গিয়া উপনীত হন ও কানপুর অধিকার করেন। তাঁহার সেনারা পথিমধ্যে যুদ্ধ করিয়া অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছিল, তাহাদের বিশ্রাম করিতে দুই দিবস অতীত হয়। হাবলক ১৯এ জুলাই বিচোরে যাত্রা করেন। এক্ষণে তাঁহার পথ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, দুর্ভাগ্য নানা ইতিপূর্বেই সপরিবারে পলায়ন করিয়াছিল। হাবলক নির্বিবাদে বিচোরে উপস্থিত হইয়া নানার ভবন ভূমিসাৎ করিলেন ও বিচোরের অস্ত্রশালা তোপে উড়াইয়া দিয়া কানপুরে ফিরিয়া আসিলেন।

এ স্থলে ইহাও উল্লেখ করা আবশ্যিক যে, সাহাবাদ জেলার অন্তঃ-পাতী জগদীশপুরের স্মরণীয় জমিদার কুমার সিংহ বিদ্রোহী হইয়া নানাসাহেবের সহিত যোগ দেন। যে সকল ব্যক্তি বিদ্রোহী সেনা-গণের অধিনায়ক হইতেন, তন্মধ্যে কুমার সিংহ যদিও বৃদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি যথার্থ বীর পুরুষ বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। তিনি অনেক দিন পর্যন্ত ইংরাজদের বিপর্যস্তাচরণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে আহত হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিদ্রোহানলে জীবন আহুতি প্রদান করেন।

ইতিমধ্যে জেনারেল দীল মাল্লাজ হইতে সসৈন্তে কলিকাতায় আসিয়া পৌঁছিলেন। লর্ড ক্যানিংও অবিলম্বে তাহাকে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে যাইতে আদেশ করেন। তিনি হাওড়ায় পৌঁছিয়া দেখিলেন, ট্রেন প্রস্তুত, আরোহণ করিলেই হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত তাঁহার কতকগুলি সেনা নৌকার অভাবে গঙ্গা পার হইতে পারে নাই। ইফ্টেসন মার্টার, নীলকে কহিলেন, আপনার লোকেরা আসিতে

বিলম্ব করিতেছে, কিন্তু সে নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে পারি না, আমি ট্রেন ছাড়িয়া দিই। নীল অতিশয় তেজস্বী ও সাহসী ছিলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ সর্বাভিযাহারী সেনাদিগকে এই আদেশ করিলেন, যতক্ষণ অপর পার হইতে সেনারা আসিয়া না পৌঁছে, তোমরা ইফ্টেসন মার্টারকে ধরিয়া রাখ। তাঁহার আদেশ প্রকৃতরূপেই প্রতিপালিত হইল। তৎপরে অপর পার হইতে সেনারা আসিয়া গাড়িতে উঠিলে ইফ্টেসন মার্টারকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

এ দিকে লুফ্ফা নগরে কুমিস্তানর লরেন্স বিদ্রোহ-প্ররত্ত পল্টনের শান্তি বিধান ও প্রভুভক্ত সিপাইদের পুরস্কার প্রদান করিবার পর দুই এক দিবস তথায় কোন গোলযোগ লক্ষিত হয় নাই, কিন্তু তৎপরে আবার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার আরম্ভ হইল। রাত্রি ঘোণে সভা হইত, গৃহদাহও প্রায় ঘটত এবং মুসলমানদিগকে বিদ্রোহে প্ররত্ত করিবার জন্য রাস্তার মোড়ে ইস্তেফার মারা হইত। পুলিশ কর্মচারীরা কাহাকেও ধরিতে পারিত না। ইহাতে বোধ হয়, উহারা অযোগ্য ছিল, অথবা চক্রান্তকারীদিগের সহিত যোগ দিয়াছিল। পুলিশ কর্মচারীরা উত্তরকালে গবর্ণমেন্টের বিরুদ্ধে যে সকল কর্ম করে, তাহা ভারিয়া দেখিলে দ্বিতীয় পক্ষই সমর্থিত হয়।

কুমিস্তানর লরেন্স এক্ষণে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, বিপদ ক্রমশঃ সন্নিহিত হইতেছে। বিপদের আসন্নতা নিবন্ধন পূর্বে যেরূপ উদ্বেগ করিয়া রাখা আবশ্যিক, লরেন্স তৎসমুদাই করিয়াছিলেন। তিনি মুচিভন অট্টালিকা প্রাচীর-বেষ্টিত করিয়া দুর্গ স্বরূপ করিলেন; তিনি মুচিভন উপরে প্রহরী নিযুক্ত রাখিলেন ও রেসিডেন্সি * দুর্ভুক্ত সেতুর উপরে প্রহরী নিযুক্ত রাখিলেন ও অশক্তদিগকে লইয়া গেলেন।

* ইংরাজদের রাজনীতি সম্পর্কে এই একটি নিয়ম প্রচলিত আছে যে, মিত্র ভাবাপন্ন রাজার নিকটে, চিরস্থায়ী দূত-স্বরূপ অশকীয় এক ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিয়া থাকেন, তাঁহাকে রেসিডেন্ট কহে। নবাবের আধিপত্য কালে লুফ্ফা নগরে এক জন রেসিডেন্ট ছিলেন। তাঁহার তরত্ব বাসস্থানের নাম রেসিডেন্সি।

লরেন্স যদিও এই সকল সময়ে অতিশয় উদ্বিগ্ন ছিলেন, তথাপি অশ্বা-
রোহণ করিয়া সর্বদাই নগর মধ্যে বেড়াইতেন ও সহপদে দিয়া
অধিবাসীদিগকে বশবর্তী করিবার চেষ্টা করিতেন। অধিবাসীরা
তাহার বাক্যে মৌখিক সম্মতি প্রদর্শন করিত বটে, কিন্তু তাহাদের
অন্তঃকরণ সেরূপ ছিল না; সুতরাং লরেন্সের সমুদায় প্রয়াস বিফল
হইয়া গেল।

৩০ এ মে রাত্রি ৯টার সময়ে লক্ষ্মী নগরে প্রকাশ্য বিদ্রোহ
আরম্ভ হইল। ঐ সময়ে সহসা ১১ সংখ্যক রেজিমেন্টের বাসত্রোণী
হইতে গুলি গোলাবর্ষণ প্রভৃতি গোচর হয়। জেনারেল হ্যাণ্ডস্কোম্
ঐ স্থানের নিকটে থাকিতেন, তিনি তৎক্ষণাৎ দ্রুতপদে তথায় উপ-
স্থিত হইলেন ও গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করিলেন। লেপটেনেন্ট
প্রাণ্ট পাহারায় ছিলেন, তিনিও গুলির আঘাতে আহত হইলেন।
একজন সুবেদার তাহাকে খাটিয়ার নীচে লুকাইয়া রাখিল ও বিদ্রোহী-
দিগকে কহিল, তিনি পলাইয়াছেন। কিন্তু একজন হাবেলদার
ঐ খাটিয়া দেখাইয়া দিল। বিদ্রোহীরা অমনি তাহাকে তথা হইতে
বাহিরে আনিয়া পশুর জাম হত্যা করিল।

এদিকে কমিস্যনর লরেন্স গুলি গোলাবর্ষণ শুনিবামাত্র অশ্বারো-
হণে ঐ স্থানে আসিঙ্গেন। তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে
বিদ্রোহীদের সহিত বিদ্রোহোন্মুখ নগরবাসিগণের যোগ না হয়।
তিনি এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির নিমিত্ত দুইটি কামান ও এক দল ইউরোপীয়
সেনা পথে রাখিলেন ও অবশিষ্ট সেনাগণকে বিদ্রোহীদের দমনের
জন্য পাঠাইলেন। বিদ্রোহীরা ভাঙ খাইয়া মৃত হইয়াছিল, তাহারা
অগ্রসর হইয়া ইউরোপীয় সেনাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিল। কিন্তু
তোপধনি শুনিয়া এক উত্তম স্রস্র আবাসে দৌড়িয়া গেল ও তথা
হইতে গুলি ছুড়িতে লাগিল, কিন্তু ইউরোপীয় সেনারা কামান লইয়া
নিকটবর্তী হইবামাত্র বিদ্রোহীরা চতুর্দিকে পলাইতে আরম্ভ করিল।
অবিলম্বে তাহাদের প্রাণ সংহার জন্য এক দল দেশীয় অশ্বারোহী
সেনা প্রেরিত হইল। কিন্তু বিদ্রোহীদের উপরে অত্যাচার করা

অশ্বারোহী সেনাগণের অভিমত ছিল না, সুতরাং কোন বিশেষ ফল
লাভ হইল না। তৎপরে বিদ্রোহীরা ৩১ এ মে রাত্রি ৪ টার সময়ে
মুদগিপুর্ অসিয়া পৌঁছে। অশ্বারোহী সেনারা অনুসরণে বিরত
হইয়াছে দেখিয়া বিদ্রোহীরা তথা হইতে লক্ষ্মী নগরে ফিরিয়া চলিল।
তাৎপর্য্য এই, তথায় যাইয়া অপরাপর রেজিমেন্টের সিপাইদের সহিত
মিলিত হইবে। লরেন্স উহাদিগকে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত
ছিলেন, তিনি রেসিডেন্সি রক্ষিত করিয়া দুই শত ইউরোপীয় সেনা,
দুইটি কামান ও ৭ সংখ্যক অশ্বারোহী সেনা লইয়া অগ্রসর হইয়াছি-
লেন। বিদ্রোহীরা ইউরোপীয় সেনাদিগকে আনিতে দেখিয়া পলাইতে
লাগিল। ইউরোপীয় সেনারা গোলা বর্ষণ করিতে করিতে মুদগি-
পুর্ পর্য্যন্ত উহাদের অনুসরণ করে। উহাদের ২১৩ ব্যক্তি হত ও ষাট
জন বন্দীকৃত এবং ইংরাজদের মধ্যে এক জন নিহত হয়।

লক্ষ্মী নগরটি ষড়যন্ত্রকারী লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সুতরাং
এ অবস্থায় নগর পরিত্যাগ করিয়া অধিক দূর যাওয়া অকর্তব্য বোধে
লরেন্স নগরে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি ফিরিয়া আসিবার পরেই
নগর মধ্যে সাংগ্ৰামিক আইন প্রচার করিলেন, সেনানিবেশ হইতে,
সেনা ও কামান বিভাগ পূর্বক রেসিডেন্সি ও মুচিভন দুর্গে পাঠাই-
লেন। সেনানিবেশে কেবল চারিটি কামান ও দুই শত সেনা
থাকিল। এই ঘটনার কতিপয় দিবস পরে লক্ষ্মী নগরে সিপা-
ইরা পুনরায়, বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করে; নগরের সমুদায় অধিবাসী
আসিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয় ও তাহারা মুচিভন দুর্গ ও
রেসিডেন্সির উপরে গোলা বর্ষণ আরম্ভ করে।

লক্ষ্মী নগর অযোধ্যারাজ্যের রাজধানী ছিল। লর্ড ডেল-
হৌসী রাজ্য শাসনের শেষে অযোধ্যা রাটস অধিকার তুল্ল করেন।
অযোধ্যার নবাবেরা কোম্পানি বাহাদুরের সহিত চিরমোহাদ্দা হইতে,
বদ্ধ ছিলেন ও তাহাদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীও অভাব ছিল না;
সুতরাং জয় করিয়া অথবা প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাই বলিয়া তেল;
হৌসী অযোধ্যা রাটস অধিকার তুল্ল করেন নাই, অযোধ্যার শাসন

কাণ্ডে যে বিশৃঙ্খলা ঘটয়াছিল, ডেলহৌসী তাহাকেই অযোধ্যা প্রক্টের প্রকৃত কারণ মনে করিয়া লন।

উপস্থিত ভয়ঙ্কর বিদ্রোহের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখিলে ডেলহৌসীর ঐ শেষ কার্য্যটির দোষ গুণ অন্যায়সে সকলেরই হৃদয়-জন্ম হইতে পারে।

বহুকাল অবধি ভারতবর্ষে এই নীতি আছে, ঔরঙ্গ পুত্রের স্থায় দত্তক পুত্রও বিষয়াধিকারী হয়। লর্ড ডেলহৌসী সেই চিরন্তন নীতি লঙ্ঘন পূর্বক প্রথমতঃ সেতারা, নাগপুর প্রভৃতি রাজ্যের রাজগণের গৃহীত দত্তক পুত্রদিগকে রাজ্যলাভে বঞ্চিত ও তাঁহাদের রাজ্য রটিষ অধিকারভুক্ত করেন। ইহাতে ভারতবর্ষীয় অপরাপর রাজগণের অন্তঃকরণে এই সংস্কার জন্মে যে, রটিষ গবর্ণমেন্টের স্থায় অস্থায় বিবেচনা নাই। রটিষ গবর্ণমেন্ট রাজ্য লইবার সুযোগ পাইলে তাহাতে উপেক্ষা করেন না। অতএব হয় তো একদিন কোন ছল করিয়া বলপূর্বক আমাদেরকেও রাজ্যচ্যুত করিতে পারেন। তৎপরে ঔরঙ্গ পুত্রসদৃশ অযোধ্যারাজ্য রটিষ অধিকারভুক্ত করিতে দেখিয়া তাঁহাদের সেই সংস্কার বদ্ধমূল হয় ও তাঁহারা রটিষ গবর্ণমেন্টের ঘোরতর বিপক্ষ হইয়া উঠেন।

কোন কোন ইতিহাস লেখক কহেন, ডেলহৌসী সেতারা ও নাগপুর প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য অধিকার করিবার সময়ে প্রকৃত উত্তরাধিকারী নাই অথবা যথাবিধি দত্তক গ্রহণ হয় নাই, এইরূপ ছল করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তিনি লোকপন্থাদ হইতে পরিজ্ঞান পান নাই, অন্বেষকই তাঁহার অনেক নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন, কিন্তু অযোধ্যার বিষয়ে সেরূপ দৃষ্ট হইতেছে না। অযোধ্যায় সর্বদাই ঘোরতর অত্যাচার হইত, প্রকৃতিবর্গ নবাবের প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, অতএব ডেলহৌসী অযোধ্যা রটিষ রাজ্যে যোগিত করিয়া উত্তম কার্য্য করিয়াছেন। আমরা তাঁহাদের এই সিদ্ধান্ত কোন মুতেই অনুমোদন করিতে পারি না। যদি নবাবের শাসনকার্য্য-দোষে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার প্রতি অপরাধী হইত, তাহা হইলে তাহারা

কখন বিদ্রোহের সহায়তা করিত না, বরং উৎকৃষ্ট রাজার রাজ্যে বাস করিতেছি ভাবিয়া কোম্পানির সশ্রদ্ধতাচরণই করিত। অথবা নবাব রাজ্য মধ্যে ক্রুত্যাচার করিতেন, প্রকৃতিবর্গ তাঁহার প্রতি বিরূপ হইয়াছিল, ইহা আমরা স্বীকার করিলাম, কিন্তু নবাবের শাসনপ্রণালীর দোষ তাঁহার রাজ্য অপহরণ করিবার কারণ হইতে পারে না। কোম্পানি ও নবাবের মধ্যে যে সন্ধি স্থাপিত হয়, কোম্পানি বাহাদুর, সেই সন্ধির নিয়মানুসারে অযোধ্যা শত্রুগণের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন ও যাহাতে অযোধ্যার রাজকার্য্য সুন্দর রূপে সংশ্লিষ্ট হয়, তদনুরূপ উপদেশ ও পরামর্শ দিবেন, অঙ্গীকার করেন। কিন্তু শাসনকার্য্যের বিশৃঙ্খলা ঘটিলে অযোধ্যারাজ্য যে অপহরণ করিতে হইবেক, এরূপ কোন নিয়ম ছিল না ও এরূপ নিয়ম হইতেও পারে না। ভূগুণে নানা প্রকার শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে। সকলেই স্ব স্ব শাসন প্রণালী উৎকৃষ্ট বলিয়া থাকেন; সুতরাং কোন শাসনপ্রণালী সর্বোৎকৃষ্ট, তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণীত হইতে পারে না। অতএব যদি শাসনপ্রণালীর দোষ থাকিলে কোন রাজার রাজ্য অধিকার করি সন্নিহিত ভূপতির দৃষ্টে বিহিত হইত, তাহা হইলে ভূগুণে নিরন্তর গোলযোগ ও বিবাদ বিসম্বাদ ব্যতীত আর কিছুই দৃষ্ট হইত না। অতএব যদি সন্ধির নিয়মানুসারে রাজগণের কার্য্য করা যান্নানুগত হয়, তাহা হইলেও ডেলহৌসীর এই কার্য্যটি নিতান্ত গর্হিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অযোধ্যার নবাবেরা শত বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা কখনই রটিষ গবর্ণমেন্টের কোন অপকার করেন নাই, প্রত্যুত নানা প্রকারে উপকারই করিয়াছিলেন। যুদ্ধকালে অর্থ দিয়া তাঁহারা রটিষ গবর্ণমেন্টের আনুকূল্য করেন; রটিষ গবর্ণমেন্ট শান্তি স্থাপনে নিমগ্ন হইলে, তাঁহারা অর্থ দিয়া তাঁহাদের উদ্ধার করেন। অতএব যদি উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা যুক্তিযুক্ত ও যান্নানুগত হয়, তাহা হইলেও ডেলহৌসীর এই কার্য্যটি গর্হিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।

অযোধ্যা কোম্পানির রাজ্যে যোজিত করাতে নবাব রাজকীয়-বর্জিত হইলেও প্রজাবর্গের সুখসমৃদ্ধি রুদ্ধ হইয়াছে সন্দেহ নাই, কিন্তু ডেলহৌসী যে কেবল প্রজাবর্গের মঙ্গলার্থ অযোধ্যা ব্রিটিশ অধিকার ভুক্ত করিয়াছিলেন, ইহা স্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি প্রজাবর্গের কল্যাণ সাধন করা ডেলহৌসীর প্রধান উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে তিনি অযোধ্যার অনুপযুক্ত নবাবকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার আত্মীয়গণের মধ্য হইতে কোন একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নবাব করিলেও করিতে পারিতেন। পূর্বে ভারতবর্ষীয় রাজগণ সংগ্রাম অথবা কোন জাতির স্বাধীনতা হরণ শ্লাঘনীয় বিবেচনা করিতেন, কিন্তু কালসহকারে রাজগণের সেরূপ কচির পরিবর্ত হইয়া গিয়াছে। অধুনা সর্বত্র সমাজে এরূপ কোষের অনুষ্ঠান কেবল আশ্রয় ও মানরক্ষার নিমিত্তই অনুমোদনীয় হইতে পারে। কিন্তু লর্ড ডেলহৌসী মানরক্ষা অথবা আশ্রয়প্রাপ্তির জন্ত অযোধ্যা রাজ্যের বিলোপ করিয়াছিলেন, একথা উল্লেখ যোগ্য হইতে পারে না। ফলতঃ যে কোনরূপে বিবেচনা করা যায়, তাহাতেই ডেলহৌসীর এই শেষ কার্যটি অতিগরিষ্ঠ ও এই উপস্থিত বিদ্রোহানলের সমী-রণ স্বরূপ বলিয়া আমাদের প্রতীতি জন্মে।

লর্ড নগরে বিদ্রোহ ঘটবার পরে অযোধ্যার কমিশনার লরেন্স মুচিভন দুর্গ ও রেসিডেন্সি এই দুইটি স্থান রক্ষা করা অসাধ্য বিবেচনা করিয়া মুচিভন দুর্গ হইতে সমুদায় অধিবাসী, সমুদায় সেনা ও কামান বারুদ প্রভৃতি যুদ্ধের সমুদায় সামগ্রী রেসিডেন্সিতে আনিইলেন এবং এই দুর্গটি তোপে উড়াইয়া দিলেন। ইহাতে রেসিডেন্সি-বাসিগণের সান্নিধ্য কিঞ্চিৎ বর্ধিত হইল।

লরেন্স এই রূপে রেসিডেন্সি রক্ষিত করিয়া কালক্ষেপ করিতে লাগিলেন। বিদ্রোহীরা ১লা জুলাই রেসিডেন্সি অবরোধ করিতে আরম্ভ করে। লরেন্স ঐ দিবস আপনার কুঠরিতে বসিয়া কোন কর্ম-চক্রীর সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, এমন সময়ে বিদ্রোহীদের নিক্ষিপ্ত একটি গোলা আসিয়া তাঁহার গৃহের ভিতরে পড়ে, কিন্তু

গোলাটি ফাটিবার পূর্বে তাঁহার তথ্য হইতে সরিয়া গেলেন। ইহাতে সে দিবস তাঁহাদের কোন অনিষ্ট ঘটিল না। উক্ত কর্মচারী লরেন্সকে কহিলেন, এ ঘরটি বিদ্রোহীদের লক্ষ্য হইয়াছে; অতএব আপনার এ ঘরে থাকা কুর্ভাব্য নহে, আপনি আর একটি কুঠরিতে গিয়া থাকুন। লরেন্স তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পর দিবস তিনি সেই ঘরে বসিয়া আছেন, এমন সময়ে আর একটি গোলা আসিয়া ঠিক সেই স্থানে পড়িল ও ফাটিয়া গেল। ইহাতে লরেন্সের শরীর মর্মান্তিক আহত হয়। তিনি দুঃসহ যন্ত্রণা সহ করিয়া দুই দিবস জীবিত ছিলেন, তৎপরে ৪ঠা জুলাই প্রাণত্যাগ করেন।

রেসিডেন্সিবাসী সমুদায় ব্যক্তি লরেন্সের সাহস ও বুদ্ধি-কৌশলের উপরে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেন, এক্ষণে তাঁহার এইরূপ ক্ষোভনীয় পরিণাম দেখিয়া এক ধারে ভয়োত্তম হইলেন। বিদ্রোহীদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে তাঁহাদের প্রাণ ওষ্ঠাগত হইয়াছিল, ভূতেরা একবার বাহিরে গেলে আর ফিরিয়া আসিত না, অধিক বেজ্ঞ দিতে স্বীকার করিলেও কেহই চাকরী স্বীকার করিত না। অনেক অনেক মজাস্ত ইউরোপীয় নারীদিগকে স্বয়ং সন্তানগণের হেবা শুশ্রূষা করিতে হইত ও তাঁহাদিগকে স্বয়ং বস্ত্র ধৌত করিতে হইয়াছিল এবং তাঁহারা যে যৎকিঞ্চিৎ আহার সামগ্রী পাইতেন, তাহা তাঁহাদিগকে স্বহস্তে পাক করিতে হইত।

রেসিডেন্সিবাসীরা সাহায্য ও সংবাদ পাইবার মানসে প্রতিদিন চর পাঠাইতেন, কিন্তু উহাদের মধ্যে কেহই আর ফিরিয়া আসিত না। অবশেষে ২৬ই জুলাই অশ্বদ নামক এক ব্যক্তি কানপুর হইতে এই সংবাদ লইয়া আইসে যে, হাবলক সসৈন্যে যাত্রা করিয়াছেন। তিনি ৫। ৬ দিবসের মধ্যে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। রেসিডেন্সিবাসীরা আশ্বিনে একজন চরের দ্বারা হাবলককে এই কথা বলিয়া পাঠাইলেন যে, যখন আপনি নগরের সন্নিধানে আসিয়া পৌঁছিবেন, ঐ সময়ে দুইটি হাউই ছুটিবেন। তাহা হইলে আমরা আপনার আগমন সংবাদ জানিতে পারিব ও আপনার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইয়া থাকিব।

সে যাহা হউক, ছয় দিবস অতীত হইল, তথাপি হাবলক আসিয়া পৌঁছিলেন না। ইহাতে রেসিডেন্সিবাসীরা আরও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহারা দিবসে বিদ্রোহীদের অত্যাচার সহ্য করিয়া রাগিত্তে কেবল হাউই লক্ষ্য করিয়া থাকিতেন। এইরূপে কিছু দিন অতীত হইল। অনন্তর তাঁহারা ২২এ আগষ্ট শনিতে পাইলেন, হাবলক আসিতেছিলেন বটে, কিন্তু পথিমধ্যে তাঁহাকে বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হয়। তাঁহার সঙ্গে যে সমস্ত যুদ্ধসামগ্রী ছিল, তাহা নিঃশেষিত হওয়াতে তিনি তৎসমুদায় পুনরায় সংগ্রহ করিবার জন্ত ফিরিয়া গিয়াছেন।

২২এ সেপ্টেম্বর হাবলক ও আর্ডটরাম দুই জনে মিলিয়া সর্বৈক লক্ষ্মী নগরের সন্নিধানে গিয়া পৌঁছিলেন। এই সময়ে সন্ধ্যা হয়। রাত্রি সমাগমে আর্ডটরাম কহিলেন, আজি বাহিরে থাকা ষাউক। হাবলক বলিলেন, যখন পৌঁছিয়াছি, যে কোণরূপে হউক, আজি রাত্রিতেই নগরমধ্যে যাইয়া রেসিডেন্সিবাসিগণের দুঃখ মোচন করিতে হইবে। অনন্তর তাঁহারা নগরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। বিদ্রোহীরা ছাদের উপর হইতে অবিশ্রান্ত গুলিগোলা বর্ষণ করিতে লাগিল। ইহাতে হাবলকের সেনাগণের মধ্যে অনেককে হতাহত হয় বটে, তথাপি তাহারা হটিয়া আসিল না। তাঁহারা পৌঁছিবামাত্র রেসিডেন্সিবাসীরা অতিশয় হর্ষিত হইল ও জয়ধ্বনি করিতে লাগিল। হাবলক উপস্থিত হওয়াতে রেসিডেন্সিবাসিগণের দুঃখের কিঞ্চিৎ লাঘব হইল বটে, কিন্তু তাহারা মুক্ত হইতে পারিল না, তাহাদের বাহির হইবার কোন উপায় ছিল না, বিদ্রোহীরা রেসিডেন্সি বেষ্টিত করিয়া রাখিয়াছিল। বিদ্রোহীদের সংখ্যা অনেক অধিক, কিন্তু রুটিস সেনার সংখ্যা অতি অল্প; বিশেষতঃ রেসিডেন্সি আহুত, পীড়িত, স্ত্রীলোক এবং বালকে প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছিল। এরূপ অবস্থায় হাবলক যুদ্ধ করিতে পারিলেন না ও রেসিডেন্সিবাসীদিগকে স্থানান্তরিত করিতেও সাহসী হইলেন না। অন্তর্য্য তাহাকে কষ্ট স্বক্টে রেসিডেন্সিতেই থাকিতে হইল।

এ দিকে দিল্লী নগর বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা হয়। দিল্লী প্রাচীর-খোঁড় ও দুর্গ-রক্ষিত। তথায় রক্ত মোগলসম্রাট বাস

করিতেন। দিল্লীতে অনেক দিন অবধি ইউরোপীয় সেনা ছিল না, তথাংকার সমুদায় সিপাইরা যাইয়া বিদ্রোহীদের সহিত মিশ্রিত হয়। লেপ্টনেণ্ট উলবি দিল্লীর অস্ত্রশালায় অধ্যক্ষ ছিলেন, তিনি অস্ত্রশালা রক্ষা করা অসাধ্য দেখিয়া বাকদের ঘরে অগ্নি সংযোগ করিয়া উহা উড়াইয়া দেন। ইহাতে পথবাহী অনেক ব্যক্তির জীবন বিলম্ব হয় ও সন্নিহিত অনেক অনেক গৃহ দগ্ধ হইয়া যায়, কিন্তু ইংরাজদের পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়াছিল। বাকদ, গোলা প্রভৃতি যুদ্ধের সামগ্রী কিছুই বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হয় নাই। দিল্লীনগরবাসী যে কয়েক জন ইউরোপীয় পূর্বে সাবধান হইয়াছিলেন, কেবল তাঁহারা পলাইয়া জীবন রক্ষা করেন। অবশিষ্ট সমুদায় ইউরোপীয় বিদ্রোহীদের হস্তে পতিত হইয়া কলেবর পরিত্যাগ করেন। বাদশাহ সিংহাসনে আরুঢ় হন। পুরাতন মোগল পতাকা পুনরায় উত্তোলিত হয়। প্রধান সেনাপতি অ্যান্সন সিম্‌লিয়া পাহাড়ে ছিলেন, তিনি এই ভয়ঙ্কর সংবাদ পাইবামাত্র অশ্বাশ্রয় নগরে ফিরিয়া আইসেন ও তথা হইতে সর্বৈক দিল্লীর অভিযুক্ত যাত্রা করেন। তিনি পথিমধ্যে ফরনাল নামক স্থানে পৌঁছিয়া ওলাউচা রোগে আক্রান্ত হন ও ২৭এ মে কলেবর পরিত্যাগ করেন। অ্যান্সনের মৃত্যুর পরে বার্নার্ড প্রধান সেনাপতি হইয়া দিল্লী উদ্ধার করিবার নিমিত্ত যাইতে ছিলেন, কিন্তু তিনিও পথিমধ্যে দুর্ভাগ্যক্রমে নিধন প্রাপ্ত হন। এই সকল ঘটনা হওয়াতে দিল্লীর বিদ্রোহীরা আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিল। শাহজাদারা সেনাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন, কিন্তু ক্রুরূপে দৈত্য চালনা করিতে হয় ও ক্রুরূপে সৈন্যদিগকে বশবর্তী করিতে হয়, তাহারা তাহার কিছুই জানিতেন না, স্তব্ধতা সিপাইরা উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ভয়ঙ্কর অত্যাচার আরম্ভ করিল।

এদিকে সর্বকোলিন ক্যাম্বেল (ইনি উত্তর কালে লর্ড ক্লাইড নামে বিখ্যাত হন) লক্ষ্মী নগরে রেসিডেন্সিবাসীদিগকে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত ২৭এ অক্টোবর কলিকাতা হইতে যাত্রা করিয়া ৫ই নভেম্বর কানপুরে উপনীত হন। তিনি কানপুরে কতিপয় দিবস ছিলেন, অনন্তর চতুর্দিক হইতে সেনা সংগ্রহ করিয়া লক্ষ্মী যাত্রা করেন।

ক্যাথল অতি উপযুক্ত সেনাপতি ছিলেন; তিনি আপনার সেনা অপেক্ষা লক্ষ গুণ অধিক বিদ্রোহী সেনার সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে ১৭ই নবেম্বর রেসিডেন্সিতে উপনীত হন। রেসিডেন্সিস্থিত বালক, স্ত্রীলোক, আহত ও পীড়িতদিগকে স্থানান্তরিত করিবার বন্দোবস্ত করিতে চারি দিবস অতীত হয়। ক্যাথল উহাদিগকে ২২ এ নবেম্বর নিরাপদে কানপুরে লইয়া যান। এইরূপে রেসিডেন্সিবাসীরা মুক্তি লাভ করিলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্যে নগরটী বিদ্রোহীদেরই হস্তে থাকিল। ক্যাথলের এত অধিক সেনা ছিল না যে, তিনি বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া লক্ষ্যে অধিকার করিতে পারিতেন, সুতরাং তাঁহাকে কিছু কাল সেনার নিমিত্ত অপেক্ষা করিতে হইল।

ইতিপূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে, মিরাতের বিদ্রোহ ও দিল্লী পরাজয়ের সংবাদ শুনিবামাত্র লর্ড ক্যানিং আগরার লেপ্টেনেন্ট গবর্নরকে লিখিয়া পাঠান, আপনি পঞ্জাবের কমিশনরকে লিখিবেন যে, তিনি শিখ সেনা ও পঞ্জাবরাজস্থিত ইউরোপীয় সেনা যত বাঁচাইতে পারেন, অবিলম্বে দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। প্রথমতঃ দিল্লী উদ্ধারের নিমিত্ত যতদূর সাধ্য চেষ্টা করিতে হইবেক। তদনুসারে কমিশনর সব জন লরেন্স দিল্লীতে শিখসেনা পাঠান। পাতিয়ালা ও ঝিণ্ডির রাজাও এই সময়ে সৈন্য দ্বারী বিস্তার সাহায্য করেন। জেনেরল উইলসন সেনাপতি হন। এই সকল সেনারা আসিয়া এই সেপ্টেম্বর দিল্লী অবরোধ করিতে আরম্ভ করে। দুই দিবস দিল্লীর উপরে অনবরত গোলাবর্ষণ হয়। তাহাতে নগরপ্রাচীরের দুইটী স্থান ভগ্ন হইয়া যায়। উইলসন ১৪ই সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীদিগকে আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ছয়দিবস যুদ্ধ হয়। ব্রিটিশ সেনাপতি ২০এ সেপ্টেম্বর দিল্লী নগর পুনরধিকার করেন। বিদ্রোহীরা পলাইয়া অযোধ্যায় যান। বাদশাহ ও উপায়ান্তর না দেখিয়া পলায়ন করেন, কিন্তু এক দল আগরোহী সেনা অনুসরণ করাতে তাঁহাকে পরিশেষে আত্ম সমর্পণ করিতে হয়।

১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২ রা অক্টোবর কলিকাতায় লর্ড ক্যানিং

সংবাদ পাইলেন, জেনেরল উইলসন দিল্লী পুনরধিকার করিয়াছেন ও বাদশাহ বন্দীকৃত হইয়াছেন। দিল্লী বিদ্রোহীদের প্রধান আড্ডা ছিল, তথায় ক্রমাগত চারি মাস বিদ্রোহ থাকে, সুতরাং দিল্লী উদ্ধার হওয়াতে বিদ্রোহীদের মস্তক চূর্ণীকৃত হইল।

ইতাবসরে সিংহল ও চীন প্রভৃতি নানা স্থান হইতে ব্রিটিশ সেনা সকল এদেশে আসিয়া উপস্থিত হইতে লাগিল। নেপালের সেনা, যাক্ জং বাহাদুর সর্দেন্ত্রে আসিয়া ব্রিটিশ সেনার সহিত মিলিত হন। স্যর কোলিন, ক্যাথল এইরূপে বৃদ্ধিত-সামর্থ্য হইয়া লক্ষ্যে যাত্রা করেন। তিনি তথায় পৌঁছিয়া ৫ই মার্চ অবধি ১৬ই পর্যন্ত বিদ্রোহীদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তৎপরে ঐ দিবস লক্ষ্যনগর পুনরুদ্ধার ইংরাজদের হস্তগত হয়। বিদ্রোহীরা চতুর্দিকে পলায়ন করে। ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৩রা মার্চ লর্ড ক্যানিং অযোধ্যার কমিশনর আউটরামের নিকটে এই উপদেশ সহকারে একখানি ঘোষণা পত্র পাঠাইয়াছিলেন যে, আপনি লক্ষ্যে হস্তগত হইবামাত্র উহা তথায় প্রচার করিবেন। এক্ষণে সেই ঘোষণা পত্র প্রচার করিবার সময় উপস্থিত হইল। ঐ ঘোষণার মর্ম এই, ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের উপরে অযোধ্যার যে ছয় জন তালুকদারের ভক্তি অবিচলিত আছে, কেবল তাঁহারা ই পদস্থ থাকিবেন। অপরাপর সমুদায় ব্যক্তির ভূমিসম্পত্তি রাজাধিকারভুক্ত করাইবে। তবে এক্ষণে অযোধ্যার যে সমস্ত তালুকদার, জমিদার ও প্রধান প্রধান ব্যক্তি অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কমিশনরের নিকটে আত্মসমর্পণ করিবেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা কোন ইংরাজ-হত্যার পাপে জিণ্ড হইয়াছেন, সপ্রমাণ হইবে, গবর্নর জেনেরল অঙ্গীকার করিতেছেন, তাঁহাদের জীবন ও মর্যাদা রক্ষা করিবেন। এতদ্বিধা তাঁহাদের উপরে আর কোন প্রকার অত্যাচার করা ব্রিটিশ গবর্নমেন্টের নীতি ও ক্ষমতার উপরে নির্ভর করিতেছে, গবর্নর জেনেরল সে বিষয় অঙ্গীকার করিতে পারেন না।

অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন, লর্ড ক্যানিংয়ের ঘোষণা অযোধ্যায় প্রচারিত হইলে তথায় বিদ্রোহের শান্তি না হইয়া বরং বিস্তার

হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু দৌভাগ্য ক্রমে তাহা হয় নাই। লর্ড ক্যানিংও যে অভিপ্রায়ে ঘোষণা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ রূপেই সফল হয়। মানসিংহ প্রভৃতি প্রধান প্রধান তালুকদারেরা অস্ত্র শস্ত পরিত্যাগ করিয়া ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের শরণাগত হন। অযোধ্যার বিদ্রোহানলও নিব্বপিত হইয়া যায়।

এদিকে অযোধ্যার ঘোষণার বিষয় ইংলণ্ডে প্রচার হইবার পরে বোর্ড অব কন্ট্রোলার অধ্যক্ষ লর্ড এলেনবরা ক্যানিংয়ের প্রতি অসন্তুষ্ট হন ও ভৎসনাপূর্ণক তাঁহাকে লিখেন, আপনি অযোধ্যায় যেরূপ ঘোষণা করিয়াছেন, তদ্বারা তথায় শান্তি স্থাপন হওয়া সম্ভব বেশি হয় না। অন্যান্য দেশের লোকেরা যেরূপ পৈতৃক সম্পত্তির উপরে স্নেহ করিয়া থাকে, ভারতবর্ষীয়দেরও সেই রূপ পৈতৃক-সম্পত্তির প্রতি মমতা আছে। আপনার ঘোষণায় যে কোম নিগূঢ় অভিপ্রায় থাকুক না কেন, উদ্ভাৱা এই বোধ হইবেক যে, আপনি অযোধ্যাবাসী অধিকাংশ ব্যক্তিকে সেই প্রিয় সম্পত্তি লাভে বঞ্চিত করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

পক্ষপাতশূন্য চিত্তে বিবেচনা করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, যে সকল রাজ্য বহুকাল অবধি ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের করতলস্থ আছে, তদ্ব্যতীত লোকের বিদ্রোহাচরণ ও হতন গৃহীত অযোধ্যা রাজ্যের বিদ্রোহ পরস্পর অনেক বিভিন্ন। অযোধ্যার নবাব ও তাঁহার পূর্ব-পুরুষেরা প্রজাদের উপরে যত কেন দৌরাস্ত্য করুন না, কিন্তু তাঁহারা কখনই সন্ধি ভঙ্গ করেন নাই, বিপদের সময়ে তাঁহারা অনেক বার আমাদের সাহায্য করিয়াছেন ও তাঁহারা কখনই ব্রিটিশ গবর্ণমেন্টের প্রতিকূল ব্যবহার করেন নাই। আমরা সন্ধির নিয়ম লঙ্ঘন পূর্বক অযোধ্যাধিপতিকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছি। তৎপরেই তথায় ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করা হয়, তাহাতে প্রধান প্রধান জমিদার চিরাদিকূল ভূমি সম্পত্তিতে একবারে বঞ্চিত হন। অতএব এরূপ অবস্থায় অযোধ্যায় যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছে তাহাকে ন্যায়গত সংগ্রাম বলিলেও অসঙ্গত হয় না। সুতরাং ত্রিমিত্ত অযোধ্যাবাসীদের

প্রতি কাঠিন্য প্রয়োগ অপেক্ষা অনুগ্রহ প্রদর্শন করাই কর্তব্য। সচরা-চর দেখিতে পাওয়া যায়, জেতুগণ পরাজিতদিগের মধ্যে অনেককেই ক্ষমা করেন, অল্প ব্যক্তির শাস্তি বিধান করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি সেই প্রসিদ্ধ রীতির ঠিক বিপরীত কার্য্য করিতেছেন। আপনি অল্প ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ও অধিকাংশ ব্যক্তির শাস্তি বিধান করিবার সংকল্প করিয়াছেন।

ব্রিটিশ গবর্ণমেন্ট প্রজাপুঞ্জের মনোরঞ্জন করিয়া রাজত্ব করেন, ইহাই আমাদের প্রার্থনীয়। কিন্তু সর্বসাধারণের ভূমি সম্পত্তি বাজে-রাগ করিলে প্রজাগণের সুভাষের সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা অন্যায় করিতেছেন, ভাবিয়া যে, রাজ্যের লোকে রাজ-দ্রোহী হয়, তথায় যত যেন সেনা থাকুক না, সেই রাজার রাজত্ব কখনই চিরস্থায়ী হইতে পারে না। যদিও কোন রূপে সে রাজ্য রক্ষা করিবার সম্ভাবনা থাকে, তথাপি তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব আমাদের ইচ্ছা এই, আপনি অযোধ্যাবাসিগণের প্রতি যে শাস্তি বিধান করিবার সংকল্প করিয়াছেন, তাহা পরিত্যাগ করেন।

লর্ড এলেনবরার এই পত্র কুলিকাভার পৌছিবার পূর্বে উহা ইংলণ্ডে প্রচারিত হয়। পোলিয়ারমেন্ট সভার অধিকাংশ মেম্বর তাঁহার প্রতি কষ্ট হন। এলেনবরা তদানীন্তন রাজমন্ত্রী ডব্লিউর দলস্থ ছিলেন। ইহাতে সকলে অনুমান করেন, মন্ত্রীর উপদেশে এলেনবরা পত্র লিখিয়াছেন। এজন্য তাঁহার মন্ত্রীকে পদচ্যুত করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু এলেনবরা স্বপদ পরিত্যাগ করিয়া মন্ত্রীকে পদস্থ রাখেন। তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়াছিলেন যে, মন্ত্রী আমার ঐ পত্রের বিষয় কিছুই জানেন না, আমি উহা নিজে লিখিয়াছি। অতএব উহার জবাবদিহি আমি নিজেই করিব।

এদিকে লক্ষ্মী ইস্তগত হইবার পরে প্রধান সেনাপতি ক্যানিংও রোহিলখণ্ডে প্রবেশ করেন। বেরিলি নগর এই রাজ্যের রাজধানী। রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ ঘটিবার পূর্বে, খার্বাহার নামক এক ব্যক্তি তথাকার বিদ্রোহীদের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। নানা

সাহেব প্রভৃতি যে সমস্ত ব্যক্তি গবর্ণমেন্টের প্রতিকূলে অস্ত্র ধারণ করেন, তন্মধ্যে এই বাহাদুরই কেবল যথার্থীতি রাজত্ব করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি রীতিমত রাজত্ব আদায় করিতেন এবং নগরগুলিও সুরক্ষিত রাখিয়াছিলেন। সে যাহা হউক, রুটিষ সেনাপতি এক্ষণে আক্রমণ করাতে বিদ্রোহীরা চতুর্দিকে পলায়ন করে। এই মে বেরিসি নগর সম্পূর্ণ রূপে তাঁহার হস্তগত হয়। ইহার পরেই প্রধান সেনাপতি এলাহাবাদে ফিরিয়া আইসেন।

এদিকে মধ্যভারতবর্ষে এবং বুন্দেলখণ্ডেও বিদ্রোহানল প্রদীপ্ত হইয়াছিল। সয় হিউরোজ ঐ সকল স্থান বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে মুক্ত করিতে আদিষ্ট হন। তিনি তদনুসারে মসৌথে যাত্রা করিয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের প্রারম্ভে ইণ্ডোরে উপনীত হন ও তথায় বিদ্রোহীদিগকে পরাস্ত করিয়া ছলকারের আধিপত্য পুনঃস্থাপিত করেন। হিউরোজ এইরূপে অনেক অনেক উপক্রম প্রদেহ হইতে বিদ্রোহীদিগকে দূর করিয়া দিয়া পরিশেষে বান্‌সিতে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এই সময়ে রমণীকুলের রত্নস্বরূপ বান্‌সিরাজ্যের মহারাজী লক্ষ্মী-বাইও ইংরাজদের প্রতিকূলে অস্ত্রধারণ করিয়া ছিলেন। তাঁহার স্ত্রায় অধাবসায়শালিনী বীরাক্ষনা অতি হুম্মত। যে কারণে ইংরাজ-জাতির প্রতি তাঁহার বিদ্বেষবুদ্ধি জন্মিয়াছিল, তাহা বিশদ রূপে বুঝাইয়া দিবার জন্ত এস্থলে বান্‌সি জনপদের ইতিবৃত্ত সংক্ষেপে উল্লিখিত হইল।

বান্‌সি, বুন্দেলখণ্ডের সম্বিহিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ভারতবর্ষীয় অপর্যাপ্ত সকল রাজ্য অপেক্ষা উহার উপরে রুটিষ গবর্ণমেন্টের অধিকতর ক্ষমতা ছিল, তথাপি রুটিষ গবর্ণমেন্ট যথেষ্ট ব্যবহার না করিয়া এই ক্ষুদ্র রাজ্যটী বজায় রাখিয়াছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীঃ অব্দে তদানীন্তন মহারাজ গঙ্গাধর রাও উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইয়া তাহাজে, তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া উঠে। গঙ্গাধর রাও নিঃসন্তান ছিলেন। পুত্রহীন ভাগ্যবান ব্যক্তির মৃত্যু সম্বিহিত জানিতে পারিলে স্বভাবতঃ দত্তক গ্রহণে সমুৎসুক হন। গঙ্গাধর রাও গিকিট সম্বন্ধ

আনন্দ রাও নামক জাতিপুত্রকে যথাবিধি দত্তক গ্রহণ করিলেন এবং দরবারস্থিত রুটিষ রেসিডেন্টকে এই মর্মে এক খানি পত্র লিখিয়া পাঠাইলেন যে, আমি এক্ষণে অতিশয় পীড়িত হইয়াছি। আমি রুটিষ গবর্ণমেন্টের প্রতি অতিশয় অনুরক্ত এবং রুটিষ গবর্ণমেন্টও আমার প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়া আসিতেছেন, এরূপ স্থলে আমার সহিত আমার পিতৃপুত্রের নাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে, ইহা সামান্য আক্ষেপের বিষয় নহে, অতএব রুটিষ গবর্ণমেন্টের সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, আমি সেই সন্ধির দ্বিতীয় নিয়মানুসারে একটি দত্তক গ্রহণ করিলাম। আমার বয়ঃক্রম অধিক হয় নাই। জগদীশ্বরের অনুগ্রহে যদি আমি রোগ হইতে মুক্ত হইতে পারি, তাহা হইলে আমার পুত্র হইবারও সম্ভাবনা আছে। যদি আমার এই আশা ফলবতী হয়, তবু উত্তরকালে যেরূপ আবশ্যক বোধ হইবে, তাহাই করিয়া যাইব, কিন্তু যদি এ যাত্রায় রক্ষা না পাই, তবে আমার এইমাত্র প্রার্থনা, রুটিষ গবর্ণমেন্ট আমার প্রভুভক্তি স্মরণ করিয়া আমার এই দত্তকপুত্রের প্রতি রূপাদৃষ্টি করেন ও আমার ভাৰ্য্যাকে, এই বালকের মাতাস্বরূপ গণনা করিয়া তাঁহাকে রাজ্য-মুখ্যে কর্তৃত্ব করিতে দেন, যেন তিনি কোন প্রকারে ক্ষুণ্ণ না হন।

গঙ্গাধর রাও রুটিষ রেসিডেন্টকে এই পত্র প্রেরণ করিবার কয়দিন পরে পরলোক গমন করেন। তাঁহার পত্নী লক্ষ্মীবাই অতিশয় তেজস্বিনী ও বুদ্ধিমতী ছিলেন। তিনি অবিলম্বে স্বীয় দত্তক পুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্ত ডেলহৌসীর নিকটে আবেদন করেন। কোম্পানির রাজ্য বৃদ্ধি করা ডেলহৌসীর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তিনি রাণীর আবেদন গ্রাহ্য না করিয়া বান্‌সি কোম্পানির রাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট করিতে আদেশ দেন। লর্ড ডেলহৌসী সেতারা ও নান্দপুর কোম্পানির রাজ্য যোজিত করিবার সময়ে রুটিষ গবর্ণমেন্টের অনুমতানুসারে দত্তক গ্রহীত হয় নাই, এইরূপ ছল করিয়া দত্তক গ্রহণ বিধির কিঞ্চিৎ মান রাখিয়াছিলেন, কিন্তু বান্‌সি অধিকার করিবার সময়ে উক্ত বিধি প্রকাশ্যরূপেই লঙ্ঘন করেন। বান্‌সির

রাণী লক্ষ্মীবাই তদবধি রোষ পরবশা হইয়া রুটিষ গবর্ণমেন্টের কৃত অত্যাচারের প্রতিফল প্রদানের অবসর প্রতীক্ষা করিতে ছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীঃ অব্দের এই বিদ্রোহানল প্রজ্বলিত হইলে তিনি বীরবেশে সমরক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া উহা দ্বিগুণিত করিয়া তুলেন। যে সমস্ত ইউরোপীয় তাহার রাজধানীতে ছিলেন, তিনি তাঁহাদের প্রাণ সংহার করেন। গোয়ালিয়ার রাজ্যের বিদ্রোহী সিপাই ও লক্ষ্য নগরের পলায়িতেরা আসিয়া রাণীর সেনার সহিত মিলিত হয়। নানার এক জন লেপ্টেনেন্ট ছিলেন, তাহার নাম টাণ্টিয়া টোপী। গোয়ালিয়ার রাজ্যে বিদ্রোহ ঘটবার পরে রাজা পলায়ন করেন, তদবধি টাণ্টিয়া টোপী বুদ্ধি-কৌশল ও চাতুরীর জুহু বিখ্যাত হন। তিনিও এক্ষণে আসিয়া রাণীর সহায়তা করিতে লাগিলেন।

রাণী এই রূপে বজ্রিত-সামর্থ্য হইয়া অস্ত্র ধারণপূর্বক অশ্বারোহীর বেশে ৩০এ এপ্রেল রুটিষ-সেনাপতিকে আক্রমণ করেন। ইংরাজেরা যাহাকে কিছু কাল পূর্বে রাজ্যশাসন কার্যে অসমর্থ্য ভাবিয়া রাজ্য ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই ঝাঙ্গির রাণীকে প্রকৃতিপ্রদত্ত অধিনায়কতা গুণে বিভূষিত দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন। রাণী আপনার নৈসর্গিক অদ্ভুত সৈন্তচালন-নৈপুণ্যে প্রথমতঃ সর্ হিউরোজের সেনাগণকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলেন, কিন্তু পরিশেষে তাহাকে রণে তঙ্গ দিয়া কাপ্পিনামক স্থানে আসিতে হয়। তৎপরে এই স্থানে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে রাণী পরাজিত হন। কিন্তু পরাজিত হইয়াও উৎসাহহীন হইলেন না। তিনি গোয়ালিয়ার রাজ্যে ১৮ই জুন পুনরায় রুটিষ সেনাগণের উপরে আক্রমণ করেন। এই দিবস তাহার পক্ষীয় সেনারা শ্রেণী ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করে। কিন্তু ইহাতে রাণীর কিস্কিন্দ্রাজ ও কুশলতা ছিল না। তিনি স্বীয় সেনাগণকে রণক্ষেত্রে আনয়ন করিয়া বিপক্ষ পক্ষকে বারম্বার ভয়ানক রূপে আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে সর্ হিউরোজ স্মরণ উদ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে দ্রুতবেগে রণক্ষেত্রে প্রবিষ্ট হন ও রাণীর সৈন্যশ্রেণী ভঙ্গ করিয়া দেন। সেনারা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতে রাণীকে জয়লাভের আশা

পরিভাগ করিতে হইল বটে, তথাপি তিনি প্রথমতঃ রণস্থল পরিভাগ করেন নাই। পরিশেষে ঝাঙ্গি অপেক্ষাও প্রিয়তর বৈর-নির্ধাতনপ্রয়াস বিফল হইল দেখিয়া পলায়ন করিতেছিলেন, এমন সময়ে কোন রুটিষ সেনা তাহাকে একজন তুর্ককমওয়ার বিবেচনা করিয়া ও তাহার বক্ষস্থলে দোলায়মান হার গোঙে আকুঁটি হইয়া খড়গাঘাতে তাহার প্রাণ সংহার করে। এক জন রুটিষ সেনা কর্তৃক অপকৃত রাণীর এইরূপ ভয়ঙ্কর পরিণামের বিষয় আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি না, কিন্তু ইহা দৃষ্ট হইয়াছিল যে, তিনি ক্ষত ও রক্তাক্ত কলেবরে প্রান্তর মধ্যে পতিত ছিলেন। রুটিষ সেনাপতি হিউরোজ ঘোরতর বিপক্ষ হইয়াও রাণীর বীরোচিত গুণগ্রামের এরূপ পক্ষপাতী হন যে, তিনি স্পষ্টাভিধানে বলিয়া গিয়াছেন, বিপক্ষ পক্ষে কেবল নমরশায়িনী ঝাঙ্গির রাণীই যথার্থ পুরুষকারসম্পন্ন ছিলেন। সে যাহা হউক, রাণীর নিধনের পরে টাণ্টিয়া টোপী পলায়ন করেন এবং সিদ্ধির সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত হন।

লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের প্রধান শাসনকর্তার পদ গ্রহণ করিবার পর এই বিদ্রোহরূপ যে মহানোটকের আরম্ভ হইয়াছিল, গোয়ালিয়ার রঙ্গভূমির অভিনয়ক্রিয়াতে তাহার পরিসমাপ্তি হইল।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ইংরাজেরা নবাব সিরাজদ্দৌলাকে পরাস্ত করিয়া ভারতবর্ষে আধিপত্য স্থাপন করেন। তদবধি এক শত বৎসর ভারত-রাজ্য কোম্পানির হস্তে ছিল। ভারতবর্ষে রুটিষ সাম্রাজ্যের অলঙ্কার স্বরূপ। এই রাজ্য হস্তগত থাকিতেই ইংরাজদের বল ও বুদ্ধিকৌশল দ্রুত দিগন্ত ব্যাপী হইয়া উঠিয়াছে। এখানে ভয়ঙ্কর বিদ্রোহ ঘটনা হওয়াতে ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষেরা ভাবিলেন, এতদূশ বিস্তীর্ণ ভারত রাজ্য এক দল বণিকের হস্তে রাখা আর কর্তব্য হয় না। এই বিবেচনায় ইংরাজী নিকটোরিয়া স্বহস্তে আমাদের ভার গ্রহণ করিলেন।

১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১লা নবেম্বর লর্ড ক্যানিং মহারাজা সীটোরিয়ার ঘোষণাপত্র প্রচার করেন। উহার মর্ম এই, মহারাজা সুন্যিসে প্রজাপালন করিবেন ও উহাদের ধর্মের উপরে কখনই হস্তক্ষেপ

করিবেন না এবং ভারতবর্ষে তাঁহার যে রাজ্য আছে, তাহারও স্বত্ব করিবার চেষ্টা পাইবেন না।

ইফ ইণ্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষীয় রাজগণের সহিত যেরূপ নিয়মে সন্ধি করিয়াছিলেন, মহারাজী তাহা প্রতিপালন করিবেন। ধর্ম ও জাতিভেদ না করিয়া, যিনি যেরূপ উপযুক্ত হইবেন, তাঁহাকে সেইরূপ রাজকাৰ্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ভূমি সম্পত্তিতে যাহার যে অধিকার আছে, মহারাজী তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবেন না। আইন প্রস্তত ও তদনুযায়ী কার্য্য করিবার সময়ে ভারতবর্ষীয়দিগের প্রাচীন স্বত্বাধিকার ও রীতি নীতির দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি রাখিবেন।

যাহারা অন্যের কুমন্ত্রণায় প্রভাবিত হইয়া বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করিয়াছিল, যদি তাহার এক্ষণে রীতিমত প্রজাধর্ম পালন করে, মহারাজী তাহাদিগকে ক্ষমা করিবেন, তবে যে সকল বিদ্রোহী ইংরাজ-হত্যা পাপে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে লিপ্ত হইয়াছে, কেবল তাহারাই ক্ষমার যোগ্য নহে। ক্ষমা ও দয়াদর্শনের যে নিয়ম নির্দিষ্ট হইল, তাহার আগামী জানুয়ারি মাসের পূর্বে ঐ নিয়ম প্রতিপালন করিলে, তাহাদিগকেই ক্ষমা করা যাইবে।

শান্তি স্থাপনের পর মহারাজী কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি হিতকর বিষয়ে উৎসাহ প্রদান করিবেন।

যে সকল বিদ্রোহী ধৃত অথবা নিহত হয় নাই, প্রত্যুত চারি দিকে লুট পাট করিতেছিল, উল্লিখিত ঘোষণা প্রচার হইবার পরে তাহাদের মধ্যে অনেকেই অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া আত্ম সমর্পণ করে।

বিদ্রোহকালে পাতিয়ালার রাজা ও নেপালের সেনাধ্যক্ষ জং বাহাদুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের যে সাহায্য করেন, লর্ড ক্যানিংয়ের অনুরোধে তাহা দৃঢ়রূপে অঙ্গীকৃত হইয়াছিল। তিনি বিদ্রোহ শান্তির পরে যথাসম্ভাব্যরূপে তাঁহাদের সৈন্য বর্জন করেন।

লর্ড ক্যানিং এক্ষণে অধোদায় শাসনকার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। লর্ড ডেলহৌসী অধোগা রীতি অধিকার ভুক্ত করিবার

পরে তথাকার ভূমির যেরূপ বন্দোবস্ত করিয়া যান, তাহাতে প্রধান প্রধান জমিদার চিরাদিকৃত ভূমি সম্পত্তিতে এক বারের বঞ্চিত হন। লর্ড ক্যানিং এক্ষণে সেই বন্দোবস্ত সংশোধন করিলেন। তদ্বারা জমিদারগণের পুরাতন স্বত্ব বজায় হইল। ইহাতে তাঁহাদের জম-স্তোষভাব দূরীকৃত হয় এবং অধোদায় শাসন কার্য্যও সুন্দর রূপে চলিতে থাকে। দিল্লী, কানপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিম প্রদেশীয় যে সকল স্থান বিদ্রোহকালে গবর্ণমেণ্টের হস্ত-বহিভূত হইয়াছিল, ঐ সকল স্থানেও আর কোন গোলযোগ ছিল না, তথাকার শাসনকার্য্য যথা-নিয়মে নির্বাহ হইতেছিল। কিন্তু ঐ সময়ে বাঙ্গালার নীল-প্রধান প্রদেশের কৃষকেরা কুমন্ত্রণা চিহ্ন প্রকাশ করিতে আরম্ভ করে। উহার অনেক দিন অবধি নীলকর সাহেবদের অত্যাচারে নির্ভর নিপীড়িত হইতেছিল, ঐ সময়ে সেই অত্যাচার যার পর নাই বাড়িয়া উঠে।

পূর্বে কৃষকদের এই একটা অসন্তোষ ছিল যে, নীল বপন গবর্ণমেণ্টের আদেশ ক্রমেই করান হইয়া থাকে। ক্রমে এই বিষয়টা তদানীন্তন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর মহাত্মা বাব গোবিন্দের কর্ণগোচর হয়। এটি অতিশয় আশ্চর্য্যজনক ছিল। তাহার যত্নে কৃষকদের ঐ আশঙ্কা দূরীকৃত হয়। তখন তাহার নীলবপন বিষয়ে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল; সুতরাং প্রজাদের সহিত নীলকরদিগের বিবাদ আরম্ভ হইল।

১৮৬০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে একটা অনিষ্টকর কন্ট্রাক্ট আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাহাতে নীলকরদিগের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইল, কিন্তু প্রজাদের উপরে যার পর নাই অন্যায় অত্যাচার হইতে লাগিল। পূর্বে প্রজারা নীলের চাউন লইয়া চুক্তিমত নীল না দিলে তাহাদের নামে কেবল দেওয়ানি আদালতে নালিশ হইত, কিন্তু ঐ আইন হইবার পর ফৌজদারি আদালতেও নালিশ হইতে লাগিল। ফলতঃ তৎকালে নীলপ্রধান প্রদেশে এক প্রকার অরাজক কাণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল। কি সদোষ কি নির্দোষ, সকল প্রজাকেই ঐ আইনের বিবরণ ফল ভোগ করিতে হইল, কিন্তু আনন্দের বিষয় এই যে, ঐ আইনটা ছয় মাসের অধিক কাল প্রচলিত ছিল না।

এই সময়ে সিভিলসার্ভিসের ভূষণস্বরূপ মহাত্মা গ্রাণ্ট লেপ্টনেণ্ট গবর্ণরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রজাদের সৌভাগ্যক্রমে মফঃস্বলে যান। প্রজারা দরখাস্ত হাতে করিয়া নদীর উভয় তীর দিয়া তাঁহার ইচ্ছামতের ধারে ধারে দৌড়িতে ও আত্ননাদ করিয়া আপনাদের দুঃখ প্রকাশ করিতে থাকে। গ্রাণ্ট সাহেব অতিশয় দয়ালু ছিলেন, তিনি প্রজাদের আত্ননাদ শুনিয়া দুঃখিত হইলেন ও অবিলম্বে লর্ড ক্যানিং-উকে লিখিয়া পাঠাইলেন, আমি কখনই এত অধিক প্রজাকে দরখাস্ত হাতে করিয়া আত্ননাদ করিতে দেখি নাই। ইহাতে আমার প্রতীতি হইতেছে, নীলকরেরা প্রজাদের উপর অত্যাচার করিয়া থাকেন। লর্ড ক্যানিং নীলকরদিগের কার্য অনুসন্ধানার্থ একটি কমিসন বনাইলেন। বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেন্টের সেক্রেটারি সিটনকার সাহেব এই কমিসনের অধ্যক্ষ, ক্রিয়াক্ত বাবু চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায় আর তিন জন ইংরাজ মেম্বর হন। তাঁহারা নীলকরদিগের কার্য অনুসন্ধান করিয়া এক খানি রিপোর্ট করেন। তদ্বারা এই সপ্রমাণ হয়, যে প্রণালীতে নীল বপন কার্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, তাহা প্রজাদের পক্ষে শ্রেয়স্কর নহে। তৎপরে গবর্ণমেন্ট যে উপায় অবলম্বন করেন, তদ্বারা প্রজাদের অনেক সুবিধা হয়।

সেই সময়ে নীলদর্পণ নামক এক খানি নাটক প্রচারিত হয়। তাহাতে নীলকরদিগের অত্যাচারের বিষয় বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছিল। সদাশয় রেভেণ্ড লর্ড সাহেব প্রজাদের দুঃখ রাজ-পুরুষগণের গোচর করিবার অভিপ্রায়ে ইংরাজী ভাষায় এই নাটকের অনুবাদ করেন। ইহাতে তাঁহার নাম "রুপ্রীমমোর্টে" এই অভিযোগ উপস্থিত হইল যে, তিনি নীলদর্পণের ভূমিকায় লিখিয়াছেন, ইংরাজী সংবাদ পত্রের দুই জন সম্পাদক সহস্র টাকা উৎকোচ লইয়া নীলকরদিগের পক্ষ সমর্থন করেন এবং এই পুস্তকের অনুবাদ মধ্যে নীলকরদিগের কুৎসা লিখিয়াছেন। বিচারপতি ওয়েলস সাহেবের সম্মুখে এই মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। জুরিরা সকলেই ইংরাজ ছিলেন, তাঁহারা লর্ড সাহেবকে দোষী স্থির করিয়া দিলেন।

অনন্তর বিচারপতি ওয়েলস, লর্ড সাহেবের সহস্র টাকা জরিমানা করেন ও এক মাস কারাবাসের আদেশ দেন। অপ্রসিদ্ধ বাবু কালী-প্রসন্ন সিংহ মহোদয় এই টাকা প্রদান করেন, কিন্তু দণ্ডের অবশিষ্ট-ভাগ বঙ্গদেশের হিতৈষী লর্ড সাহেবের শরীরের উপর দিয়াই যায়। নীলকরেরা প্রজাদের উপরে যে ঘোরতর অত্যাচার করিতেন, লর্ড সাহেবের অন্তঃকরণে তাহা এরূপ অঙ্কিত হইয়াছিল যে, তিনি উক্ত প্রকারে দণ্ডিত হইয়াও প্রজা পক্ষ সমর্থনের জট্টা করেন নাই। তিনি জেলে থাকিয়াও "মার কিন্তু শুন" (Strike but hear) এই শিরোনাম দিয়া এক খানি ইংরাজী পুস্তক রচনা করেন।

লর্ড ক্যানিং ভারতবর্ষের সেক্রেটারী হইয়া ১৮৫৮ খ্রীঃ অব্দের শেষে লর্ড ক্যানিংকে পতিত ভূমির বন্দোবস্ত করিবার আদেশ করেন। ক্যানিং অত্যন্ত বিষয়ে ব্যস্ততা প্রযুক্ত দুই বৎসর কাল এই আদেশ প্রতিপালন করিতে পারেন নাই। তিনি ১৮৬১ খ্রীঃ অব্দের ১৭ ই অক্টোবর এই আজ্ঞা প্রচার করিয়া দিলেন, যিনি পতিত ভূমি ক্রয় করিবার জন্ত প্রথম আবেদন করিবেন, তাঁহাকে ৭০ টাকার হিসাবে সাড়ে তিন বিঘা করিয়া ভূমি দেওয়া যাইবে। কিন্তু যদি অনেকে প্রার্থী হন, তবে এই ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে, যিনি সর্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দাকিবেন, তাঁহাকেই দেওয়া যাইবে।

যৎকালে লর্ড ক্যানিং এই আজ্ঞা প্রচার করেন, তখন ইহার কোন আইন বিধিবদ্ধ হয় নাই। পশ্চাৎ ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের ১২ ই মার্চ আইনটি বিধিবদ্ধ করা হইল। কিন্তু সর্ চার্লস উড ভারতবর্ষের সেক্রেটারী হইয়া এই আইনটি অগ্রায় হইয়াছে বলিয়া রহিত করিলেন ও এই আদেশ দিলেন যে, সুমুদায় পতিত ভূমি নীলামে বিক্রীত হইবে। সে যাহা হউক, পতিত ভূমি বিক্রয়ের আজ্ঞা প্রচারের পর অনেক ইউরোপীয়, আসাম ও দারজিনিঙ প্রভৃতি স্থানে ভূমি ক্রয় করিয়া তথায় চাষ চাস করিতেছেন।

১৮৬২ খ্রীঃ অব্দে লর্ড ক্যানিং তিনটি ব্যবস্থাপক সভা স্থাপন করেন। একটি বাঙ্গালা দেশে, একটি বোম্বাইতে ও একটি মাদ্রাজে।

একো সভায় তৎতৎ প্রদেশের লেপ্টেনেন্ট গবর্নর সভাপতি হন এবং সেই সেই সভায় সেই সেই দেশের আইন প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় । এতদ্বিধা গবর্নর জেনেরলের একটি স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা হইল । তাহাতে গবর্নর জেনেরল স্বয়ং সভাপতি হইলেন । সমস্ত ভারতবর্ষের যে কোন ব্যবস্থা প্রণয়নের প্রয়োজন হয়, এই সভাতেই তাহার প্রস্তাব হইয়া তাহা বিধিবদ্ধ হইয়া থাকে । এই ঘটনাটিকে ভারতবর্ষের একটি প্রধান ঘটনা বলিতে হইবেক । কারণ এই নূতন প্রকার ব্যবস্থাপক সভার স্বষ্টি হওয়াতে এদেশীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এবং রাজপুরুষেরা ইউরোপীয়দিগেরও ব্যবস্থা প্রণয়নে অধিকার হয় ।

লর্ড ক্যানিং ১৮৬২ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে পদ পরিত্যাগ করিয়া ইংলণ্ডে যাত্রা করেন । কিছু তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছিতে না পৌঁছিতেই দুরন্ত বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হন ও উক্ত অব্দের ১৭ ই জুন কলেবর পরিত্যাগ করেন । ক্যানিং ভারতবর্ষে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার পত্নীর পরদেহ প্রাপ্তি হয় । তাঁহার আর কেহই উত্তরাধিকারী ছিলেন না ; সুতরাং তাঁহার বংশের মান সম্রম তাঁহার সঙ্গে সঙ্গেই তিরোহিত হয় । কিন্তু তাঁহার যশঃশরীর চিরকাল ভারতবর্ষের অকৃত্রিম কৃতজ্ঞতার আশ্রয় হইয়া থাকিবেক । আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষের কোন গবর্নর জেনেরলকে তাঁহার আয় তাদৃশ সঙ্কটাপন্ন সময়ে এদেশের শাসনভার গ্রহণ করিতে হয় নাই, কিন্তু তিনি যৎপরোয়িত্ব, নীতিনিপুণতা ও দূরদর্শিতা সহকারে সেই সমস্ত দুরতিক্রম বিপদ হইতে ভারত সাম্রাজ্য উদ্ধার করেন, তাহাতে তাঁহার নাম তদবধি ইতিহাসে অমুচ্ছিন্ন জাজ্বল্যমান হইয়া রহিয়াছে ।

সম্পূর্ণ ।

শ্রীযুক্ত পি. এম. সুর এণ্ড কো. পানি কর্তৃক ক্রাউন যন্ত্রে মুদ্রিত ।

১৪ নং, ডক্‌স্ট্রিট, কলিকাতা ।